GIFT

"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোস্তফা মনসুর আলম খাঁন
এম.ফিল গবেষক
রেজিষ্টেশন নং ১৪৩
শিক্ষা বর্ষ-২০০২-২০০৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448760

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল)

Dhaka University Library
448760

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর-২০০৯

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

448760

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

UNIVERSITY OF DHAKA
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
DHAKA-1000, BANGLADESH

Phone : PABX 9661900-59 Exth.4460
Fax : 880-2-8615583
E-mail : duregstr@bangla.net

Date: 26 December'2009

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, মোস্তফা মনসুর আলম খাঁন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

448760

২৬/১২/২০০৯

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

<u>ঘোষণা (Declaration)</u>

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি মোস্তফা মনসুর আলম খাঁন, এম,ফিল গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,ফিল, ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ড. নাদিরা পারভীন অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার অভিসন্দর্ভটির শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য কখনো প্রকাশিত হয়নি।

বিনীত

২৩/১২/২০০৭

(মোস্তফা মনসুর আলম খাঁন)
এম,ফিল, গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

448766

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রকাশের পূর্বে ও পরে বাংলাদেশ এ স্থানীয় ব্যবস্থায় ইস্যু ক্রমশ একটি আলোচিত বিষয়। যে কারণে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পৌর এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি একটি চলমান আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বীকৃতি পাচ্ছে। **"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণা কমিটি ছিল একটি সময়ের দাবী। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমার এই দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে গবেষক হিসেবে কিছু কথা তুলে ধরছি। গবেষণা কর্মটি সফলভাবে শেষ করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিতবোধ করছি। যে কোন গবেষণা কর্মে একজন প্রধান গবেষকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরও অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান। শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট গবেষক সেইসব ব্যক্তিবর্গের অবদান অনুধাবন করতে পারেন। এই মূহুর্তে মনে হচ্ছে অনেকের সহযোগীতা ও প্রতিদানের কথা, যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তারপরও কয়েকজনের অবদানের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। প্রথমে মনে পড়েছে পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু আমার গবেষনা তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন এর কথা। যিনি গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সব সমস্যাই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। এমনি একজন বড় হৃদয়ের অধিকারী মানুষের তত্ত্বধানে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই খুব গর্বিত। গবেষণার প্রয়োজনে বারবার তত্ত্বধায়কের সাথে দেখা করতে যেয়ে আমার মনে হয়েছে আমি ঐ পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেছি। তিনি আমাকে সকল সময়ে গবেষণার বিষয়ে সার্বিক পরামর্শ এবং নিদের্শনা প্রদান করেছেন।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের পরই যিনি আমার সার্বিক খোঁজ খবর ও থিসিস লেখার বিষয়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন তিনি হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোঃ মকসুদুর রহমান, অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তার প্রতি রইল আমার অশেষ কতৃজ্ঞতা।

এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,ফিল ও পি,এইচ,ডি শাখা ও নারায়নগঞ্জ পৌরসভা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীসহ প্রভৃতি স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সহযোগীতা পেয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের প্রতি। যারা আমাকে গবেষণার বিষয়ে এম,ফিল স্কলারশিপ দিয়ে অর্থায়ন করেছেন এবং গবেষণাটি সফলভাবে করার জন্য সহযোগীতা দিয়েছেন।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার স্নেহভাজন এ,এইচ,এম মনিরুজ্জামান রব্বানী, মোঃ আকবর হোসেন, কবির আহামেদ, নার্গিস সুলতানা (মনি) ও তানিয়া আক্তার (তানি)কে যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেছেন। গবেষণা কাজে সার্বক্ষণিক পাশে থেকে পরামর্শ ও সহযোগীতা করার জন্য আমার সহধর্মিনী নাজুনুন্নাহার (নাজমা)কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিনীত

(মোস্তফা মনসুর আলম খাঁন)

Dhaka University Institutional Repository

"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সকল সময়ে সংস্কার করে থাকেন। পৌরসভা এলাকার নগর খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রধান সমস্যা বা চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালনায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার নিমিত্ত কিছু সুপারিশ তৈরী করার জন্য আলোচ্য গবেষণা সম্পাদিত হয়।

গবেষণাটি পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পৌরসভার পরিচালনায় বর্তমান সমস্যা ও সমাধানের জন্য সুপারিশের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা: নারায়ণগঞ্জ পৌরসভাকে মডেল হিসেবে নিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশের পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। এসব পৌর কর্তৃপক্ষ মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমিত ক্ষমতা, কর প্রদানকারীদের কাছে জবাবদিহীতার ব্যবস্থা না থাকা এবং সম্পদ সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দূর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। দক্ষ জনবলের অভাব, প্রশাসনিক দূর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দূর্বল নিরীক্ষণ ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে আরো সংকটময় করে তুলেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষমতা বিধান পৌর কর্তৃপক্ষের অবশ্য করণীয়। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুবিধা, বিনিয়োগ ও ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রত্যেক পরিবার বা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করতে পারে। পৌরসভা এলাকার নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধা আরো ফলপ্রসু করার নিমিত্তে নির্ধারিত গবেষণাটি নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণাটির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পৌরসভা কিভাবে পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। যার ভিত্তিতে সরকার বাস্তব সম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ের ভূমিকা শিরোনামে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে যথা গবেষণা, তাৎপর্য, গবেষণার পরিধি, আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা, গবেষণার উদ্দেশ্যে, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষনার সাংগঠিক কাঠামো, বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও তুলনামূলক স্থানীয় সরকারের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৌরসভার ধারণাগত কাঠামো ও তাত্ত্বিকপঠভূমি শিরোনামে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৌরসভার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান , সীমানা ও যোগাযোগ, প্রকৃতি, আয়তন, প্রশাসনিক ইউনিট, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার ও পৌরসভার ওয়ার্ডম্যাপ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার একজন মেয়র, ১২জন কাউন্সিলরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। প্রশ্নমালা (Questionnaire), সাক্ষাৎকার (Interviews) ব্যবহৃত হয়েছে।। গবেষণাটিতে ব্যক্তিবর্গের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণের নিমিত্ত একইসাথে গুনগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা থেকে প্রাপ্ত বাজেট কপি অনুযায়ী ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৬-২০০৭অর্থ বছর পর্যন্ত পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার সমস্যা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডের জনগণের থেকে ৫৮জন ছাত্র-ছাত্রী, ৪৮জন চাকুরীজিবি, ৩৭জন ব্যবসায়ী, ২৯জন গৃহিনী, ৩জন ইমাম, ২১জন শ্রমিক, ২জন চিকিৎসক এবং ২ জন শিক্ষকসহ মোট ২০০০ জনের সাক্ষাৎকার মতামত জরীপের (Opinion Surveys) মাধ্যমে এবং পৌরসভার একজন মেয়র, ১২জন কাউন্সিলরদের প্রশ্নমালা (Questionnaire), সাক্ষাৎকার (Interviews) বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে, পৌরসভার বর্তমানে সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া পৌরসভার বর্তমান বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ কওে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার সমস্যা সমধানের পথে অন্তরায় সমূহ এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে ৯টি ওয়ার্ডের মোট ২০০জন নাগরিকের মতামত জরীপ এবং মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা কওে সমস্যা সমাধানের পথে অন্তরায় সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার গবেষণায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) পরিচালনায় জাতীয় পৌরনীতি, গণতান্ত্রিক অংশ গ্রহণ, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব, আইনের শাসন, দক্ষতা ও ক্ষমতা ও কার্যাবলী, নেট ওয়ার্কিং ও তথ্যপ্রবাহ, সমন্বয়, নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ, পৌরবাজেট, এবং জি,ও ও এন,জি,ও অংশিদারিত্বসহ প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশমালা বিবৃত হয়েছে। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে বিশ্লেষণ ও গবেষণার ফলাফল সমূহ পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। বাস্তব সমস্যা আলোকে মতামতের ভিত্তিতে পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকার বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারনীর তালিকা

	সারনীর তালিকা	পৃঃ নং
৩.১	পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের নাম, পদবী, পৌরসভা/ওয়ার্ড বিবরণ	৬৫
৩.২	শিক্ষাগত যোগ্যতা শতকরা (%)	৬৬
৩.৩	বয়স শতকরা (%)	৬৭
৩.৪	পেশা শতকরা (%)	৬৮
৩.৫	বৈবাহিক অবস্থা শতকরা (%)	৬৯
৩.৬	ধর্ম শতকরা (%)	৬৯
৩.৭	পরিবারের ধরণ শতকরা (%)	৭০
৩.৮	পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতকরা (%)	৭১
৩.৯	বাসস্থানের ধরণ শতকরা (%)	৭২
৩.১০	রাজনৈতকি দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা শতকরা (%)	৭২
৩.১১	বাসস্থানের অবকাঠামো শতকরা (%)	৭৩
৩.১২	পরিবারের অন্য কেউ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট কি না? শতকরা (%)	৭৩
৩.১৩	আয়ের উৎস শতকরা (%)	৭৪
৩.১৪	বাৎসরিক আয় শতকরা (%)	৭৫
৩.১৫	মাসিক কত টাকা ব্যয় হয় ? শতকরা (%)	৭৫
৩.১৬	মেয়র/ কাউন্সিলর কার্যালয় আছে কি না? শতকরা (%)	৭৬
৩.১৭	আপনার সাপোর্ট স্টাফ আছে কি না? শতকরা (%)	৭৭
৩.১৮	আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য কী পরিমান সম্মানী পান? শতকরা (%)	৭৭
৩.১৯	পৌরসভার গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ আছে কি না? শতকরা (%)	৭৮
৩.২০	পৌর কাউন্সিলর হিসেবে পৌরসভায় সার্বিক কার্যক্রমে আপনার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন কি না? শতকরা (%)	৭৯
৩.২১	স্থানীয় জনসাধারণ কতৃক পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না? শতকরা (%)	৭৯
৩.২২	আপনার উন্নয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের বিবরণ দিন। শতকরা (%)	৮০
৩.২৩	জনসেবা মূলক কাজে অবদান, শতকরা (%)	৮১
৩.২৪	জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়েনর জন্য কাজ করেছেন কি না? শতকরা (%)	৮৩
৩.২৫	দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কোন কাজ করার প্রয়োজন আছে কি না? শতকরা (%)	৮৩
৪.১	বাজেট বিশ্লেষণ	১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্রের তালিকা

	লেখচিত্রের তালিকা	পৃঃ নং
৩.২	শিক্ষাগত যোগ্যতা শতকরা (%)	৬৬
৩.৩	বয়স শতকরা (%)	৬৭
৩.৪	পেশা শতকরা (%)	৬৮
৩.৫	বৈবাহিক অবস্থা শতকরা (%)	৬৯
৩.৬	ধর্ম শতকরা (%)	৭০
৩.৭	পরিবারের ধরণ শতকরা (%)	৭০
৩.৮	পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতকরা (%)	৭১
৩.৯	বাসস্থানের ধরণ শতকরা (%)	৭২
৩.১০	রাজনৈতকি দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা শতকরা (%)	৭২
৩.১১	বাসস্থানের অবকাঠামো শতকরা (%)	৭৩
৩.১২	পরিবারের অন্য কেউ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট কি না? শতকরা (%)	৭৪
৩.১৩	আয়ের উৎস শতকরা (%)	৭৪
৩.১৪	বাৎসরিক আয় শতকরা (%)	৭৫
৩.১৫	মাসিক কত টাকা ব্যয় হয় ? শতকরা (%)	৭৬
৩.১৬	মেয়র/ কাউন্সিলর কার্যালয় আছে কি না? শতকরা (%)	৭৬
৩.১৭	আপনার সাপোর্ট স্টাফ আছে কি না? শতকরা (%)	৭৭
৩.১৮	আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য কী পরিমান সম্মানী পান? শতকরা (%)	৭৮
৩.১৯	পৌরসভার গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ আছে কি না? শতকরা (%)	৭৮
৩.২০	পৌর কাউন্সিলর হিসেবে পৌরসভার সার্বিক কার্যক্রমে আপনার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন কি না? শতকরা (%)	৭৯
৩.২১	স্থানীয় জনসাধারণ কতৃক পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না? শতকরা (%)	৮০
৩.২২	আপনার উন্নয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের বিবরণ দিন। শতকরা (%)	৮১
৩.২৩	জনসেবা মূলক কাজে অবদান, শতকরা (%)	৮২
৩.২৪	জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়েনর জন্য কাজ করেছেন কি না? শতকরা (%)	৮৩
৩.২৫	দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কোন কাজ করার প্রয়োজন আছে কি না? শতকরা (%)	৮৩
৪.১	২০০০-২০০১ থেকে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেটের প্রকৃত রাজস্ব আয় ব্যয়ের বিশ্লেষণ।	১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্রের তালিকা	পৃঃ নং
বাংলাদেশের মানচিত্র	১০
নারায়ণগঞ্জ জেলার মানচিত্র	১১
নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মানচিত্র	১১
নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড গুলোর মানচিত্র	৫৬-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা নং-
গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র	I
গবেষকের ঘোষণা পত্র	II
গবেষকের কথা	III
গবেষণার সার সংক্ষেপ	IV-VI
সারণী তালিকা	VII
লেখচিত্রের তালিকা	VIII
মানচিত্রের তালিকা	IX
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা	১-২৯
ভূমিকা নায়ণগঞ্জ পরিচিতি	১-৩
গবেষণার পরিধি	৩
আনুষাঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা	৪-৬
গবেষণা উদ্দেশ্য	৬
গবোষণার পরিচালনা পদ্ধতি	৭-৮
গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায়	৮
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৮-৯
বাংলাদেশের মানচিত্র	১০
নারায়ণগঞ্জ জেলা মানচিত্র	১১
বিকেন্দ্রীকরণ	১২-১৪
স্থানীয় সরকার	১৪-১৫
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন	১৫-১৬
স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাষিত সরকার	১৬-২২
তুলনামূলক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন	২৩-২৫
তথ্য নির্দেশিকা	২৬-২৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	পৌরসভার ধারণাগত কাঠামো ও তাত্ত্বিক পটভূমি	৩০-৫৪
	পৌরসভার গঠন	৩০-৩১
	পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা	৩১-৩২
	পৌরসভার কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩২-৩৩
	পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব	৩৪-৩৫
	পৌর দায়িত্ব ও কার্যাবলী	৩৫-৩৭
	নারায়ণগঞ্জ জেলার তথ্যগত বিবরণ	৩৮-৩৯
	পৌরসভার অর্গানোগ্রাম	৪০
	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মানচিত্র	৪১
	তাত্ত্বিক পটভূমি	৪২-৫২
	তথ্য নির্দেশিকা	৫৩-৫৪
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা	৫৫-৮৫
	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার পরিচিতি	৫৫
	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ওয়ার্ড ম্যাপ	৫৬-৬৪
	মেয়র ও কাউন্সিলরগণের নামও পদবী এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা সারণী ২৫টি ৩:১ থেকে ৩: ২৫ পর্যন্ত	৬৫-৮৪
	তথ্য নির্দেশিকা	৮৫
চতুর্থ অধ্যায়:	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত পর্যলোচনা	৮৬-১৩৭
	আয়ের উৎস এব খাতের নাম সমূহ	৮৬-৮৭
	ব্যয়ের খাতের নাম সমূহ	৮৮-৯০
	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ব্যয়ের বাজেট ২০০০থেকে ২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত	৯১-১০৪
	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার আয়ের বাজেট ২০০০ থেকে ২০০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত	১০৫-১৩৫
	বাজেট বিশ্লেষণ সারণী-৪:১	১৩৬
	তথ্য নির্দেশিকা	১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়:	পৌরসভার সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করণ	১৩৮-১৪৪
	পৌরসভার সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ	১৩৮-১৪৪
	তথ্য নির্দেশিকা	১৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়:	পৌরসভার সমস্যাবলী সমাধানের পথে অন্তরায় সমূহ	১৪৫-১৪৯
	পৌরসভার সমস্যাবলী সমাধানের পথে অন্তরায় গুলির বিশ্লেষণ	১৪৫-১৪৮
	তথ্য নির্দেশিকা	১৪৯
সপ্তম অধ্যায়ঃ	উপসংহার ও অভিমত	১৫০-১৫৬
	অভিমতসমূহ	১৫০-১৫৪
	উপসংহার	১৫৫-১৫৬
	ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নির্দেশনা	১৫৭
পরিশিষ্ট -১ তত্ত্বধায়কের চিঠি		১৫৮
পরিশিষ্ট -২ পৌরসভার মেয়র কাউন্সিল ও মহিলার, মহিলার কাউন্সিলারদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা		১৫৯-১৬০
পরিশিষ্ট -৩ পৌরসভার জনগণের নিকট হতে সাক্ষাৎ গ্রহনের মতামত জরীপের প্রশ্নমালা		১৬১-১৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১৭ কিঃ মিঃ পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত একটি জেলা শহর। কিন্তু এর পরিচিতি একটি বড় নদী বন্দর হিসেবে। শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাড়ে এ শহরের অবস্থান। শীতলক্ষ্যার তীরের এ জনপদ কত বছর পূর্বে গড়ে উঠেছে তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। শুধু নারায়ণগঞ্জ কেন, বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ কথা একইভাবে প্রযোজ্য। আমাদের প্রাকৃতিক বিবর্তনের কোন ইতিহাস এখন পর্যন্ত রচিত না হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের ভূমি গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। পুরানো কোন মানচিত্রে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। রেনেল যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন তা বৃটিশ সম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের অনেক পরে ১৭৬৫ সালে। মুসলিম যুগে এতদঞ্চলে বিভিন্ন দেশ হতে পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন। তাদের বিবরণ হতে এ অঞ্চল সমন্ধে মোটামুটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জের অনতিদূরে সোনারগাঁ বা সুবর্ণ গ্রামই ছিল এ অঞ্চলের রাজনীতির মূল কেন্দ্র। প্রবাদ আছে মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এ অঞ্চলে সুবর্ণ বৃষ্টি হয়েছিল বলে এ স্থান সুবর্ণ গ্রাম নামে পরিচিত। এ উত্তরে ছিল পুরাতন ব্রক্ষপুত্র, পূর্বে আড়িয়াল খাঁ ও মেঘনা এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা। যদিও বর্তমানে সোনারগাঁ বলতে নারায়ণগঞ্জের উত্তর পূর্বে প্রায় ১২ কিঃ মিঃ দূরে মোগড়া পাড়ার কাছে পানাম শহরকে বুঝায়, বস্তুতঃ পক্ষে এটি একটি বিস্তীর্ণ ভূখন্ড ছিল। আদি ইতিহাস জানার জন্য আমাদের প্রধানতঃ পৌরনিক উপখ্যান, কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। তাই ঢাকা জেলার কিংবদন্তী বা জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়। পূর্বে ঢাকা জেলার কিয়দাংশ প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিল। যোগনীতন্ত্র এর মতে কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ছিল ব্রক্ষপুত্র ও লক্ষ্যা নদীর সংগমস্থল, যে স্থানে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ অবস্থিত। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ রাজাদের হাতেই সোনারগাঁ এর শাসনভার ন্যস্ত ছিল। মুসলিম বিজয়ের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বিভিন্ন বৌদ্ধ বংশ যথাঃ চন্দ্র বংশ, পাল বংশ, ও দেব বংশ সোনারগাঁ এর কর্তৃত্ব করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

১২০৬ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির লক্ষণাবর্তী দখলের পর রাজা লক্ষণসেন সোনারগাঁ-এ পালিয়ে আসেন। লক্ষণ সেনের সোনারগাঁ-এ আশ্রম লাভের ঘটনায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সোনারগাঁ আক্রমনের পূর্ব পর্যন্ত তথায় সেন রাজারা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। তার পর দীর্ঘ তিন শতাব্দী এই সুপ্রাচীন নগরটি বাংলার মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিল।

আলাউদ্দিন খিলজিই সর্ব প্রথম শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সোনারগাঁকে পূর্ব বঙ্গের রাজধানী করে সমগ্র বাংলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। কিন্তু দিল্লী থেকে সোনারগাঁ-এর বিশাল দূরত্ব এবং বাংলার ঐশ্বর্য তখনকার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করত। ফলশ্রুতিতে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন নিজেকে পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি সোনারগাঁ এর টাকশাল হতে স্বীয় নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করে তা প্রচলিত করেন। তিনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান যিনি চট্রগ্রাম অধিকার করেন। চাঁদপুরের কাছে শ্রীপুরের সঙ্গে একটি প্রশস্ড় রাস্তার মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে চট্রগ্রামের যোগাযোগ স্থাপন করেন। সে সময় সোনারগাঁ শুধু একটি অখ্যাত প্রাচীন নগরী ছিল। কিন্তু ফখরুদ্দিনের শাসনামলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁ এর নামে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সে সময়েই বিখ্যাত মরক্কোবাসী পর্যটক নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ পরিদর্শন করেন।

ইশাখাঁ এর শাসনামলে তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল সরাইল। পরবর্তীতে তিনি তার রাজধানী শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী নারায়ণগঞ্জ খিজিরপুর (হাজীগঞ্জ) কেল্লার বিপরীত স্থানে কত্রাভূতে স্থানান্তরিত করেন।কত্রাভু নবীগঞ্জ নামে পরিচিত।

বর্তমানে মূল শহরের ভূ-গঠন সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত চলে। পলিমাটি পড়ে জেগে উঠে নতুন ভূমি এবং জেগে উঠা নতুন ভূমির উপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে নারায়ণগঞ্জ প্রতিষ্ঠা হয়।

নারায়ণগঞ্জ নামের ইতিহাস ইতিবৃত্তান্ত যদি আমরা দেখি তাহলে লক্ষ্য করা যায় পলাশী যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নেটিভ ইংরেজদের সাহায্য করেছিল তারা প্রত্যেকেই ইংরেজদের নিকট থেকে মোটামুটি কোন না কোন ভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এমন একজন ছিলেন ভীখন

Dhaka University Institutional Repository

লাল পান্ডে। কোন কোন রেকর্ডে তাকে বেল্লুর ঠাকুর বা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর বলে লিখিত কালেক্টরের এক পত্রে জানা যায় যে, কোম্পানির পূর্বে এই গঞ্জ হতে মোঘল সরকারের আয় হতো বছরে ৬৪৪৭ টাকা ১০ আনা ৯ পয়সা। কোম্পানির নাজির নওয়াব মুজাফ্ফর জংগ (মোহাম্মদ রেজা খান) এর কাছ থেকে বাংলা ১১৭৩ সালে ভীখন লাল একটি সনদের সাহায্যে এই অঞ্চলের ভোগস্বত্ব লাভ করেন। এ সময়ে নারায়ণগঞ্জ লবন ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভীখন লাল খুবই ধর্মভীরু ও দয়াবান হিন্দু ছিলেন। তার দয়া ও ধর্মানুরাগের কথা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কথিত যে, একবার এক সন্ন্যাসী তার নিকট আসে এবং তার অতিথি পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হয়ে পাঁচটি নারায়ণচক্র দান করেন। ভীখন লাল সেগুলোকে যথা নরসিংজীর আখড়া, ইন্দ্রাকপুর, ব্রহ্মপুত্র তীরের পঞ্চমীঘাট ও শীতলক্ষ্যার তীরে স্থাপন করেন। শীতলক্ষ্যার তীরের স্থানটিই হচ্ছে বর্তমানে দেওভোগের লক্ষ্মী নারায়ণ আখড়া। তারপর তিনি শীতলক্ষ্যার তীরের বাজারগুলি নারায়ণ পুঁজার ব্যয় নির্বাহের স্বার্থে দেবোত্তর সম্পত্তি করে দেন। এ সব অঞ্চলের আয় থেকেই সকল ধর্মীয় খরচ বহন করা হতো। নারায়ণ ঠাকুরের নামে উৎসর্গীকৃত বলে এই স্থানকে নারায়ণগঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়।

গবেষণার পরিধি ঃ প্রথমে গবেষণার কার্যকাল ছিল ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৭ ইং পর্যন্ত কিন্তু সে সময়ের উপর্যুক্ত তথ্যের অভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমানে কার্যকাল স্থির করা হয়েছে ২০০০ সাল থেকে ২০০৭ ইং পর্যন্ত। ২০০৩ সালে ১৬ইং জানুয়ারী বহু বছর পর নারায়নগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিশ্লেষণের জন্য এ সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে। আমরা তুলনামূলকভাবে দেখতে পাব যে, ২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সরকার মনোনীত প্রশাসকের অধীন এর কার্যকাল কেমন ছিল এবং ২০০৩ সালে নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিষয়সমূহ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করার সুবিধার্থে ২০০০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে গবেষণার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আনুষাঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা ঃ পৌরসভার উপরে আজ পর্যন্ত অনেকেই কাজ করেছেন। তাদের কাজের বেশ কিছু গ্রন্থসমূহ আমি পাঠ করেছি সে সম্পর্কে আমি নিম্নে আলোচনা করছি।

N. C. Roy, Rural self Government in Bengal নামক গ্রন্থে অবিভক্ত বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় স্থান পেয়েছে চৌকিদারী, পঞ্চায়েত আইন, ইউনিয়ন কমিটি, ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তবে এর মধ্যে গ্রন্থটিতে পৌরসভা সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। অবশ্য এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব।

Hugh Tinker, Foundation of Local Self Government in India Pakistan and Burma নামক গ্রন্থে উপমহাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে রাজনৈতিক কর্মকান্ড জড়িত আছে, তা এই গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে পারি। তবে এখানেও পৌরসভা সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা হয়নি।

M. A. Choudhuri, Rural Government in East Pakistan গ্রন্থটি ঢাকা পুথিঘর লিমিটেড থেকে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান আমলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে অনেক আলোচনা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথিত যশা এই শিক্ষকের গ্রন্থটি না পাঠ করলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তবে গ্রন্থটির মধ্যেও শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করা হয়নি।

Ali Ahmed, Administration of Local Self Government for Rural Areas in Bangladesh গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। এই গ্রন্থটির মধ্যেও গ্রাম বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির মধ্যে শহর এলাকার পৌরসভা সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। তবে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

Md. Moksuder Rahman, Politics and Development of Rural Local Self Government in Bangladesh গ্রন্থটির লেখকের পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ এই গ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৬ সাল পর্যন্তগ্রামীন স্বায়ত্তশাসনের উপর ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা আছে কিন্তু এর মধ্যে শহর এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে আলোচিত হয় নাই।

R. K. Bharwaj, Municipal Administration in India সম্মানিত লেখক ভারতের পৌরসভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই আলোচনা হয়নি। তবে কেউ পৌরসভা সম্পর্কে কাজ করতে চাইলে এই গ্রন্থটি পাঠ করা দরকার আছে। কেননা এর মধ্যে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পৌরসভা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পৌরসভার মূল জানতে হলে এটি পাঠ করা প্রয়োজন আছে।

Kamal Siddiqui (ed.), Local Government in Bangladesh গ্রন্থটিতে গ্রামীন এবং শহর দুই এলাকার পৌরসভা সম্পর্কে আলোচনা আছে। তবে সে সমস্ত কোন ক্ষেত্র পর্যালোচনার ফল নয়। এটাও সাধারণভাবে আলোচিত বিষয়। তবে পৌরসভা সম্পর্কে জানতে গেলে এটি পাঠ করা অবশ্য প্রয়োজন।

Rita Afaser, "Addressing Urban Problems: The Issue of Human Settlement and Well Being" তাঁর প্রবন্ধটি জুন, ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি নগর বাসীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে বিশেষ করে বস্তিবাসীদের সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচিত হয়েছে এবং নগর জীবনে বস্তিবাসীদের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তিনি নগর জীবনে নগর প্রশাসনের জবাবদিহিতা সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি। তাই পৌরসভা সম্পর্কে আরো অধিক জানা আবশ্যকতা রয়েছে।

S. U. Ahmed, "Municipal Politics and Urban Development in Dhaka" প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন প্রয়োগ করতে বাঁধা ও সমস্যাসমূহ তিনি চিহ্নিত করেছেন। তিনি এখানে বলেছেন সত্যিকার অর্থে এদেশে স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় উন্নয়ন সাধিত হয় নাই। তিনি তাঁর প্রবন্ধে নগর প্রশাসনের জবাবদিহিতা বা পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

A. I. Choudhury, "Urban Administration and Finance in Bangladesh : A Review of Research" প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালে ঢাকা নগর অধ্যায়ন কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, স্থানীয় সরকার যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করে থাকেন সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি আর্থিক ব্যয় নির্বাহের বিষয়ে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেন নাই। তবে এটি একটি ভাল মানের প্রবন্ধ। পৌর এলাকায় নগরবাসীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে হতে পারে এর মধ্যে তা আলোচিত হয় নাই।

Amirul Islam Choudhury, "Resource Mobilization and Urban Governance in Bangladesh প্রবন্ধটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে স্থানীয় সরকারের সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা, পরিচালনা ও আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে পৌরসভা সংক্রান্ত কোন আলোচনা সেভাবে আসেনি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

নিম্নে উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে এই গবেষণা কাজটি হাতে নেওয়া হয়েছে যথাঃ-

(১) পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ পর্যালোচনা।

(২) পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ বিশ্লেষণ।

(৩) পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত পর্যালোচনা করা।

(৪) নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ।

(৫) নগর উন্নয়নে পৌরসভার সমস্যাগুলো সমাধানের বাধা ও তার সঠিক সমাধানের নির্দেশ।

(৬) পৌরসভার ভবিষৎ পরিচালনার সুপারিশমালা প্রণয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology) :

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নিম্ন পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে।

(১) দলিলপত্রাদি বিশ্লেষণ (Document Analysis) ঃ পৌরসভার কার্যক্রমকে সঠিকভাবে জানার জন্য অফিসের দলিলপত্র, জার্নাল, বই, গবেষণাপত্র প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অফিসের সঠিক তথ্য ছাড়া ভিন্ন কোন গবেষণা কাজ পরিচালনা করা যায় না। তাই বাস্তবভিত্তিক গবেষণার জন্য এটা জানা আবশ্যক। অবশেষে ডকুমেন্ট সমূহের আলোকে বিশ্লেষণ তৈরী করা হয়েছে।

(২) প্রশ্নমালা (Questionnaire) ঃ তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো প্রশ্নমালা। এজন্য একাধিক সুগঠিত প্রশ্নমালা তৈরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নমালার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং পৌর এলাকার বিভিন্ন পেশার সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রশ্নমালা সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষনায় ২টি প্রশ্নমালা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে

ক) পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রশ্নমালা;

খ) পৌরসভায় বসবাসকারী জনসাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নমালা চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের প্রতি প্রথম প্রশ্নমালাটি তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পেশা, বাসস্থান, আর্থিক, রাজনৈতিক, কর্মকান্ডের বিবরণসহ-দায়িত্ব পালনের বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ করার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এর পরবর্তী জনসাধারণের মতামত জরীপে প্রশ্নমালার জনসাধারণের কাছে পৌরসভার বর্তমান সমস্যা সমূহ ও ভবিষ্যৎএ পৌরসভা পরিচালানায় আরো কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তারা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিবর্গের উপর প্রশ্নমালার উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে মাধ্যমে তাদের অনুভূতি, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, কার্যকলাপ, বর্তমানে সমস্যা নিরূপন ও ভবিষ্যৎ সমাধানের উপায় সর্ম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(৩) সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Interviews) ঃ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাক্ষাৎকারের নারায়নগঞ্জ পৌরসভার ২০০জন পৌরজনসাধারণ যথা-ছাত্র-ছাত্রী,

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরীজিবি, ব্যবসায়ী, গৃহীনি, ইমান, শ্রমিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকের নিকট থেকে প্রশ্নমালা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণকরা হয়েছে। বিশ্লেষণ

(৪) ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঃ নারায়গঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ জানার জন্য ইতপূর্বে নারায়নগঞ্জের উপর প্রকাশিত পুস্তক পাঠ করে তার থেকে নারায়গঞ্জের ইতিহাস এবং স্থানীয় সরকার এ উপর বিভিন্ন ইংরেজী ও বাংলা বই পাঠ কয়ে স্থানীয় সরকারের উপর তাত্ত্বিক বিবরণ লিপিব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায় বিন্যাস ঃ

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে নিম্নলিখিত সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায় বিন্যাসে বিভক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ১) ভূমিকা

অধ্যায় ঃ ২) পৌরসভার ধারণাগত কাঠামো ও তাত্ত্বিক পটভূমি

অধ্যায় ঃ ৩) পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা।

অধ্যায় ঃ ৪) পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়েরখাত পর্যালোচনা

অধ্যায় ঃ ৫) পৌরসভার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

অধ্যায় ঃ ৬) পৌরসভার সমস্যাবলী সমাধানের পথে অন্তরায়সমূহ

অধ্যায় ঃ ৭) উপসংহার ও অভিমত

গবেষনার সীমাবদ্ধতা ঃ

ক) গবেষনায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা। সময় সীমা কম হওয়াতে অনেকক্ষেত্রে বিস্তৃত আকারে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

খ) গবেষণার জন্য আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল নারায়নগঞ্জ শহরে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ ২০০৬ সালে বি,এন,পি জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমনের পর দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থায় অবনতি ঘটে। সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ফলে সন্ত্রাস দমনে সরকার সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে। এই বাহিনীর যৌথ অভিযানের সময় অনেক পৌরসভার কাউন্সিলর গ্রেপ্তার হন এবং অনেকে আত্মগোপন করেন। ফলে অনেক কাউন্সিলরদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। যথাযথ তথ্যের অভাবে গবেষণাটিতে নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা সহ অনেক তথ্য মতামত সমূহের সম্পূর্ণ তুলনামূলক পর্যালোচনা অনেক ক্ষেত্রে করা সম্ভব হয়নি। গবেষণাটির জন্য বিস্তৃত পরিসরে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল

Dhaka University Institutional Repository

এবং তথ্যের গভীরে পৌঁছাবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে সময় বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

গ) গবেষণাটির আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল ছোট ছোট আকারের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের গ্রুপ বা দল। গবেষণার প্রয়োজনে আরো বৃহৎ আকারের নমুনা দলের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এজন্য প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন বিধায় ক্ষুদ্রদল নির্বাচন করা হয়।

ঘ) অনেক কাউন্সিলরদের স্থানীয় সীমাবদ্ধতা গবেষণার জন্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। অনেকক্ষেত্রে তারা ছিলেন নিজ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট কিন্তু তারা যে রাজনৈতিক দলের সাথে অনেকেই জড়িত তাও স্বীকার করতে চাননি এজন্য তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

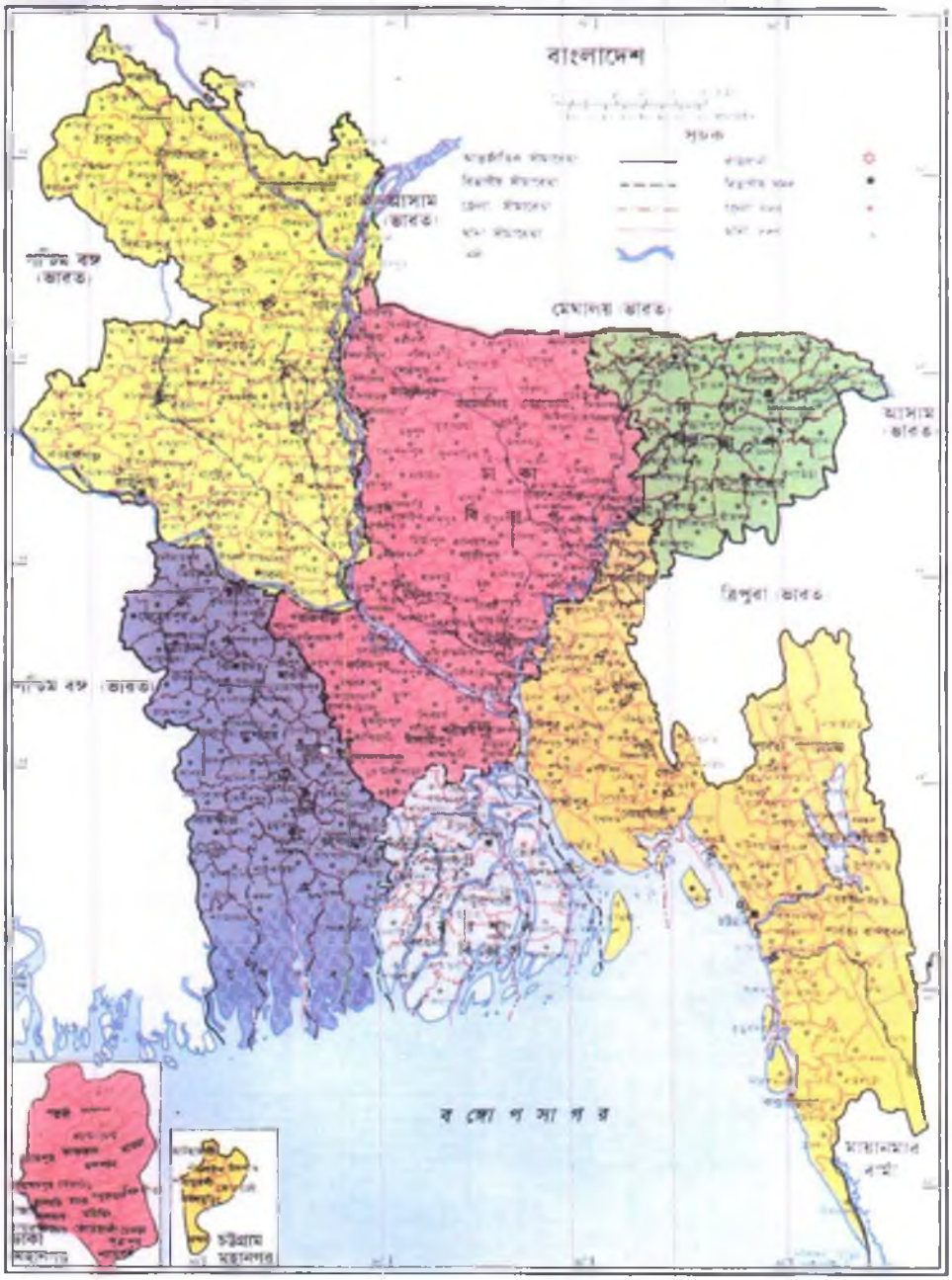

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার স্থানীয় শায়ত্বশাসন কি? কেননা আমাদের আলোচনার মূলত এই বিষয়কে কেন্দ্র করে। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে আমরা বুঝে থাকি প্রশাসনিক কাঠামোর ভিতরে কিছু ইউনিট বা ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতাকে বিভক্ত করে দেওয়ার নিয়মকে বুঝি। যখনি কোন সংগঠন বা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশির ভাগই উপরের স্তরে ন্যস্ত থাকে এবং তার ফলস্বরূপ নিচের পর্যায় কর্মকর্তাগণ বেশিরভাগ বিষয়কে সমাধানের জন্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রথম বা তার নিকটতম অধঃস্তন কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করেন, তখনি আমরা তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলব। বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে এল, ডি, হোয়াইট বলেন, "বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বুঝায়, আইন, বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ে হস্তান্তর।"[১] এম, পি, শারমা বলেন, "বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হলো, সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব হস্তান্তর, যেখানে বাস্তবে কার্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।"[২] লুইস এলিনের মতে, "কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থেকে ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে সুনির্দিষ্ট হস্তান্তরকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংগঠনের নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা বেশীরভাগ বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিবেচনাগত কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা লাভ ও কিছু সংখ্যক বড় ধরণের অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকেই উর্ধ্বতন পর্যায়ে মীমাংসিত হওয়ার জন্য সংরক্ষিত করে এ সমস্তকে সেখানে প্রেরণ করেন, তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন বলে।"[৩] বিকেন্দ্রীকরণের অর্থই হলো মাঠ পর্যায়ের বিষয়গুলিতে কর্মকর্তারা যখন ভাল বিবেচনায় সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান থাকে। এল, ডি, হোয়াইট, কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন, "সরকার নিম্ন পর্যায় হতে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীকরণ, আর এর বিপরীত প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।"[৪] যখন কেন্দ্র থেকে কোন ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ে যে কোন প্রশাসনিক স্তরে হস্তান্তরিত হয়, তখন আমরা তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলি। অর্থাৎ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ে অর্পন করা। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক যে কোন ধরণের হতে পারে। যখন নতুন পর্যায়ে সরকার গঠিত হয়, তখন তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বলে। নতুন সরকার হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের একক। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ স্থানীয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পন। এল, ডি, হোয়াইট বলেন যে, "দেশের স্থানীয় সরকারের উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পিত থাকলে তখন ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন দেশের ভৌগলিক অঞ্চলভিত্তিক বা কার্যভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে। অঞ্চলভিত্তিক কেন্দ্রীকরণের অর্থ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা। কার্যভিত্তিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের অর্থ পেশাগত বিষয়াদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকাংশ ক্ষমতা যথোপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে অর্পন করা। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রশাসনের নিম্ন স্তর গুলোকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যাতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে পারে।"[৫]

জাতিসংঘের সংজ্ঞানুসারে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনায় প্রদেশ, জেলা, শহর এবং গ্রামের স্তরকে কর্ম পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৬] সরকারী কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষে প্রশাসনের সকল স্তরের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলে।[৭] প্রশাসনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থায় বিকাশ সাধিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও বিভাগসমূহ রাজধানী শহরে স্থাপিত হয় কিন্তু সরকারের কার্যাবলী সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত্ ত থাকে। এ কারণে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের স্তর স্থাপন ও তৎদ্বারা সুচারুরূপে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।[৮] এক কথায় বলা যায় যে, সরকারের ক্ষমতা যখন সকল স্তরে প্রশাসনিক এককের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়, তখন তাকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলে। গণ প্রশাসনের ধারণা থেকেই এর সৃষ্টি। প্রশাসনে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আর কোন বিকল্প পথ নেই।

ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের অনেক সুবিধাজনক দিক রয়েছে। এতে করে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপের পরিমান হ্রাস পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে তা সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে পারে। কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব। 'লাল ফিতা'র দৌরাত্ম্য পরিহার করা সম্ভব হয় এবং কর্মদক্ষতা অধিকতর বৃদ্ধিও পায়। কাজের পরিদর্শন, তদারক ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের চাবিকাঠি দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক করা যায়। অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুবিধা পায়। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ প্রশাসনিক সুবিধা লাভ করে, ফলে এইরূপ প্রশাসনকে স্থানীয় পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো যায়। রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যান সাধনের জন্য যত বেশী পরিকল্পনা নিবে তত বেশী বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ লাভের সুবিধা ভোগ করেন। তাদের নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা শাসন কার্য পরিচালনায় প্রয়োগ করতে পারে। যখন সিদ্ধান্তনিজেদের নিতে হয়, তখন তাদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে সেটা সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা। এতে করে প্রশাসনের গতিশীলতা রক্ষা পায়। জে, সি, চার্লস ওয়াটের

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায়, "শুধু প্রশাসনিক দক্ষতার যুক্তির চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের স্বপক্ষে দেখানো যেতে পারে। এটি ব্যক্তি নাগরিকের পূর্ণ ব্যক্তিত্ববোধের বিকাশ ঘটানোর বেলায় প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারকরে। এর আদর্শগত অর্থও আছে।"[৯] ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে নানাবিধ অসুবিধার অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো এর প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের পন্থা হতে পারে। তাই বলে অসুবিধার কারণে ক্ষমতা কোন সময়েই কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারাই স্থানীয় সরকারের বিকাশ লাভ ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যত যোগ্যতাশীলই হোক না কেন, রাজধানী শহরে বসে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন ক্ষমতার বিভাজন, আর একে কেন্দ্র করে জন্মলাভ করেছে স্থানীয় সরকারসমূহ। দেশের সার্বিক উন্নয়ন যদি করতে হয় তবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই তা বাস্তবে সম্ভব।[১০] বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা দেশের সকল প্রশাসনিক স্তরেরমধ্যে বন্টিত হয়। এই সব প্রশাসনিক স্তর কেই বলা হয় স্থানীয় সরকার। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আবশ্যক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের, আর স্থানীয় সরকারের সহায়তায় কেবল তা সম্ভব।[১১]

স্থানীয় সরকার ঃ

স্থানীয় সরকারের অর্থ হল, এটি একটি সংগঠন যা কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কোন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমানে দায়িত্ব পালন করে।[১২] সরকার কাঠামোর সবচেয়ে উপরে অবস্থান করে জাতীয় সরকার, মাঝামাঝি প্রাদেশিক এবং নিম্নে স্থানীয় সরকারসমূহ। একে পিরামিডের সাথে তুলনা করলে চূড়াতে কেন্দ্রীয় এবং পাদদেশে স্থানীয় সরকার দেখতে পাই। স্থানীয় সরকার বলতে আমরা বুঝি, "যে সরকার ক্ষুদ্র এলাকায় থাকে এবং কিছু অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।"[১৩] স্থানীয় সরকার সেই সব কার্যাবলী সম্পাদন করে, যেগুলো বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং এলাকাটি সমগ্র দেশের তুলনায় ক্ষুদ্র।[১৪] একটি দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একা দেশের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তাই এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ লাঘবের জন্য দেশের সমগ্র ভূ-ভাগকে এলাকাভিত্তিক বিভাগ করা হয়। এসব এলাকাভিত্তিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই হলো স্থানীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের দ্বারা এসব স্থানীয় সরকার পরিচালিত। সরকারী অনুদানে পরিচালিত এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মাত্র। এ সরকারের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত শাসন নেই। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সেহেতু স্থানীয় সরকারের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পিত থাকে।[১৫] স্থানীয় সরকার অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার বলতে আমরা দুইটি সুস্পষ্ট বিষয়কে বুঝি যথা- প্রথমতঃ স্থানীয় এবং দ্বিতীয় এটা একটি সরকার ব্যবস্থা। যেহেতু এটি একটি সরকার সেহেতু এর কিছু কর্তৃত্ব আছে এবং স্থানীয় শাসনে তা প্রয়োগযোগ্য। স্থানীয় সরকার আঞ্চলিক ও অসার্বভৌম সরকার, যা কিছু বৈধ কর্তৃত্ব বলে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করে থাকে। এই স্থানীয় সরকারের সাথে জড়িত, সমগ্র দেশের সংগে নয়, সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।[১৬] এই ধরণের সরকার গ্রাম বা শহর এলাকার স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত।[১৭] ক্লার্ক বলেন, স্থানীয় সরকার হলো জাতীয় সরকারের সেই অংশ, যা বিশেষ কোন স্থানীয় প্রশাসনের সাথে জড়িত, যা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কার্যাবলী সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। প্রশাসনকে সুচারু ভাবে পরিচালনার জন্য এরকম সরকার সৃষ্টি করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করে মাত্র। ইহা কর নির্ধারণ, তহবিল সংগ্রহ এবং উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারে না। সরকারের এজেন্টরূপে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এবং ক্ষুদ্র কোন গন্ডির মধ্যে এদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে।[১৮] এ সবকে প্রশাসনের এক একটি স্তর বা ইউনিট বলা যায়। বাংলাদেশের ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি তা নিম্নরূপ ঃ

(১) ইহা পদসোপান ভিত্তিক প্রশাসনিক একক বা ইউনিট হিসাবে পরিচিত;

(২) ইহার কর্ম পরিধি স্থানীয় অঞ্চল বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ;

(৩) এ সকল প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়;

(৪) কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন করা হয় এবং

(৫) এ সব ইউনিটসমূহ সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ঃ

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মূল অর্থ হলো, যখন স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পক্ষান্তরে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার পরিচালনা হয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ক্ষেত্র এবং সময়মত এগুলো সরকারী মনোনীত স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা শাসিত হতে পারে। এক কথায় বলা যায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন হলো জনসাধারনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিদের শাসন। এক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের গৌন এবং জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা মূখ্য থাকে। ইন্ডিয়ান ষ্টেটুটরী কমিশনের ভাষ্য অনুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অর্থ, "একটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, যা স্থানীয় নির্বাচকদের নিকট দায়ী, যে ব্যবস্থা পরিচালনায় আইন, শাসন, এমনকি নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মানসে এলাকার জনসাধারণের উপর করারোপ করতে পারে এবং দায়িত্ব পালন ও সরকারের সামঞ্জস্য বিধানে একটি প্রশিক্ষনাগার হিসেবে কাজ করে।"[১৯] স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্বীয় প্রক্রিয়ায় পরিচালিত।[২০] জন ক্লার্ক বলেন, "স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার জাতীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের সেই অংশ যা শুধু সেই কাজ কওে যা স্থানীয় জনসাধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকে।[২১] জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসারে, "স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার বলতে জাতি অথবা প্রাদেশিক সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ বা উপ-বিভাগকে বুঝায়, যা আইনের দ্বারা সৃষ্টি, স্থানীয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার এবং প্রয়োজন করারোপ করতে পারে। ইহা নির্বাচিত অথবা মনোনীতও হতে পারে।"[২২]

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন হলো নির্বাচিত সংস্থা, সদস্যবৃন্দ স্থানীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তারা কার্যাদি সম্পাদনে জনগণের কাছে দায়ী।[২৩] এটা নির্দিষ্ট এলাকার নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার।[২৪] আকপানের কথানুসারে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মূল বিষয় হলো, এটা স্থানীয় একটি সরকার ব্যবস্থা এবং তার স্বায়ত্বশাসন আছে।[২৫] স্থানীয় সরকারের মত শুধুমাত্র প্রশাসনিক একক নয়, এসবের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ইচ্ছা শক্তি প্রকাশ ঘটে। স্থানীয় সরকারের অনুরূপ প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্ত ইউনিট নয়- যা শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করে মাত্র। বরং বলা যায় যে, সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ স্থানীয় এলাকার সামর্থ্য অনুসাওে স্ব-শাসন বলবৎ রাখে। ইহা স্থানীয় জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার অর্থাৎ গণতন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ।[২৬]

স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ঃ

স্থানীয় সরকার স্থানীয় অপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (Local non-representative government) এবং স্থানীয় শাসিত সরকার হলো স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (Local representative government)| স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

(১) নির্বাচিত প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার পরিচালিত হয় এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কিন্তু স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা।

(২) আইন প্রণয়ন ঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার নিজেদের পরিচালনার জন্য দেশের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারে।[২৭] দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয়। সকল স্ব-শাসিত সরকার তাদের প্রয়োজন মতে উপবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করে থাকে।

(৩) দায়িত্বশীলতা ঃ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ তাদের কাজের জন্য এলাকার জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকেন কিন্তু স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দের কার্যাবলীর জন্য সরকারের কাছে দায়ী থাকলেও স্থানীয় জনসাধারণের কাছে তাদের তেমন কোন দায়িত্বশীলতা নেই।

(৪) জনসাধারণের অংশগ্রহণ ঃ জনসাধারণ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অবাধে অংশ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সে সুযোগ নেই। কারণ স্থানীয় সরকার জনগণের জন্য নয়, স্বায়ত্বশাসিত সরকার জনগণের সরকার এবং এতে ব্যাপক অংশগ্রহণ লাভের পথ সুগম করে।

(৫) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়ায় অবাধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশ নেয়া তাদের জন্য অবাধ কিন্তু স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ- কোনভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারে না। এমনকি তারা দেশের কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে কিংবা কোন সমর্থন জানাতে পারে না।

(৬) অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান ঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার হচ্ছে একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কয়েক বৎসরের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে এটি গঠিত হয় এবং মেয়াদ শেষ হলে এর কার্যকালের সমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় সরকার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এক কর্মকর্তার আগমন এবং একজনের বিদায়ে এর কার্যপ্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় না। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারকে স্থগিত বা বাতিল করতে পারে পক্ষান্তরে স্থানীয় সরকারকে তা পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) কর্মচারীবৃন্দ ঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের কর্মচারীবৃন্দ স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে তারা সরকার কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে এবং সরকারী সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়।

(৮) স্ব-শাসন ঃ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের উদ্দেশ্য হলো স্ব-শাসন, অপরদিকে স্থানীয় সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুশাসন। স্থানীয় সরকার স্ব-শাসিত নয়।

(৯) পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ স্বায়ত্বশাসিত সরকার নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে। স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনত নির্ধারিত এবং নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। নিজস্ব পরিকল্পনা নেওয়ার কর্তৃত্ব তাদের অর্পন করা হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের সাথে পরিষদ, কাউন্সিল বা বোর্ড কথা সংযুক্ত থাকে, স্থানীয় সরকারের সাথে তা থাকে না। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ইত্যাদি স্বায়ত্বশাসিত এবং ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগ হলো স্থানীয় সরকারের একক।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারে গুরুত্ব ঃ

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের গুরুত্ব একেবারে কম করে দেখার উপায় নেই। কেন্দ্রে বসে সরকার দেশের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক ও জনকল্যানকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। জনকল্যানকব প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। তাই কোন সরকারের পক্ষেই এককভাবে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে জনগণ সরকারী ক্রিয়াকর্মে অংশ নিতে প্রেরণা লাভ করে। স্থানীয় কার্যাবলীতে সংযুক্তিতে জনগণ প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় বিষয়ে অংশ নিতে উৎসাহ পায়। স্থানীয় জনগণ এভাবেই সরকারের কাছা-কাছি আসতে পারে এবং সরকারেব উপর ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তারকরে থাকে।হিউমস এর মতে,"স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে সহজ অংশ নিতে এবং তার উপর অধিক প্রভাব বিস্তারকরতে পারে, যা তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পারে না।"[২৮] স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই তাদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত হয় এবং ক্রমান্বয়ে জাতীয় কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে থাকে। তাই সবকারেব সফলতার জন্য চাই সুগঠিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

যারা দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে শুধু তাদের সহযোগিতায় কোন রাষ্ট্র সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এজন্য জনগণের সুচিন্তিত অংশগ্রহণ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের মাধ্যমেই জনগণ জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মানসিকতা লাভ করে থাকে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা প্রকৃত প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং বুঝতে পারে যে, এ সরকার তাদেরই। এ ধরণের মনোভাব একটি জাতির জন্য বড় পাওয়া। এর সৃষ্টির হয় কিন্তু স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণে। এ জন্য দরকার জনগণের শিক্ষা কারণ জনগণ সুশিক্ষিত না হলে কোনদিন সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতে পারে না। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয় এজন্য আবশ্যক বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জনগণ বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুটিই লাভ করতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের ভিতরে জনগণ যে বাস্তবভিত্তিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা লাভ করে তা জাতীয় সরকারের সফলতায় বিশেষ প্রতিফলিত হয়। সুনেতৃত্বের উপর সরকারের সঠিক পরিচালনা নির্ভরশীল, আর স্থানীয় শাসন সুনেতৃত্বের জন্যই জন্ম হয়। কারণ স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বদানে তারা অভিজ্ঞ হয়ে উঠে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় পর্যায়ে সফল নেতৃত্ব প্রদানে রাষ্ট্র নামক তরণীকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে উপযুক্ত হয়ে উঠে। সরকারী কার্য প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক। স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে জনগণ সরকারী কার্যে স্বেচ্ছায় অংশ নেবার মনোভাব গড়ে ওঠে। একটি দেশ বিভিন্ন সহায় ও সম্পদের যত উন্নতি বিধান করুক না কেন, যদি জনসাধারনের মধ্যে দেশ প্রেমের ভাব জাগ্রত না হয় তবে স্থায়ী উন্নতি বিধান কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। একটি রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হল জনগণের মধ্যে দেশ প্রেমেরে মনোভাব গড়ে উঠা।

দেশ প্রেম যদি না থাকে তবে সে জাতির পতন খুব শীঘ্র হতে বাধ্য। জ্যাকশন বলেন, "স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র যার দ্বারা জনগণের মধ্যে দেশ প্রেমের ভাবধারা মূর্ত হয়।"[২৯]

স্থানীয় জনগণ স্থানীয় সরফারকে যতটুকু আপন ভেবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণে একে সফলতার সাথে পরিচালনায় সহযোগিতা করে, অপর ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তা করতে পারে না। এই মানসিকতা ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে জাতীয় সরকারের প্রতি সমান দায়িত্ব পালনের মনোভাব জন্ম দেয়। এমনিভাবে জনগণের মাঝে বিস্তারলাভ করে সবচেয়ে বড় জাতীয় আদর্শ তা হলো দেশপ্রেম। এ প্রসঙ্গে স্বেচ্ছা শ্রমের কথাও আলোচিত হতে পারে। শুধু সরকারী অনুদান এবং করারোপে সঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

অর্থেই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য আবশ্যক স্বেচ্ছাশ্রমের। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জনসাধারণের যদি স্বেচ্ছাশ্রম এবং স্বেচ্ছাদানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহলে জাতীয় উন্নতি বিঘ্নিত হবে। এই জাগ্রত করতেও স্থানীয় সরকারের কোন বিকল্প নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব কম নয়। হিকস এর মতে,"সুদক্ষ স্থানীয় সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক।"[৩০] জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। পরিকল্পনা যদি সঠিক না হয়, তাহলে এর যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং সঠিক বাস্তবায়ন না হলে কাঙ্খিত ফল লাভ সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, কারণ এ দু'য়ের সংমিশ্রনেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়। এ সবের প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ের কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। কারণ সরকারের জানা থাকার কথা নয় স্থানীয় সমস্যা কি এবং কোনটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সম্পর্কে স্থানীয় সরকারই সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম। স্থানীয় সরকার স্থানীয় সমস্যার যেমন সমাধান দিতে পারবে, জাতীয় সরকার তা মোটেও পারে না। কিছু সমস্যা আছে যা স্থানীয় সমস্যা এবং এর সমাধান কেবলমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার করতে পারে। শাঙ্কি এর মতে, "সব সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যা নয় এবং যে সকল সমস্যার পরিণতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুভূত হয় না, সেই সকল সমস্যার দ্বারা সৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে সেই স্থানে এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই সিদ্ধান্তগ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, যে স্থানে যে সমস্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা এই সকল সমস্যার পরিনতি গভীরভাবে অনুভূত হয়।"[৩১] অধ্যাপক কোরী এর মতে, "স্থানীয় গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণা বর্তমানে জনগণের মনে এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যে কোন আইনসভা এ ধরনের সরকারকে বাতিল করতে এর সংবিধানানুগ ক্ষমতা চর্চা করার ব্যাপারে গুরুত্বে সহিত চিন্তা -ভাবনা করবে। স্থানীয় সরকারের ব্যাপক বিস্তৃত স্বায়ত্বশাসন আছে এবং সংবিধানের দ্বারা নয় - রাজনৈতিক বিষয় বিবেচনার ভিত্তিতেই এই স্বায়ত্বশাসন করা হয়েছে।"[৩২]

এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে, সেজন্য বলা যায় যে, জাতীয় সরকারের বৃহত্তর পরিকল্পনা নিতে মূল তথ্য সরবরাহ করে থাকে। নিম্ন থেকে যদি পরিকল্পনা প্রস্ড়বনা না আসে তবে লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভবপর নয়। এ জন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এহেন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এ ধরনের সরকার কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের ব্যর্থতা ও স্বার্থকতা কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে জনগণ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে। প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই সরকারের গুরুত্ব অধিক। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে অংশ নেবার একমাত্র পথ হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন। টকভেলীর মতে, "একটি জাতি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সত্য কিন্তু পৌর সংক্রান্তচেতনা ব্যতীত স্বাধীনতার আস্বাদ পায় না।"[৩৩] কারণ স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ হলো সরকারী কাজে দেশের সর্বসাধারণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পরাধীন জাতি নিজেদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হতে পারে না। শাসনে নিজেদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে চূড়ান্ত করণের জন্য প্রয়োজন পড়ে স্বাধীনতা অর্জনের। তবে স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠা করলেই সর্বস্তরে জনগণ সরকারী কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পৌর বা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, এতে করে জনসাধারণ সরকারী কর্মকান্ডে অবাধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গুরুত্ব শুধুমাত্র সমাজের প্রতি অশেষ সেবাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর অপরদিকটাই বেশী তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা হলো নারী ও পুরুষ সবার জন্য সরকারী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।[৩৪] সরকারী কাজে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এর বিকল্প আর কিছু নেই। এসব প্রতিষ্ঠান হলো যথার্থ ক্ষেত্র যার মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগী এবং সমাজ সেবামূলক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ জাতীয় সরকারের আওতাধীন সমষ্টি উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নিতে সক্ষম হয়।[৩৫] আধুনিক সরকার শুধু জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ের সমাধানের গুরুত্ব আরোপে দায়িত্ব সেরে ফেলতে পারে না। সার্বিক দায়িত্বের আওতায় স্থানীয় স্বার্থের প্রতিও অনুরূপ গুরুত্ব প্রদান করতে হয়।[৩৬] তা না হলে স্থানীয় সমস্যার আশু সমাধান হবে না এবং সেটা সম্ভব কেবলমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার দ্বারা।[৩৭] সরকারের উন্নয়ন যে কোন উন্নয়নকর কাজের সফলতা নির্ভরশীল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর। জনগণের অংশগ্রহণ জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় স্তরে অধিক ফলপ্রদ হয়, কেননা স্থানীয় উন্নয়নকর কার্যাদিই স্থানীয় লোকদের জন্য অধিক অর্থবহ।[৩৮] পরিশেষে তাই বলা যায় যে,"স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের বিকল্প আর কোন ভাল সরকার নেই।" প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, "সৎগুন গৃহ থেকে শুরুহয়।" সরকার ব্যবস্থার বেলায়ও প্রবাদটি অতীব সত্য বটে।

তুলনামূলক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ঃ

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দুই প্রকার। যথা ঃ গ্রাম ও শহর। গ্রাম এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের স্তর হলো গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। গ্রাম সরকারের জন্ম হয় প্রায়ত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় ১৯৮০ সালে। কিন্তু ১৯৮২ সালে এরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গ্রাম সরকার বাতিল করে তবে তিনি ১৯৮৯ সালে পল্লী পরিষদ নাম দিয়ে গ্রাম এলাকার জন্য নতুন স্তর সৃষ্টি করে। ১৯৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রাম সরকার বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় এসে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠন করেন গ্রাম সরকার। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার এটিরই নামকরণ করেন পল্লীপরিষদ সরকার। আবার বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর এর নামকরণ করেন গ্রাম সরকার। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও গ্রাম সরকার বাতিল করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ হলো সবচেয়ে পুরাতন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত স্তর । এর জয়যাত্রা শুরু হয় ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপনের রেজুলেশনের ভিত্তিতে। তারপর ১৯১৯, ১৯৩৫, ১৯৪৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৬, ১৯৮৩ প্রভৃতি সালে এর নানা প্রকার সংস্কার সাধিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, নয় জন সদস্য ও তিন জন মহিলা সদস্য নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে এরশাদ সরকারের সময়, তবে এর অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই ১৯৬৬ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় তখন এর নাম ছিল থানা কাউন্সিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭৬ সালে অর্ডিন্যান্স বলে এর নামকরণ করা হয় থানা পরিষদ। ১৯৮৫ সালে এরশাদ সরকার এটাকে গণতান্ত্রিক রূপ দেয়, কেননা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন জনগণের সরাসরি ভোটে। সুতরাং এটাকে বলা যায় একটি প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকার।

জেলা পরিষদ শুরুহয় ১৮৮৫ সালে। তারপর থেকে এর উপর নানা প্রকার পরিবর্তন সুচিত হয়। পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় জেলা কাউন্সিল। বাংলাদেশের সময় এর নাম হয় জেলা পরিষদ। তবে বাংলাদেশে একমাত্র গ্রাম এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার এর স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ টিকে আছে। ১৯৯৩ সালে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার উপজেলা পরিষদের মত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করে। জেলা পরিষদ বর্তমানে অকার্যকর। এই হলো গ্রাম এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের স্বরূপ।

এরপর শহর এলাকার জন্য আছে পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন। ৬টি বিভাগীয় শহরের জন্য ৬টি সিটি কর্পোরেশন আর অন্যগুলো হলো পৌরসভা। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হলো মেয়র। তিনি উপ-মন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত। সদস্যবৃন্দ উভয়ক্ষেত্রে কাউন্সিলর নামে খ্যাত। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলার জন্য গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ। এটি একটি আলাদা ধরণের সংগঠন।

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ঃ

আমাদের বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার উপর আলোচনা করাই মূল লক্ষ্য কিন্তু এ সম্পর্কে আরো অধিকতর ও তথ্য সমৃদ্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে অল্প কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার স্থানীয় সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইংল্যান্ড ঃ বর্তমানে ৬ শ্রেণীর স্থানীয় সরকার আছে। যথা ঃ কাউন্ট্রি (Country), বরো (Borough), কাউন্ট্রি বরো (Country Borough), আরবান ডিস্ট্রিক্ট (Urban District) বা পৌর জেলা, রুরাল ডিস্ট্রিক্ট (Rural District) বা গ্রামীন জেলা এবং প্যারিস (Parish)। রাজধানী শহর লন্ডনের স্থানীয় শাসন একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

বাংলাদেশে যেমন ৬৪টি জেলা আছে তেমনি ইংল্যান্ডে ৫৮টি কাউন্ট্রিতে বিভক্ত। কাউন্ট্রি দু'প্রকার। যথা ঃ ঐতিহাসিক কাউন্ট্রি (Historical Country) এবং প্রশাসনিক কাউন্ট্রি (Administrative Country)। ইংল্যান্ডে বর্তমানে ৫২টি ঐতিহাসিক কাউন্ট্রি আছে। যখন কোন আরবান ডিস্ট্রিক্ট অধিকতর শহরায়িত হয় তখন সেটা পার্লামেন্টের দ্বারা সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে বরোর মর্যাদা লাভ করে। বরো একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত যা বরো কাউন্সিল নামে পরিচিত। বরো কাউন্সিল বাংলাদেশের পৌরসভার অনুরূপ। বরো ইংল্যান্ডের একটি পুরাতন স্থানীয় সরকার। শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডের শহরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্য শহর এলাকার স্থানীয় সরকারসমূহকে সুগঠিত ও অধিকতর কার্যকর করার জন্য ১৮৩৫ সালে একটি এ্যাক্ট দ্বারা প্রণীত করা হয়, যা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৮৩৫ নামে খ্যাত। উক্ত এ্যাক্ট অনুসারে বরোর গঠন পদ্ধতি ও কার্যাবলী নির্ধারিত। কাউন্টির আয়তনের মধ্যে অবস্থিত বরো, আরবান ডিস্ট্রিক্ট (Urban District) বা পৌর জেলা এবং রুরাল ডিস্ট্রিক্ট (Rural District) বা গ্রামীন জেলার প্রধান স্থানীয় সরকার। বরোকে মিউনিসিপ্যাল বরো (Municipal Borough) বলা হয়।এটা নন কাউন্ট্রি বরো নামেও পরিচিত। প্যারিস স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সর্বনিম্ন স্তর । এটা ভারতের পঞ্চায়েত এবং ১৯৮২ সালে বাতিলকৃত বাংলাদেশের গ্রাম সরকারের অনুরূপ। ইংল্যান্ডের রাজধানী শহর লন্ডন। লন্ডনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা আলাদা প্রকৃতির। লন্ডন পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত মেট্রোপলিটন শহর। মেট্রোপলিটন লন্ডন বিভিন্ন সরকার দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি অব লন্ডন নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্স ঃ ১৭৮৯ সালে বিখ্যাত বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে কোন সুগঠিত স্থানীয় সরকার ছিল না। তার মূল কারণ সম্রাটের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ। সম্রাটের হাতেসকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। অবশ্য বিপ্লবের পূর্বেও সমগ্র দেশ প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রদেশগুলোর কিছু স্বাধীনতা ছিল। প্রদেশ বা প্রভিন্সগুলো জেনারালিট নামে পরিচিত ছিল এবং তার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে ইনটেনডেন্ট বলা হত। এসবকে আমাদের দেশের জেলাও জেলা প্রশাসকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কর্মকর্তাগণ সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং তার কথামত কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। জেলা প্রশাসকের অনুরূপভাবে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। জেনারালিটের নিম্নে বিভাগ ছিল কমিউন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সের স্থানীয় সরকারের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফ্রান্সের বিপ্লবী পরিষদ পুরাতন জেনারালিট বাতিল কওে সমগ্র দেশকে ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট পুনরায় অ্যারোনডাইসমেন্ট এ (Arrondisment), অ্যারোনডাইসমেন্ট ক্যানটন এবং ক্যানটোন কমিউন-এ বিভক্ত করে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার কাঠামো নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময়ে সৃষ্টি। সমগ্র ফ্রান্স ৮৯টি ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত। জেনারেল কাউন্সিল ফ্রান্সের ডিপার্টমেন্ট পর্যায়ের স্থানীয় সরকার। এটি বাংলাদেশের জেলা পরিষদের মত। প্রশাসনিক কারণে একটি ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন অ্যারোনডাইসমেন্টে বিভক্ত। এটি কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের একক নয়। শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে এধরণের বিভাগ করা হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ আমেরিকা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় অঙ্গরাষ্ট্র দ্বারা। ৫০টি অঙ্গরাষ্ট্রের সমন্বয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্রে স্থানীয় সরকার গঠন প্রকৃতি আলাদা। আবার একই অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ববর্তমান। বাংলাদেশে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা দেশের সর্বত্র একই রকম পন্থায় সংগঠিত ও পরিচালিত, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এমনটি দেখা যায় না। আমেরিকায় একই রকম স্থানীয় সরকার প্রচলিত নেই। স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রধানতঃ দুইভাবে ভাগ করা যায়, কোয়াসি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। প্রথম শ্রেণীর স্থানীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কাউন্টি দ্বারা সৃষ্টি হয়। এ ধরণের স্থানীয় সরকারের মধ্যে কাউন্টি, টাউনশীপ এবং বিশেষ জেলা অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকার সৃষ্টি হয় স্থানীয় জনগণের উদ্যোগের দ্বারা। এ সবের মধ্যে সিটি এবং গ্রাম প্রধান। যেভাবেই স্থানীয় সরকার সৃষ্টি হোক না কেন সব ধরণের সরকারই প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এবং একই কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। বাংলাদেশ এবং ভারতে যেমন- মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা শহর এলাকার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার, সেখানে কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

মিউনিসিপ্যালিটি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার জন্য গঠিত হতে পারে। যেকোন ভৌগলিক এলাকায় ২৫০০ জন লোক বসবাস করলে তাকেই আমেরিকাতে শহর এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জনসংখ্যা ২৫০০ জন-এর কম হলে সে এলাকাই গ্রাম হিসেবে পরিচিত। শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হলো কাউন্টি, সিটি ও বিশেষ জেলা। সিটি যেমন শুধু শহর এলাকার জন্য স্থানীয় সরকার কাউন্টি কিন্তু ঠিক তা নয়। কাউন্টি গ্রাম এলাকার জন্য গঠিত স্থানীয় সরকার হলেও শহর এলাকার বহুবিধ কাজ করে। গ্রাম এলাকার জন্য টাউন, টাউনশীপ এবং গ্রাম আছে। কোন কোন স্থানে গ্রামকে ভিলেজ বরো বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

1) Encyclopaedia of Social Science (New York: Macmillan Company, 1959). Vol. 5-6, (The Proces of decentralization denotes the transference of authority, legislative judicial or administrative from a higher level of government to a lower level.)

2) M. P. Sharma; Public Administration in theory and Practice (Allahabad; Kitab Mahal, 1973), PP. 120-122.

3) বিপুল রঞ্জন নাথ ও অমল দাস; লোক প্রশাসন পরিচিতি (ঢাকা ঃ বুক সোসাইটি, ১৯৮৫), পৃঃ ১২০।

4) L. D. White; Introduction to the study of Public Administration (New York: Macmillan and Company, 1939), P. 37. (The Process of transfer of authority, from a lower to a higher level of government is called centralization, the converse is decentralization).

5) S. M. Ali, et. Al; Decentralization and People's Participation in Bangladesh (Dhaka: NIPA, 1983), P. 20.

6) United Nations Organization: A Handbook of Public Administration (New York: United Nations Publications, 1961), P. 63. ("A Plan of administration which will permit the greatest, possible number of actions to be taken in areas provinces, districts, towns and village, where the people reside".)

7) Arthur Maass; "Division and Power: An Areal Analysis". In Arthur Maass et. Al, (eds); Area and Power: A theory of local government (Illinois; Glencoe Free Press, 1959), PP. 9-10.

8) Diana Conyers; "Decentralization: A Framework For Discussion", in Hasnat Abdul Hye (ed); Decentralization Local Government Institution and Resource Mobilization (Comilla: BARD, 1985), P. 22.

9) Bipul Ranjan Nath, Pragupta, P. 125 (Decentralization has a more important justification than mere administrative efficiency. It bears directly upon the development of a sense of personal adequacy in the individual citizen, it has spiritual connotation)

10) International Encyclopaedia of Social Science (New York: Macmillan Company and Free Press, 1960), P. 451.

11) A. N. Shamsul Hoque; Subnational Administration in Bangladesh and its Role in Development: An Overview (Deptt. Of Political Science, R. U. 1982), P. 246.

12) Henry Maddick; Democracy, Decentralization and Development (Bombay: Asia

Dhaka University Institutional Repository

Publishing House, 1963), P. 26 (... Public Organization authorized to decide and administer a limited range of Public Policies within a relatively small territory,which is a subdivision of a regional or national government.")

13) G. D. H. Cole; Local and Regional Government (Melbourne; Cassell and Co. Ltd., 1947). P. 28 (..... thus by Local Government we usually understand some form of government that surves only a small area and exercises only the delegated powers.")

14) Encyclopaedia Britanica. Vol. No. 14. P. 178 ("Local Government has the authority to determine and execute measures within a restricted area inside and it is smaller than the whole state.")

15) H. F. Alderfeer; Local Government in Developing Countries (New York: Mac Graw Hill Book Company, 1964), P. 178.

16) W. Erick Jackson; Structure of Local Government in England and Wales (London: Longmans Green & Co. Ltd., (1962), P.1 ("Local Government is Concerned with Localities and not with the country as whole, it must for this reason be subordinated to the national government.")

17) B. B. Majumdar, Principles of Political Science and Government (Calcutta: Mondal Brothers and Co. 1961). P. 285. ("It refers to the government of a particular smaller areas or locus- like district or country, town or city and village or township").

18) Sir Ivor Jennings; Principles of Local Government Low (London: University of London Press Ltd. 19650, P. 1. (The Institutions of Local Government, are thus government organs having jurisdiction not over the whole of the country but over a specific areas.)

19) ("Local Self-government is a representative organization, responsible to the local electors, has the wide power of administration,taxation and functioning both as a school for training in responsibility and vital link in the chain of organization that makes up the government of country.") The Report of the Indian Statutory Commission: May, 1930), Vol. 1, P. 298 (Sir John Simon was the Chairman).

20) Encyclopaedia Britanica. Op.cit. P. 179.

21) J. J. Clarke; Outlines of Local Government of United Kingdom (London: Sir Issac Pitman and Sons Ltd., 1960, P.1 (..... that part of the government of a nation or of a state deals mainly with such matters as concern the inhabitants of a particular district or a place and which should be administered by the local

Dhaka University Institutional Repository

authorities subordinate to the central government")

22) Alderfeer; opcit, P. 176. ("The term local self-government refers to a political sub-division of a nation or a state which is constituted by law and which has substantial control over local affairs, including the powers to impose taxes or labour for prescribed purpose. The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected.")

23) Sir Ivor Maud, et. Al.; Local Government in England and Wales (Toronto: Oxford University Press, 1964), P. 5.

24) Norman Uphoff, "Local Government Institution and decentralization for Development" in Hasnat Abdul Hye (ed.); op.cit. P. 44 and G. N. Joshi; Indian Administration (London Macmillan and Co., 1953), P. 292.

25) N. U. Akpan; Epitaph to Indirect Rule (London: Francess and Co. Ltd., 1967), P. 47. (It is local, it is a government and self rule).

26) "It is a government of local people, by the local people and for the local people, that is a democratic government in miniature".

27) Alderfeer; op.cit., P. 176.

28) Samuel Humes et. Al.; The structure of local government throughout the world, (The Hague: Martinus Nij Haf, 1961), P. 8 (The Local Citizen has an access to the Local Units and can exert more influence on it than he can upon the central government.")

29) Erick Jackson; Local Government in England and Wales (Middlesex: Renguin Book Ltd., 1954),P. 16. ("Local self government is the vital ground to create the sense of Patriotism among the people.")

30) U. K. Hicks; Development From Below (Oxford: Clarindon Press, 1961), P. 7, ("Efficient Local administration is a means to economic development.")

31) H. J. Laski; A Grammar of Politics (London: George Allen and Unwin Ltd., 1963, P. 411. ("All Problems are not central problems and that the result of the problems not central in their incidence require decision at the place and by the person, where and by whom the incidence is most deeply felt.")

32) J. A. Corry; Democratic Government and Politics (Toronto: University of Toronto, 1963), P. 595.

33) Alexis D. Tocqueville; Democracy in America (New York: Harper and Row Publishers, 1966), Vol. 1, P. 55. ("Without local institutions a nation may give itself a free government, but it has not gotten the spirit of liberty.")

Dhaka University Institutional Repository

34) H. Finer; English Local Government (London: Methuen and Co. Ltd., 1946), Chapter 1, P. 2.

35) R. K. Bhardwaj; Minicipal Administration in India (Jullander: Sterling Publisher (Pvt) Ltd., 1970), P. 121.

36) Lucian W. Pye; "Democracy, Modernization and Nation Building", in Ronald J. Rennock (ed); Self-government in Modernizing Nation's (New Jersey: Printice Hall Inc., 1964, P. 22. (Modern States not only take care of national problems such as, technology, foreign policy etc. but also are concerned with local interests.)

37) Frank Jessup; Problems of Local Government in England and Wales (London: Cambridge University Press, 1949), P. 22.

38) A. N. Shamsul Hoque; Subnational Administration in Bangladesh, op.cit., P. 30.

39) ঢাকার ইতিহাস- যতীন্দ্র মোহন রায়।

40) ইতিহাসের রূপরেখা- আব্দুল হালিম।

41) Glimpses of Old Dhaka- S. M. Talfoor.

42) Imperial Gazetter of Dacca, vol. XI, Oxford 1908

43) বিস্তৃত তথ্য দেখুন-নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস- জেলা প্রশাসন ও সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৮৫।

44) বিস্তারিত দেখুন-"বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনঃ- ডাঃ মোঃ মকসুদুর রহমান" আলীগর লাইব্রেরী, রাজশাহী-প্রকাশকাল ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৌরসভার ধারণাগত কাঠামো ও তাত্ত্বিক পটভূমি

বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১৭ কিঃ মিঃ পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত একটি জেলা শহর। কিন্তু এর পরিচিতি একটি বড় নদী বন্দর হিসেবে। শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাড়ে এ শহরের অবস্থান। শীতলক্ষ্যার তীরের এ জনপদ কত বছর পূর্বে গড়ে উঠেছে তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। শুধু নারায়ণগঞ্জ কেন, বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ কথা একইভাবে প্রযোজ্য। আমাদের প্রাকৃতিক বিবর্তনের কোন ইতিহাস এখন পর্যন্তরচিত না হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের ভূমি গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। পুরানো কোন মানচিত্রে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। রেনেল যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন তা বৃটিশ সম্রাজ্যের গোড়া পত্তনের অনেক পরে ১৭৬৫ সালে। মুসলিম যুগে এতদঞ্চলে বিভিন্ন দেশ হতে পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন। তাদের বিবরণ হতে এ অঞ্চল সমন্ধে মোটামুটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

পৌরসভার গঠন ঃ

ইংরেজী মিউনিসিপ্যালিটির বাংলা প্রতিশব্দ পৌরসভা। 'মিউনিসিপ্যাল' কথাটি ল্যাটিন শব্দ 'মিউনিসিপ্যাম' থেকে উদ্ভুত। প্রাচীন রোমান ইতিহাস থেকে জানা যায়, কোন স্বাধীন শহর যা স্থানীয় আইন দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত তাকেই মিউনিসিপ্যাম বলা হত। তবে সর্বসাধারনের কল্যাণের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ছিল। তাই দেখা যায় মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা শহর এলাকার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং শহর এলাকার জন্য পৌর কর্পোরেশন দেখতে পাই।

বাংলাদেশের শহর এলাকার জন্য আছে পৌরসভা। পৌরসভার অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, যে সকল এলাকায় কমপক্ষে ১৫ হাজার লোক বসবাস করবে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে অন্তঃ তঃ দুই হাজার এবং যেখানে তিন-চতুথাংশ জনশক্তির জীবিকার্জনের পন্থা কৃষি নির্ভরশীল নয়, সে সব এলাকা শহর বলে পরিগণিত হবে। এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হবে পৌরসভা।

পৌরসভা গঠিত হবে একজন এবং সরকার ঘোষিত নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত ও মনোনীত মহিলা কাউন্সিলর সহযোগে। মহিলার সংখ্যা কোন ক্রমেই নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সংখ্যার এক দশমাংশের

Dhaka University Institutional Repository

বেশি হবে না। মেয়র ও নির্বাচিত কাউন্সিলর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। মনোনীত মহিলা কাউন্সিলর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনয়ন লাভ করবেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী পৌরসভার বিভাগীয় কাউন্সিলর অবশিষ্ট পৌরসভাব মহিলা কাউন্সিলরগণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন। মেয়রদের কিছু সম্মানী প্রদানের বিধান করা হয়। কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকাল হবে ৫ বছর। সকল পৌরসভার কাউন্সিলরদের সংখ্যা সমান নয়। লোকসংখ্যার তারতম্যহেতু কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড সংখ্যা ভিন্ন হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে নির্ধারিত পন্থায় শপথ গ্রহণ করবেন এবং তাদের ব্যক্তিগত অথবা পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে দেশ বা বিদেশের স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রদান করবেন।

পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যপরিচালনা ঃ

নির্বাহী ক্ষমতা বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্য পরিচালনার ক্ষমতাকে বুঝায়। ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশ ও ১৯৯৯ সালের পৌরসভা কার্যবিধিমালা অনুযায়ী পৌরসভার এই ক্ষমতা মেয়র প্রয়োগ করবেন। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, অধ্যাদেশের বা বিধিমালার অধীনে অন্য কোনো বিধান না থাকলে পৌরসভার কার্য পরিচালনা করবেন এবং সর্বপ্রকার কাজ পৌরসভার নামে পরিচালিত হবে। পৌরসভার সভাতে মেয়র এবং যার অনুপস্থিতিতে প্যানেল মেয়রদের মধ্যে যার নাম আগে আসবে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। সকল কাজ পৌরসভার সভায় কিংবা কমিটির সভায় অথবা কমিটির মেয়র বা কাউন্সিলর বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হবে।

মেয়রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৯৯৯ সালের পৌরসভা কার্যবিধিমালার বিধি ৭ অনুযায়ী মেয়র নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করবেনঃ

১) দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ ;

২) পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ;

৩) পৌরসভার সভায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন ;

৪) প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা এবং পৌরসভার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ব্যতীত পৌরসভার কর্মচারী নিয়োগ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৫) পৌরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেষণে নিযুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, প্রত্যাহার, বদলি এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবপ্রেরণ ;

৬) সকল ট্যাক্স, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য পাওনা সংগ্রহ ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

Dhaka University Institutional Repository

৭) পৌরসভার পক্ষে অর্থ গ্রহণ ;

৮) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সীমায় অনুমোদিত বাজেটের যে কোনো বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ ;

৯) পৌরসভার পক্ষে পত্র-যোগাযোগ ;

১০) পৌরসভার পক্ষে লাইসেন্স, পারমিট এবং নোটিশ ইস্যুকরণ ;

১১) বিধি-৪ এ উল্লেখিত নয় কিন্তু সরকার কর্তৃক তার উপর সময় সময় অর্পিত হতে পারে এমন কোনো কার্য ;

পৌরসভার সভায় নিষ্পন্নযোগ্য কার্যাবলী ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পৌরসভার সভায় উপস্থাপন করতে হবেঃ

১) পৌরসভার তহবিল সংক্রান্তবিষয় ;

২) ট্যাক্স, রেইটস, টোলস এবং ফিস আরোপের প্রস্তাব;

৩) পৌরসভার বার্ষিক বাজেট ;

৪) বাজেটে অন্তর্ভূক্ত নয় এইরূপ ব্যয়ের প্রস্তাব;

৫) পৌরসভার বার্ষিক হিসাব বিবরণী ;

৬) পৌরসভার অডিট ;

৭) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবও এর প্রাক্কলন অনুমোদন ;

৮) পৌরসভার তহবিল বিনিয়োগ সংক্রান্তপ্রস্তাব;

৯) সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নেরজন্য পৌরসভার উপর ন্যস্ত অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প ;

১০) পৌরসভার পাঁচশালা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্লানবুক প্রস্তুত এবং তর হালনাগাদকরণ ;

১১) বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পুনরীক্ষণ ও মূল্যায়ন ;

১২) বিভিন্ন কমিটি ও উপ কমিটি গঠন ;

১৩) পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পুনরীক্ষণ ;

১৪) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্টঅন্যান্য বিষয় ;

পৌরসভার কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৯৭ ও অন্যান্য বিধির অধীন পৌরসভা কাউন্সিলরদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তবে কাউন্সিলরগণ নিজ নিজ ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, যথা-

১) পৌর এলাকায় জরুরী অবস্থায় যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা অন্য যে কোন দুর্যোগের সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রস্তুত ও ত্রাণ সামগ্রী বন্টন।

২) স্ব স্ব ওয়ার্ডের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা।

৩) পৌরসভার মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত ও সিদ্ধান্তগ্রহণে মতামত প্রদান।

৪) পৌর এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তিরজন্য স্ব স্ব ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ।

৫) বাজেট প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

৬) স্ব স্ব ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন।

৭) বিভিন্ন কমিটিতে আহবায়ক/সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।

৮) কনসিলিয়েশন বোর্ডের মেয়র/সদস্য হিসেবে বিচার কার্য পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তা দান।

৯) পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলরগণ পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব এলাকার নারী ও শিশুদের সমস্যাবলী তুলে ধরবেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ রাখবেন।

১০) এলাকার নারীদের উন্নয়নের জন্য কাউন্সিলরগণ বিভিন্ন কর্মসূচী প্রদান করবেন।

১১) কুটির শিল্প, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা শহরের নারী সমাজকে কর্মতৎপর করে তুলবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব ঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের ৫/৯/১৯৮৯ তারিখের স্মারক নং পৌর-১/এম-১/৮৯/৫৪৯(৮৭) এর মাধ্যমে সরকার "ক" শ্রেণীর পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ করেছেন। তার দায়িত্বসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১) তিনি পৌরসভার মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে থাকবেন এবং অন্যান্য সব কর্মচারী তাঁর অধীনে ন্যস্তথাকবে।

২) তিনি সব বিভাগীয় প্রধানগণের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লিখবেন এবং মেয়রের নিকট প্রতিস্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করবেন।

৩) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল আর্থিক লেনদেন তার মাধ্যমে মেয়রেরনিকট পেশ করতে হবে।

৪) তিনি সব বিভাগের কার্য তদারকি করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে পারবেন।

৫) পৌরসভার সব রেকর্ডপত্র হেফাজতের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। তিনি পৌরসভা এবং সব সাব-কমিটির সভাসমূহের কার্যবিবরণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

৬) পৌরসভার মেয়র যেসব ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ঐ সকল বিষয়ের জন্য গঠিত কমিটিতে তিনি সদস্য হিসেবে থাকবেন।

৭) তিনি পৌরসভার সকল টেন্ডার কমিটির আহবায়ক হিসেবে থাকবেন, তবে তিনি মেয়রের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো দরপত্র আহবান করবেন না। দরপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর অনুমোদনের জন্য মেয়রেরনিকট পেশ করবেন।

৮) পৌরসভার সব নথিপত্র তার মাধ্যমে মেয়রের নিকট উপস্থাপিত হবে।

৯) তিনি সব কর্মকর্তাদের ছুটি সুপারিশ করবেন এবং সচিবের সুপারিশ অনুযায়ী কর্মচারীদের ছুটি অনুমোদন করবেন।

১০) পৌর এলাকায় কোনো অফিস/ঘরবাড়ি নির্মাণের পূর্বে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী পৌরসভা অনুমতি প্রদান করবে।

১১) একজন কমিশনারের ন্যায় তিনি পৌরসভার যেকোনো সভায় বা যেকোন সাব-কমিটির সভায় হাজির থাকতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিনি সভায় সভাপতির

Dhaka University Institutional Repository

অনুমতিক্রমে যেকোন বক্তব্য ও ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি কোনো ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১২) মেয়রের অবর্তমানে পৌরসভার দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করবেন এবং পৌরসভার অনুমোদনক্রমে তিনি যেকোন ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন।

১৩) মেয়র কোনো ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপর ন্যস্তকরলে তিনি তা প্রয়োগ করবেন।

১৪) সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব তিনি পালন করবেন

পৌর দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

বৃটিশ আমলে উপমহাদেশে যখন পৌরসভা স্থাপিত হয় তখন কিছু সংখ্যক দায়িত্ব এর উপর অর্পিত হয়েছিল, যেমনঃ রাস্তা ঝাড়ু দেয়া ও মেরামত করা, চৌকিদার রাখা ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে নাগরিক জীবনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর কার্যাবলী ও দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। নিম্নে পৌরসভার কার্যাবলী বর্ণিত হলোঃ

(১) জনস্বাস্থ্য ঃ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব পৌরসভা নগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবে এবং অধ্যাদেশ বা এর অধীনে এতদসম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার থাকলে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও

ক) অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ।

খ) আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা।

গ) মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক পায়খানা ও প্রসাবখানার ব্যবস্থা, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা।

ঘ) জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা।

ঙ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন, শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ) জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ) হাসপাতাল ও ডিসপেরসারী প্রতিষ্ঠা।

জ) চিকিৎসা সাহায্যের ব্যবস্থা নেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

(২) পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন প্রণালী ঃ

ক) পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

খ) পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকরণ।

গ) পানি নিষ্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন।

ঘ) ধোপী-ঘাট এবং ধোপের ব্যবস্থাকরণ।

ঙ) সরকারি জলাধারা প্রতিষ্ঠাকরণ।

চ) সাধারণ খেয়া পারাপারের ব্যবস্থাকরণ।

ছ) সরকারী মৎসক্ষেত্র স্থাপন নিশ্চিতকরণ।

(৩) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঃ

ক) দুধ সরবরাহের সুব্যবস্থা গ্রহণ।

খ) বাজার নিয়ন্ত্রণ করা।

গ) বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠায় বাধা দান।

(৪) পশু সম্বন্ধনীয় ব্যবস্থা ঃ

ক) পশু পালনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

খ) বেওয়ারিশ পশু আবদ্ধকরণ।

গ) পশুশালা ও খামার প্রতিষ্ঠাকরণ।

ঘ) গবাদিপশু বিক্রি ও রেজিষ্ট্রিকরণ।

ঙ) পশুপালন উন্নয়ন।

চ) বিপজ্জনক পশু নিয়ন্ত্রণ করা ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ) গবাদি পশু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

জ) পশুর মৃতদেহ অপসারণ করার ব্যবস্থা নেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) শহর পরিকল্পনা ঃ

ক) মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন।

খ) ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা।

(৬) ইমারত নিয়ন্ত্রণ কার্যাদি সম্পাদন করা।

(৭) রাস্তাসম্বন্ধে সাধারণ বিধানবলী সম্বন্ধে জনসাধারণদের অবহিত করা।

ক) রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা।

খ) রাস্তায় ধোয়ার ব্যবস্থা করা।

গ) যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা।

(৮) জননিরাপত্তা সম্বন্ধনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।

(৯) গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যাদি সম্পাদন করা।

(১০) শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ পৌরসভা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে শহরে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবে।

(১১) সমাজকল্যাণ ঃ দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(১২) উন্নয়ন ঃ পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে। তবে অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে। সরকার পৌরসভার বা এর কোনো খাত হতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা কিয়দাংশ কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরজন্য ব্যয় করার নির্দেশ দিতে পারেন। পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে। পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ জেলার তথ্যগত বিস্তৃত বিবরণ ঃ

অবস্থান ঃ বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা জেলার উত্তর-পূর্বের একটি জেলা। এর অবস্থান ২৩.৩৪′ এবং ২৪.১৫′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.২৭′ এবং ৯০.৫৯′ দ্রাঘিমাংশে। এর জলবায়ু বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতোই নাতিশীতাষ্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত।

সীমানা ও যোগাযোগ ঃ নারায়ণগঞ্জের উত্তর দিকে মুন্সিগঞ্জ জেলা পশ্চিম দিকে ঢাকা দক্ষিণদিকে গাজীপুর দক্ষিণের একাংশে নরসিংদী জেলার সিমানা অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ মূলত সড়ক ও নৌপথে। সড়কযোগে বাস, ট্রাক, কার ও অন্যান্য যানবহনে মালামাল পরিবহন ও যাতায়াত করা যায়। বাংলাদেশের অন্যতম নদীবন্দর ও দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর নারায়ণগঞ্জ। প্রাচ্যের ভান্ডি নারায়ণগঞ্জ রাজধানীর ঢাকার সাথে সড়ক, রেল ও নদীপথে যুক্ত। সড়ক ও রেলপথে ঢাকার দূরত্ব ১৭ কিঃ মিঃ এবং জলপথে ২২ কিঃ মিঃ। মোট পৌরসভার স্থল পথ যথা- পাকা ঃ ৬৩.০২ কিঃ মিঃ, আর সিসি ঃ ১০.৮৫ কিঃ মিঃ, হেরিংবন ঃ ১.২৪ কিঃ মিঃ, কাঁচা ঃ ২.৭৮ কিঃ মিঃ।

প্রকৃতি ঃ নারায়ণগঞ্জের আবহাওয়া মোটামুটি সমভাবাপন্ন। গরম ও শীতকালে তাপমাত্রার ব্যবধান ১৭.৫ ফারেন হাইট। নভেম্বরে শীত শুরুহয়ে এর স্থায়িত্ব প্রায় ৪ মাস থাকে এবং জানুয়ারী মাসেই শীত বেশি। মার্চ মাস থেকে গরম শুরুহয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবর পর্যন্তআবহাওয়া অস্বস্থিকর। নারায়ণগঞ্জের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭২ ইঞ্চি।

আয়তন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আয়তন ৬৮৭.৭৬ স্কয়ার কিঃমিঃ বা ২৬৫.৫৫ স্কয়ার মাইল। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মোট ভূমি ১৬৯.০২৩ এ কর।

প্রশাসনিক ইউনিট ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলা উপজেলা -৫টি, ইউনিয়ন-৪৭টি, মৌজা-৮৪৫টি, গ্রাম-১৩৭৯টি, পৌরসভা-৪টি, মহল্লা-১৭৭টি (বাংলাদেশ আদমশুমারী-২০০১ অনুযায়ী)।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ আদমশুমারী-২০০১ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২১,৭৩,৯৪৮জন, এর মধ্যে পুরুষ১১,৬১,৯৭১জন ও মহিলা ১০,১১,৯৭৭জন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ নারায়ণগঞ্জে বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোট ৬৭ টি। এর মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় ৬৩টি, কলেজ ০৪টি। ধর্মীয় উপাসনালয়ের মধ্যে মসজিদ ৭৯টি, মন্দির ২৬টি এবং গীর্জা ০২টি।

শিক্ষার হার ঃ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত নারায়ণগঞ্জ অতি প্রাচীন কালে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। যদিও সামগ্রিকভাবে বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলা যে সকল অঞ্চল নিয়ে গঠিত সে সকল অঞ্চলে কিছু কিছু স্থানে বহু আগের থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত ছিল। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার শিক্ষার হার সমগ্র দেশের তুলনায় বেশি বলা যায়। এই জেলায় প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহর এলাকায় শিক্ষার হার বেশি। ২০০১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলার পুরুষও নারীর শিক্ষার হার যথাক্রমে ৫৫.৯% এবং ৪৬.৯% (বাংলাদেশ আদমশুমারী-২০০১ অনুযায়ী) ।

Dhaka University Institutional Repository

পৌরসভার অর্গানোগ্রাম

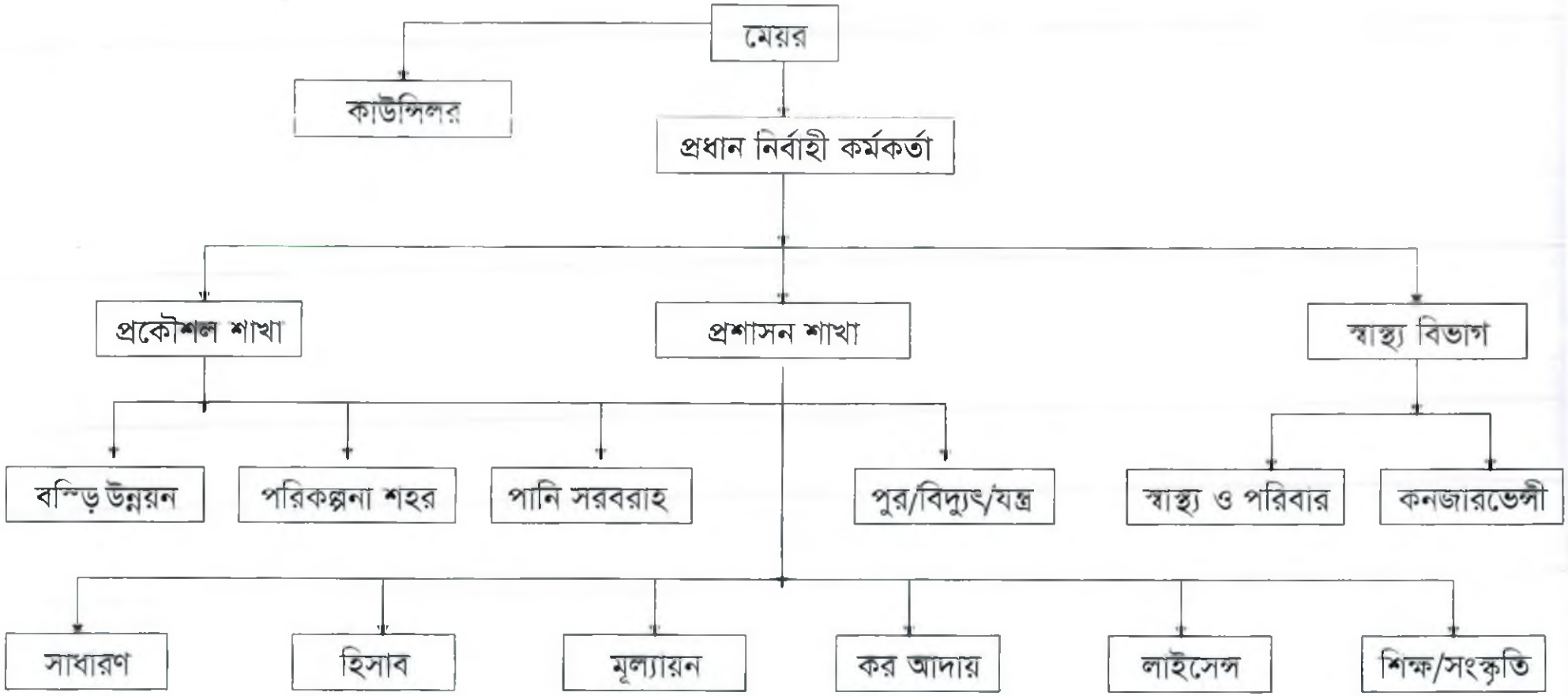

Dhaka University Institutional Repository

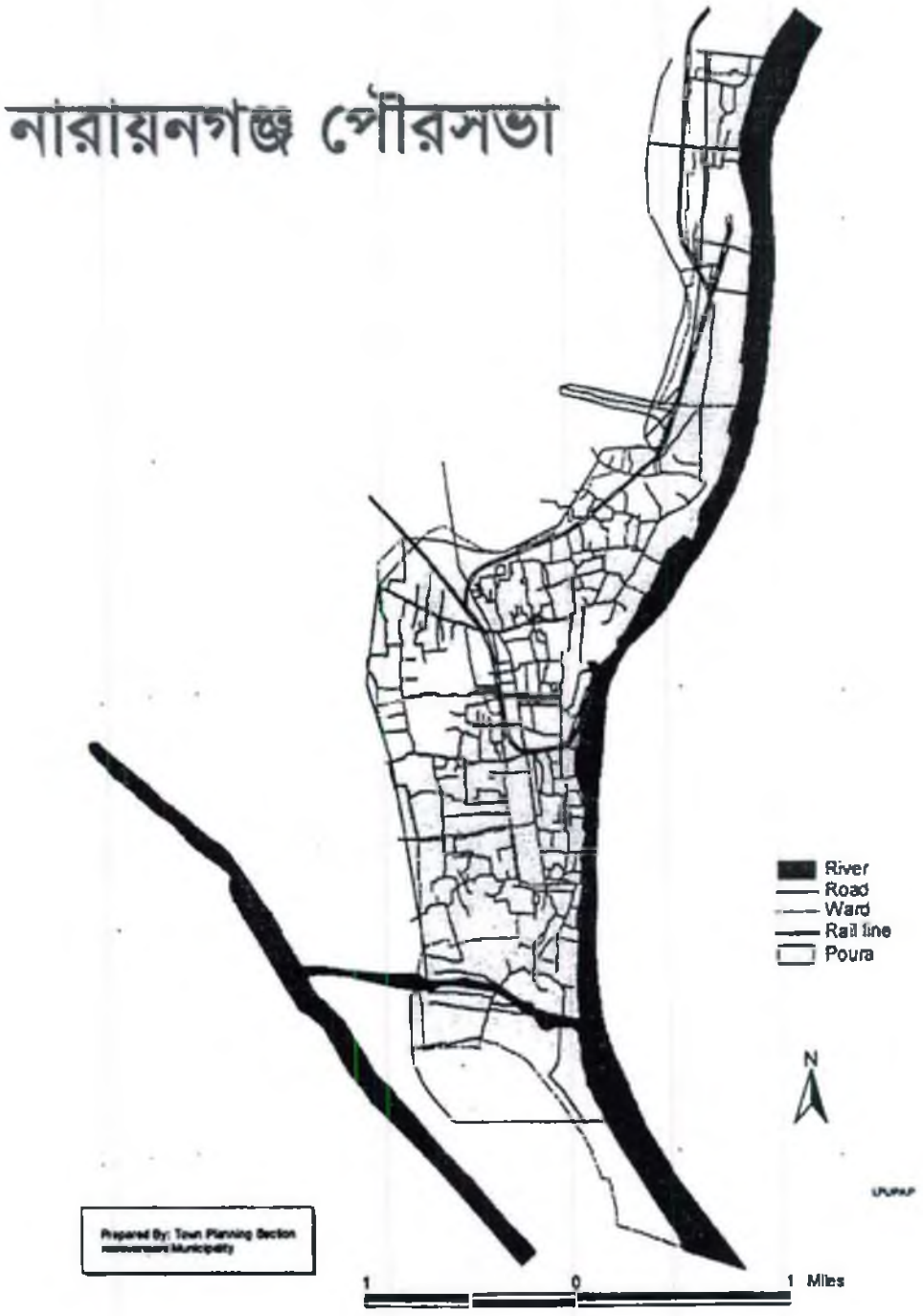

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিক পটভূমি ঃ

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ (১৮৭০-১৯১৯) ইংরেজী মিউনিপ্যালিটি বাংলা প্রতিশব্দ পৌরসভা। মিউনিসিপ্যাল কথাটি ল্যাটিন শব্দ 'মিউনিসিপ্যাম' থেকে উদ্ভুত। প্রাচীন রোমান ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি কোন স্বাধীন শহর যা স্থানীয় আইন দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত তাকেই মিউনিসিপ্যাম বলা হত। তবে সর্বসাধারনের কল্যাণের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ছিল।[১] সেজন্য দেখা যায় যে, মিউনিসিপ্যাম কথাটির মধ্যেই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ভাবধারা লুকিয়ে আছে। মিউনিপ্যালিটি বা পৌরসভা শহর এলাকার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং শহর এলাকার জন্য পৌরসভা ও নগর এলাকার জন্য পৌর কর্পোরেশনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে থাকি।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে পৌরসভা গঠনের জন্য প্রথম উদ্যোগ নেয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বপ্রথম ১৬৮৮ সালে মাদ্রাজ পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেসময় রাস্তাঘাট সংরক্ষন এবং এজন্য এক প্রকার কর ধার্য ও তা আদায় করা ছিল উক্ত পৌর কর্পোরেশনের কাজ। কর্পোরেশনে ১২ জন অ্যাল্ডারম্যান ভোট দিয়ে একজনকে মেয়র হিসেবে নির্বাচন করতেন। এ বিষয়ে ১৭২৬ সালে কোম্পানী দ্বিতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তাতে কোলিকাতা ও বোম্বাই শহরে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সকল মূলতঃ ছিল বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং পৌর সংক্রান্তযা কিছু দায়-দায়িত্ব ছিল তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কোম্পানী ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাদের ইচ্ছামত বাংলার শাসন গঠন ও পুনর্গঠন এবং সবকিছুর মধ্যে মধ্যে তখন স্বদেশীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।[২] ১৭৯৩ সালে সনদ আইন অনুযায়ী কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয় গভর্ণর জেনারেলের হাতে। উক্ত আইনবলে তিনটি শহর পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্রিটিশ 'বরোর' অনুকরণে কর্পোরেশনগুলোর পরিচালকদের নামকরণ করা হয়েছিল "জাষ্টিশ অব পিস"।

এভাবেই ইংল্যান্ডের অনুকরণে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সী শহরগুলোতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গড়ে উঠে। ১৮১৩ সালে "টাউন চৌকিদারী" স্থাপনের জন্য একটি আইন প্রণীত হয়। উক্ত আইনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল টাউন পুলিশ দ্বারা আইন শৃংখলা রক্ষা করা। ১৮৩৭ সাল পর্যন্তএই আইন বলবৎ থাকতে দেখা যায়। ১৮৪২ সালে পৌর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আর একটি আইন প্রণীত হয়। সে আইনে

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয় যে, কোন শহরের অধিবাসী ইচ্ছা করলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ১৮৫০ সালে ভারতের সর্বত্র পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আইন পাস করা হয়। উক্ত আইন প্রণীত হবার ১৮ বছরের মধ্যে ৫টি পৌরসভা ভারতবর্ষে গঠিত হতে দেখা যায়।[৩] উক্ত দুইটি আইনই ছিল অনুমতি সূচক অর্থাৎ পৌরসভা বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ছিল না। যা ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছা ও উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবে যে বিষয়টি পরিচালিত হয় তা, আইনটি জনগণের ইচ্ছা বা আগ্রহ সৃষ্টিতে কোন কাজে লাগেনি। ১৮৫০ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ছাড়াও বেঙ্গল কাউন্সিলে একটি পৌরসভা আইন প্রণয়ন করা হয়।[৪] উক্ত আইন বলে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৪ সালে মিউনিসিপ্যাল উন্নয়ন আইন নামে আর একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী সরকার ৭ জন স্থায়ী বাসিন্দাকে পৌরসভার কাউন্সিলর নিয়োগ করার ক্ষমতা লাভ করে। সে সময় পৌরসভা গঠিত হত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার, প্রকৌশলী এবং ৭ জন কাউন্সিলরকে নিয়ে। ১৮৬৮ সালের আইন অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৮৬৪ সালে "পৌরসভা উৎকর্ষ আইন" অনুসারে শুধু বড় বড় শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। একটি কমিটি প্রত্যেক পৌরসভার জন্য রাখার নিয়ম করা হয়। কমিটির প্রধান কাজ ছিল শহরের পাহারাদান ও স্বাস্থ্যকর অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

উক্ত আইন অনুযায়ী বিভাগীয় কাউন্সিলর বিভাগের অধীন সকল পৌর কমিটির মেয়র ছিলেন। ১৮৬৮ সালে "জেলা শহর আইন" দ্বারা অপেক্ষাকৃত ছোট শহরে পৌর কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পৌর কমিটি অন্যূন ৫ সদস্য নিয়ে গঠিত হত। মোট সদস্যের মধ্যে অনধিক এক তৃতীয়াংশ ছিলেন সরকারী কর্মচারী। পৌর কমিটি সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে মেয়র ও ভাইস-মেয়র নির্বাচন করতে পারত। তবে সদস্য নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সকল সদস্যকেই সরকার কর্তৃক মনোনয়ন দেওয়া হত। ১৮৭২ সালে পৌরসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত আর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। পৌরসভার মেয়র ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভাইস-মেয়র হতেন নির্বাচিত। ১৮৭৬ সালে অতীতের সকল আইনকে সমন্বয় করে পুনরায় আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৭৮ সালে "পৌরসভা আইন" এ পৌরসভাকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গঠন প্রক্রিয়ায় বিভক্তি করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিকাশে ও উন্নয়নে লর্ড রিপনের ১৮৮২ সালের রেজুলেশনের যে কত গুরুত্ব বহন করে, তা সহজেই আমরা বুঝতে পারি। শুধু গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেই নয় শহর এলাকায় পৌরসভাকে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

রেজুলেশনের উপর ভিত্তি করেই মূলত ১৮৮৫ সালে বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রণীত হয়। তারই উদ্যোগে আইনসভার ১৮৮৪ সালে "বঙ্গীয় পৌরসভা আইন প্রণীত হয়। এই আইন অনুসারে ৯ থেকে ৩০ জন সদস্য নিয়ে পৌর কমিটি গঠিত হত। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। কিছু পৌরসভা মেয়রকে সরকার নিযুক্ত করতেন এবং অন্য পৌরসভার মেয়র সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। যে সব মেয়র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন সেসব পৌরসভাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য কমিটি গঠনেরও ব্যবস্থা ছিল ১৮৯৪ সালে এই আইনকে কিছুটা সংশোধনে পৌরসভাকে অধিকতর ক্ষমতাও দায়িত্ব দেওয়া ব্যবস্থা রাখা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উন্নয়নে পৌরসভা (১৯১৯-১৯৫৯ সাল) ঃ

১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেলে প্রেক্ষিতে ১৯৩২ সালে "পৌরসভা আইন" প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে প্রথম পৌরসভার হাতে অনেক ক্ষমতার উন্মেষ ঘটে ও অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটে। ১৯৩২ সালে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভা "বঙ্গীয় পৌর আইন" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাস করে উক্ত আইনের ধারানুসারে পৌরসভার সদস্য সংখ্যা ছিল নূন্যতম ৯ জন এবং উর্ধ্বে ৩০ জনের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। আইনের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের অনুপাত বৃদ্ধি করা হয়। সাধারণতঃ মোট সদস্য সংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ নির্বাচিত হত এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ সরকার মনোনীত হতেন। তবে কিছু কিছু পৌরসভা যেমন- হওড়া, ঢাকা, চট্রগ্রাম ইত্যাদিতে পাঁচ ভাগের চার ভাগ নির্বাচিত ও পাঁচভাগের এক ভাগ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র কলিকাতা পৌরসভার জন্য ১৯৩২ সালের আইন প্রযোজ্য ছিল না। প্রত্যেকটি পৌরসভার একজন মেয়র ও একজন ভাইস-মেয়র থাকতেন। মেয়র এবং ভাইস মেয়র কাউন্সিলরগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। নির্দিষ্ট সময়ে কাউন্সিলরগণ মেয়র নির্বাচনে অপারগ হলে সরকার যে কোন একজন কাউন্সিলরকে মেয়র ঘোষণা করতে পারতেন। কাউন্সিলরদের মোট সংখ্যার তিনভাগের দুই ভাগ ভোটে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে মেয়র ও ভাইস মেয়রকে অপসারণ করা যেত। কাউন্সিলরদের মোট সংখ্যার তিনভাগের দুইভাগ অংশের গৃহীত প্রস্তাবক্রমে অসদাচারণের দায়ে সরকার যেকোন কাউন্সিলরকে অপসারণ করতে পারত। ১৯৫৭ সালে সর্ব প্রথম ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৩২ সালের আইনে পৌরসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা হয় এবং তাতে মহিলাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। মহিলাদের পৌরসভার নির্বাচনে শুধু ভোট প্রদানই নয় তাদের নির্বাচিত হবার অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হয়। ১৯৩৩ সালে পৌরসভার সংশোধিত আইনের ২৩ নং ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির নিম্নেবর্ণিত যোগ্যতা থাকলে তিনি পৌরসভার নির্বাচনে ভোটার হবার যোগ্য হতেন ঃ (১) তিনি কমপক্ষে ২১ বছর বয়স্ক ব্রিটিশ প্রজা হবেন, (২) পৌর এলাকায় কমপক্ষে এক বছর বসবাস করবেন অথবা কোন হোল্ডিং এর অধিকারী হবেন, (৩) তিনি পরবর্তী অর্থ বছরে পানি ও আলো সরবরাহ, কনজারভেন্সী বা হোল্ডিং জন্য কোন রেট বা কমপক্ষে আট আনা পরিমান পৌরকর বা ফী প্রদান করেছেন অথবা তিনি আয়কর প্রদান করেন অথবা তিনি একজন গ্রাজুয়েট কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন পাস কিংবা তিনি একজন তালিকাভূক্ত চিকিৎসক অথবা তিনি একজন উকিল বা মোক্তার, যিনি পৌরসভার এলাকার মধ্যে কোন বাড়ীতে বসবাস করেন। এই আইন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ও যুক্ত নির্বাচনে ব্যবস্থা করে। পূর্বে ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভার নির্বাচন ছিল প্রকাশ্য কিন্তু উক্ত আইনে পৌরসভার নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে হয়। পৌরসভার কর্মকাল ছিল ৪ বছর। ১৯৩২ সালের পৌর আইনের ধারা অনুসারে বহুবিধ জনকল্যাণকর কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তার মধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ছিল এবং নানাভাবে পৌরসভার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারত। দায়িত্ব পালনে অপরাগ ও কর্তব্য পালনে অস্বীকার করলে অথবা আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করলে অথবা পর পর তিনমাস অনুপস্থিত থাকলে অথবা এক বছরের অধিককাল পৌরসভার কোন প্রকার কর প্রদান না করলে সরকার যে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারত। কোন সদস্য বা মেয়র কারণবশতঃ অপসারিত হলে উক্ত ব্যক্তি সদস্য বা মেয়র কারণবশতঃ অপসারিত হলে উক্ত ব্যক্তি সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত পুনরায় নির্বাচন করতে পারতেন না।

কাউন্সিলরগণ কর্তব্যকর্মে অযোগ্যতা বা অবহেলা প্রদর্শন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে উক্ত পৌরসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন করতে পারত। প্রয়োজন বশতঃ এ ধরনের পৌরসভার কার্যাবলী স্থগিত রাখার বিধান ছিল এবং সাময়িকভাবে কার্যাবরী সম্পাদনের জন্য সরকার কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পন করতে পারত। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক এবং মহকুমা প্রশাসকগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার অন্তর্গত পৌরসভার তদারক এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন। নির্দিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাগণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে এবং প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখতে পারতেন। কোন আইন বা কার্যধারা আইনের পরিপন্থী হলে সরকার তা বাতিল করতে পারত। কোন কার্যক্রম সরকারী স্বার্থের পরিপন্থী হলে বা শান্তিভঙ্গের কোন কারণ হলে সরকার তা স্থগিত বা বাতিল ঘোষণা করতে পারত। প্রয়োজনবশতঃ সরকার কোন সদস্যকে যে কোন কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারত। যদি তিনি সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে ব্যর্থ হতেন। আয়ের প্রধান উৎস ছিল সরকারী অনুদান। পৌরসভার হিসাবসরকার

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানস্বাধীন হলেও ব্রিটিশ আমলের প্রণীত বিধান অনুসারে দেশের সকল স্বয়ত্বশাসিত সরকার পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানসরকার এ সম্পর্কে নতুন আইন পাস করে। জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের অনুরূপ ১৯৫৭ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় ২২ নং আইন দ্বারা ১৯৩২ সালের পৌরসভা আইনের সংস্কার ও সংশোধন করা হয়। এই আইনে মনোনয়ন দান রহিত করা হয়। সংশোধনী অনুসারে সকল কাউন্সিলর ২১ বৎসর বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। অবশ্য এর পূর্বে ১৯৪৪ সালে গঠিত রোল্যান্ড কমিটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সকল স্তরেমনোনয়ন রহিতকরণ এবং সদস্যদের নির্বাচনের সুপারিশ প্রদান করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানস্বাধীন হলেও ১৯৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্তসকল স্তরেমনোনয়ন দান অব্যাহত ছিল। ১৯৫৭ সালের সংশোধিত আইনে দেশের সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর কিছু দিন পর আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র চালু হয়।

মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৫৯ - ১৯৭১) ঃ

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় শহর দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শহরের জনসংখ্যা ১৫ হাজার বাতার কম হলে সংস্থাটির নাম হত টাউন কমিটি। টাউন কমিটির নির্বাচন হত ইউনিয়ন কাউন্সিলের মত কিন্তু তার কার্যক্রম ও দায়িত্ব ছিল পৌরসভার অনুরূপ। যে সকল শহরে জনসংখ্যা ১৫ হাজার বা তার বেশী হত সে সব শহরে প্রতিষ্ঠিত হত পৌর কমিটি বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি। মিউনিসিপ্যাল কমিটির নির্বাচন হত দু'পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে এক সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ডে শহরটি বিভক্ত হত। প্রতি ওয়ার্ডে একজন সদস্য জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সদস্যরা নির্দিষ্ট এলাকার মেয়র ও ভাইস মেয়র নির্বাচন করে গঠন করতেন ইউনিয়ন কমিটি, ইউনিয়ন কমিটির মেয়র হতেন মিউনিসিক্যাল কমিটির কাউন্সিলর। এসব নির্বাচিত কাউন্সিলর পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন। মেয়র নিযুক্ত হতেন সরকার কর্তৃক। সাধারনতঃ একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কাউন্সিলর মেয়র হিসেবে নিযুক্ত হতেন সরকার কতিপয় সরকারী কর্মচারীকে পৌর কমিটির সদস্য নিযুক্ত করতেন। তৎকালিন সরকার পৌরসভাকে সংগঠনের জন্য ১৯৬০ সালে পৌর প্রশাসন অধ্যাদেশ জারী করেন। পৌর কমিটির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩০ জনের বেশী হত না। মনোনীত এবং অফিসিয়াল সদস্য কয়জন থাকবেন তা নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন। তবে মনোনীত এবং সরকারী সদস্য কোন সময়ে নির্বাচিত সংখ্যার বেশী হত না। সদস্যদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে সুনাগরিক, মহিলা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রতি নজর দেওয়া হত। পৌরসভার একজন মেয়র ছিলেন। তিনি সরকারীভাবে নিযুক্ত হতেন এবং সরকারের ইচ্ছানুসারে ক্ষমতায় বহাল থাকতেন। প্রতি পৌর কমিটির একজন ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন বিধান অনুসারে নির্বাচিত

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের মধ্যে থেকে ভাইস মেয়র নির্বাচিত হত। বিধান অনুসারে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে ভাইস মেয়র নির্বাচন করা হত। পৌর কমিটির কার্যকালে ছিল ৫ বৎসর। সদস্যগণ ক্ষমতা গ্রহনের পূর্বে নির্দিষ্ট পন্থায় শপথ গ্রহণ করতেন। নির্বাচিত সদষ্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা একজন ভাইস-চেয়ারম্যানকে অপসরণ করা যেত। কোন নির্বাচিত সদস্য উপযুপরি কমিটির তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে অথবা ক্ষমতা অপব্যবহার করলে কিংবা অসদাচরনের দোষে দোসী হলে তাকে অপসারন করা চলত। তবে সংশ্লিষ্টজেলা কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বকারী সদ্যসদের অধিকাংশ ভোটে অনুরূপ অপসারনের প্রস্তাবগৃহীত না হলে কোন সদস্যকে অপসারন করা চলত না। কোন সদস্য মেয়র অথবা ভাইস মেয়র নিয়ন্ত্রকারী কর্তপক্ষের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারতেন। কমিটির কার্যাবলী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক। নিয়ন্ত্রন কারী কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে পৌর কমিটির অন্তর্ভূক্তইউনিয়ন সমূহের উপর অর্পণ করতে পারত। মিউনিসিপ্যাল বা পৌর কমিটি ইউনিয়ন কমিটির কাজের সমন্বয় সাধন করত। সরকার প্রয়োজন বশতঃ কমিটির যে কোন কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারত অথবা সরকারের কোন কার্যাবলী বিভিন্ন কমিটির দ্বারা পরিচালিত হত। পৌর কমিটির ৩৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত ২৯টি খাতের মধ্যে যে কোন বা সমগ্র বিষয়ের উপর কর নির্ধারণ করতে পারত। অনুচ্ছেদ ৪২ থেকে ১০৯ পর্যন্তছিল পৌর কমিটির পঞ্চম তফসীলে বর্ণিত বিধানগুলোর জন্য উপবিধান প্রণয়ন করতে পারত। পৌর কমিটির মেয়র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সরকারী কর্মচারী যিনি ছিলেন সকল ক্ষনতার অধিকারী। চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রন আরোপ করত। সকল সিদ্ধান্তনিয়ন্ত্রকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হত। নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন কাজ বা প্রস্তাববে-আইনী কিংবা জনস্বার্থ বিরোধী বলে মনে হলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কার্যকরী করা স্থগিত ও প্রস্ড়াবিত কোন সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন করতে নিষেধ করতে এবং সরকার প্রয়োজন বোধে কোন কিছু করার জন্য আদেশ দিতে পারত। সরকার যদি মনে করতে যে, কোন কমিটি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে অথবা আর্থিক দায়-দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বা ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, তাহলে উক্ত পৌর কমিটি বাতিল বা সাময়িক বাতিলে কার্যধারা স্থগিত রাখতে পারত। প্রয়োজন বোধে সরকার বাতিল করে পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করতে পারত। কমিটি কর্তৃক গৃহীত বাজেটের অনুলিপি নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের বিধান ছিল এবং সেটা প্রেরণের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ বাজেট সংশোধন করতে পারত। এমনিভাবে সরকার পৌর কমিটির উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রনের অধিকারী ছিলেন। মৌলিক গনতন্ত্রের সময়ে স্থানীয় সংস্থার উদ্দেশ্যে ও কর্মধারা মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব সরকারের সময় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (১৯৭১-৭৬) ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পরই স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোর পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্টপতি আদেশ বলে (আদেশ নং-৭) বাংলাদেশের স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (বাতিল ও শাসন) আদেশ জারি হয়। উক্ত আদেশ বলে পাকিস্তানআমলের সকল প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সরকার বাতিল এবং কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি আধেশ দেওয়া হয়। উক্ত আদেশ বলে টাউন কমিটিকে শহর কমিটি এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে পৌরসভা নামকরণ করা হয় এবং কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়। শহর কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য একজন মেয়র কয়েকজন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। মহাকুমা প্রশাসক মেয়র ও সদস্যদের মনোনয়ন দিতেন। একই ভাবে পৌরসভার কার্যাবলীর সম্পাদনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হত। পৌরসভায় একজন মেয়র। একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কতিপয় সদস্য ছিলেন। পূর্বের ইউনিয়ন কমিটির স্থলে কোন স্তর গঠিত হয়নি। ইউনিয়ন কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব ও সম্পাদ পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। (১০) এ স্থলে দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশ বলে ইউনিয়ন কমিটি বাতিল হয়। কিন্তু উক্ত বৎসরেই রাষ্ট্রপতির ১৭নং আদেশ পুনঃরায় ইউনিয়ন কমিটির স্থলে নগর পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। নগর পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় মহকুমা প্রশাসককে পঞ্চায়েত ক্ষমতা ও কার্যাবলী পরিচালনা জন্য একটি কমিটি পঞ্চায়েত ক্ষমতা কার্যাবলী পরিচালনা জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। নগর পঞ্চায়েতের একজন মেয়র ও কতিপয় সদস্য গঠিত। নগর পঞ্চায়েতের একজন চেয়ারম্যান ও কতিপয় সদস্য ছিলেন এবং সকলেই মহাকুমা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। রাষ্ট্রপতির উক্ত আদেশ বলে শহর কমিটির সংগঠনের সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বে শহর কমিটির জন্য কোন ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি হয়। সে সময় পৌরসভা সহ সকল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ছিল অগণতান্ত্রিক। এটি মৌলিক গণতন্ত্রের চেয়েও খারাপ ছিল। কোন পর্যায়েই নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। সকলেই ছিলেন সরকার মনোনীত ব্যক্তি। কিন্তু দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশে এর চেয়ে ভালো কোন ব্যবস্থা চালু নোটেও সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ বিধ্বস্ড় বাংলাদেশের নাজেহাল মানুষকে রক্ষা এবং ভারত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত রিলিফ ও ত্রান সামগ্রী সরবরাহরে নিমিত্তে সাময়িকভাবে এটা করা হয়েছিল। বিধান ছিল সকল স্তরের সদস্য সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা মনোনীত হবেন, কিন্তু আসলে স্থানীয় সংসদ সদষ্য ও গনমান্য ব্যক্তিদের সুপারিশক্রমে তারা মহকুমা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করতেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পুনগঠিত সম্পর্কিত ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৭ ও ১৭ নং আদেশ বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হবার পূর্বেই জারী হয়েছিল। ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

সালের সংবিধানের ধারা অনুসারে (৫৯ অনুঃ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠনের নিমিত্তে আদেশ জারী করা হয়। এজন্য ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২ অনুসারে বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) আদেশ ১৯৭৩' জারী করা হয়। উক্ত আদেশ বলে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তণ সাধিত হয়। পূর্বের আদেশ মোতাবেক মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন গঠিত ছোট ছোট শহরে জন্য যে, 'টাউন' কমিটি ছিল তা বাতিল করে উক্ত কমিটিব নাম দেওয়া হয় শহর কমিটি। কিন্তু ১৯৭৩ সালের আদেশের বিধানুসারে শহর কমিটিগুলোকে পুনরায় পৌরসভায় রূপান্তর করা হয় অর্থাৎ পূর্বে ছোট শহরের জন্য ছিল শহর কমিটি এবং বড় শহরের জন্য ছিল পৌরসভা কিন্তু ১৯৭৩ সালে সকল শহর অঞ্চলের জন্য পৌরসভা গঠন করা হয়। এতে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মৌলিক গণতন্ত্রের আসলে পৌরসভার সংখ্যা ছিল ২৮টি কিন্তু উক্ত পরিবর্তনে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯টি তে উন্নীত হয়। পৌরসভা একাধিক নগরন পঞ্চায়েত বিভক্ত ছিল কিন্তু উক্চত আদেশ দ্বারা নগর পঞ্চায়েত বিলোপ করা হয়। নগর পঞ্চায়েত এলাকা সংশ্লিষ্টপৌরসভার নির্বাচনী এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে সময় আইনের বিধানানুসারে নগর পঞ্চায়েত বা শহর কমিটির রূপরেখা বিলুপ্ত হয়।

জিয়া সরকারের সময় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৭৬-১৯৮২) ঃ

জিয়াউর বহমান ১৯৭৬ সালে সাময়িক শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার সামরিক শাসনের বৈধতা করনে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া আরাম্ভ করেন।[১২] এজন্য তিনি ২১-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন, যাকে আমরা বেসামরিক শাসনে ফেরার প্রক্রিয়া বলতে পারি। একুশ দফা কর্মসূচী ঘোষণার প্রাক্কালে তিনি ওয়াদা করেন যে, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সমূহে পুনঃগঠন করা হবে, যেন স্বল্প সময়ে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনা যায়।[১৩] এমন বাস্তবায়নেরলক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ২০ শে নভেম্বব স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী এবং সে অনুসারে ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পরিষদ গঠনের আয়োজন করা হয়। ১৯৭৩ সালে যে ইউয়িনয়ন পরিষদ নিবাচনে গঠিত হয়েছিল তা ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্তকার্যকর থাকার কথা এবং অধ্যাদেশ অনুসারে নতুন পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্তপুরাতন পরিষদই কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু জিয়া সরকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রস্তুতের জন্য ৯৭৮ সালে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্তনেন।[১৪] অবশ্য প্রারাম্ভিক স্তড়য়েই কমিটি গঠন সিদ্ধান্তস্থগিত করে কার্যরত পরিষদকে পুনঃরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্তকাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়। ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে থানা ও জেলা পরিষদ গঠনের কোন

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জিয়া সরকারের সময় পৌরসভা পরিচালনার নিমিত্ত আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ দেখা যায় নাই। তবে ১৯৭৮ সালে পৌরসভার এক সংশোধনী অধ্যাদেশ অনুসারে ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের মর্যাদা দেওয়া হয়।[১৫]

এরশাদ সরকারে সময় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৮২-১৯৯০) ঃ

এরশাদ সরকারের আমলে পৌরসভার জন্য নতুন কোন পদক্ষেপ নেননি তবে পৌরসভার উর্দ্ধে কর্পোরেশন সৃষ্টিতে তিনি এক নতুন দিক উন্মোচন করেন। শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারেব উচ্চতর স্তর হল পৌর কর্পোরেশন। দেশে ১০৫টি পৌরসভা ছিল।[১৬] তার মধ্যে ৪টি পৌরসভাকে পৌর কর্পোরেশনে রূপান্তরকরা হয় এবং ১৯৮৩ সালে ঢাকা পৌর কর্পোরেশন অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৯৮২ সালে চট্রগ্রাম, ১৯৮৪ সালে খুলনা[১৭] ১৯৮৭ সালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন[১৮] সমূহের অধ্যাদেশ ভিন্ন ভিন্ন সালে জারী করা হয়। ১৯৮৭ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধ্যাদেশ সংশোধন করা হয়। এ সময় পৌর কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে দলীয়করণ করার নিমিত্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্তনেয়া হয় এবং এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। মূলত উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনিক পুনগঠন (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী করা হয়[১৯] এবং ১৯৮৭ সালে 'স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ বিল ১৯৮৭' জাতীয় সংসদে পাস হয় ও পল্লী পরিষদ আইন ১৯৮৯ তিনটি আইন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থায় এক নতুন দিক উন্মোচন করে।

এছাড়া বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের জন্য এরশাদ সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে ১৯৮৯ সালে আইন পাস করেন। পৌরসভার উন্নয়নে এ সরকারের সময় কোন পরিবর্তণ পরিবর্ধণ লক্ষ্য করা যায় না। তবে এরশাদ সরকারের সময় পৌরসভার একজন মনোনীত ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

খালেদা জিয়া সরকারে আমলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৯০-১৯৯৬) ঃ

পূর্বেকার সরকার আমলে এরশাদ সরকার পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান পদটি বাতিল করেছিল। এটা একটি যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ ছিল। ভাইস-চেয়ারম্যানদের দলীভাবে মনোনীত করা হয়, তাই নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য দলীয় লোক ক্ষমতায় রাখা বিধানে সম্মত নয়। এ নির্বাচনেব সময় সরকার পৌরসভার উপর ব্যাপক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে। তবে বলা হয় যে, কোন পৌরসভা নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হলে তা বাতিল করা হবে। এভাবে পৌরসভাকে পূর্বে কোন সময় নির্বাচনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এ ধরনের দায়িত্ব যেন পৌরসভা

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতেও পালন করতে পারে সে জন্য সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) বিল' ১৯৯১ সংসদে উত্থাপন করে। বিরোধী দলের চাপের মুখে সরকার বিলটি প্রত্যাপন করে। বিরোধী দলের যুক্তি হল, বিশেষ কারণ বশতঃ পৌরসভা উপর নির্বাচন কালে ঐ রকম দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এখন আর সে রকম দায়িত্ব রাখা উচিত নয়, রাখা হলে পৌরসভাকে সরকারের তদারকী করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে কোন দায়িত্ব পালনে ও সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না।[২০] দেশের পৌরসভা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অপরদিকে জানা যায় যে, সরকার পৌরসভাগুলিতে ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনয়ন দিবে।[২১] সমালোচনার মুখে, ঘোষণা করে যে, সরকারে এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই। ০৪/০১/৯২ তারিখে সংসদে যে ১০টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত হয়, তার মধ্যে পৌরসভা (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ একটি। বিলের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, পৌরসভার মেয়াদ ৩ বছর অপর্যাপ্ত তাই, ৫ বছর করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া পৌরসভার মেয়াদ শেষ হবার পর পরবর্তী পৌরসভার প্রথম সভা না হওয়া পর্যন্তপূর্ববর্তী পৌরসভা কাজ চালানো দরকার। এই সময়ের জন্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্টপৌরসভার কাজ চালানোর বিধান করা উচিত। এই পেক্ষাপটে অধ্যাদেশের ধারা সংশোধনক্রমে পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র এবং কাউন্সিলরদের মোট সংখ্যা ৭৫% জনের নির্বাচনের ফলাফল গেজেট প্রকাশের সাথে সাথেই কার্যভার গ্রহণ আবশ্যক। বিরোধীদলের প্রবল বাধা সত্বেও ধ্বনি ভোটে বিল পাস হয়। পৌরসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ২৩/০১/৯৩ এবং সে অনুসারে তা সমাপ্ত হয়। মোট ১০৫টি পৌরসভার মধ্যে ৯২টির নির্বাচন হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বি.এন.পির শাসন আমলে নানা পরিবর্তন আনায়ন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উপর প্রধান্য বিস্তৃত ারের প্রচেষ্টা চলান হয়।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে স্থানীয় স্বয়ত্তশাসন (১৯৯৬-২০০১) ঃ

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পৌরসভার উপর তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। সুতরাং গঠন পদ্ধতি, কার্যক্রম প্রভৃতি পূর্ববৎ আছে। সরকার ১৯৯৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের অনুরূপ এক ওয়ার্ড এক কাউন্সিলর এবং সরাসরি মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচনের পরিকল্পনা নেয়ার নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না বলে আভাস পাওয়া যায়। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তহয় যে, দেশের পৌরসভার বর্তমান এক ওয়ার্ডকে ভাগ করে তিন ওয়ার্ড করা হবে এবং প্রতি ওয়ার্ডে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন। প্রতি তিন ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা কমিশনারের আসন সংরক্ষণ ও জনগণের সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত মহিলা কমিমনার নির্বাচনের ব্যবস্থা অনুমোদন করে। নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ঐ বছরের আগস্ট মাসের পূর্বে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না। মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে পৌরসভা নির্বাচনের নতুন ব্যবস্থাসংবলিত 'দি পৌরসভা অডিন্যান্স-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭' সংশোধনের প্রস্তাবঅনুমোদিত হয়।[২২] ১৫-২-৯৮ তারিখে পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৯৭ এর অধিকতর সংশোধনের জন্য আনীত বিল পৌরসভা সংশোধনী বিল - ১৯৯৮ অনেক আলাপ আলোচনার পর ২৪-০৩-৯৮ ইং তারিখে পাস হয়। পাঁচ বছর মেয়াদ বহাল রেখে প্রণীত 'দি পৌরসভা অ্যামেন্ডমন্টে বিল ১৯৯৮' অনুযায়ী কোন পৌরসভার ৩টি থেকে ৯টি বা ৫টি থাকলে ১৫টি ওয়ার্ড হবে। মোট কমিশনারের ১/৩ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা প্রার্থী গণ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ১৯৯৯ সালে ফেব্রুয়ারীমাসে পৌরসভা নির্বাচনের সময় ঘোষণা করা হয়। প্রেক্ষিতে বলা যায় পৌরসভার উন্নয়নে সংশোধনী এসে তৎকালীন সরকার বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত করেছিল।

খালেদা জিয়ার আমল (২০০১-২০০৫) ঃ ২০০৫ সাল পর্যন্তদেশে পৌরসভা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৯টি।[২৩] ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল- এই ৬টি বিভাগীয় শহরে আছে পৌর কর্পোরেশন। অবশিষ্ট শহরগুলির জন্য আছে পৌরসভা। উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভা গঠনের পর দেশে ক্রমান্বয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সব পৌরসভা একই মর্যাদার নয়। শ্রেণী বিন্যাসনুসারে ৩ শ্রেণীর পৌরসভা আছে। উপজেলা তরেসৃষ্ট পৌরসভা হল ৩য় শ্রেণীর, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন যেমন সমগ্র দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি পৌরসভার হয় না, একেক সময়ে একেক পৌরসভার নির্বাচন হবার কারণে এ সম্পর্কে যথার্থ পর্যালোচনা সম্ভব হয়নি। তদ্রুপ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে প্রধান বিরোধী দল সহ অন্য দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি সেজন্য সরকারী দল একক বিজয় লাভ করে।

এ সরকারের সময় পৌরসভার আইনের আর কোন নতুন পরিবর্তন, সংযোজন এর প্রয়োজন পড়েনি। তবে ২০০৪ সালে পৌরসভাকে কিভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের শক্তিশালী একক পরিণত করা যায় সে বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোনিয়েশন অব বাংলাদেশ ১৬টি প্রস্তাবসরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। সেমিনারটি রাজশাহী নগর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে স্থান পায় বাজেট পৌরসভার জন্য অধিক বরাদ্দ, পতিত জমি এবং অন্যসব সম্পদ পৌরসভার নেতৃত্বে ছেড়ে দেয়া, পৌরসভার মেয়রকে মেয়র পদে অভিহিত করা, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর গঠন এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণে অ্যাসোসিয়েশনকে সম্পৃক্ত করা। প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনকে অধিক বিকেন্দ্রীকরণ করা বাঞ্চনীয় এবং তাতে করে সমাজে অধিকতর ভাবে সুশাসন কায়েম হওয়া সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

1) Raushanra Begum, Role of Paurashava in Bangladesh" Local Government Quarerly (Dacca : LG1, 1972, Vol. 1 No. 4. P. 25

2) Quamrun Rahman : Evolution of the Elective System in the Local Self Government Institution in India Before 1880 "The Rajshahi University studies (Rajshahi : Rajshahi University Press, 1976) ; Vol. VII. PP. 45 -46

3) এমাজউদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশের লোক প্রশাসন (ঢাকা; গোল্ডেন বুক হাউস, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৩৮৭)

4) Rokeya Rahman Kabeer : OP, Cit, P. 3-61.

5) আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা- বাংলা অ্যাকাডেমি ১৯৭৫) পৃষ্ঠা- ৩২৬-৩২৭, আরো দেখুন আবুল ফজল হক বাংলাদেশ ঃ সংবিধান, প্রশাসন ও রাজনীতি" মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন (ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র ১৯৮২) পৃষ্ঠা ৪৫ - ৬৮।

6) Rolands Committee Report, OP, Cit Para 373.

7) The Municipal Administration ordinance 1960, Section 7.12

8) I bid, see 15-16.

9) I bid, see 17-25.

10) See : Bangladesh Local council and Municipal Committee (Dissolution and Amendment order 1972).

11) I bid, Art 56, 59.

12) I bid, Art 71.

13) I bid, Art 72.

14) I bid, Art 73

15) The Bangladesh observer, October 1978.

16) Monthly Statistical Bulletine of Bangladesh- July 1992 (Dhaka,Bangladesh Bureau of Statistics, 1992) P. 3.

17) শতবর্ষে খুলনা পৌরসভা নামক স্মরণিকা, পৃ- ৮-১৬ দ্রষ্টব্য।

18) দৈনিক বার্তা, ২৬-১০-৮৭ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

19) The local Government (Thana Parishad and thana Administration XXXIII of 1983) Art-2, এখানে থানার পরিবর্তে উপজেলার নাম ব্যবহৃত হয়।

20) সংবাদ ১৪-১২-৯০, ১২-০৪-৯১।

21) সংবাদ ১৭-০৮-৯১।

22) The Bangladesh Times, February 6, 1998.

23) The Daily Star, 8 December 2001

24) The Daily Star, 7-10-2004|

25) বিস্তৃত তারিত দেখুন- "Profile of Narayanganj Municipality (Publishers- Town Planning Section N.Ganj Municipality-2007"

26) বিস্তৃত তারিত দেখুন- "বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়াত্তশাসনঃ- ড. মোঃ মকসুদুর রহমান" আলীগর লাইব্রেরী, রাজশাহী-প্রকাশকাল ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ঃ

নারায়নগঞ্জ রাজধানী শহর ঢাকার প্রায় ১৭ কিঃমিঃ পূর্ব দক্ষিণে একটি জেলা শহর। কিন্তু এর পরিচিতি একটি সুবৃহৎ নদী বন্দর হিসেবে। শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাড় জুড়ে এর বিস্তৃতি। শীতলক্ষ্যা তীরের এ জনপদ শত বছর আগে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা সঠিক করে বলতে পারা যায় না। নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁ ছিল একটি বিখ্যাত প্রাচীন নগরী। ফখরুদ্দিনের শাসনামলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁ-এর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার সাথে নারায়ণগঞ্জের ভিন্ন চিত্র অবশ্যই ধরা পড়বে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক যে ভাবেই পর্যালোচনা করি না কেন, নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস অবশ্যই একক মহিমায় মহিমান্বিত। অপর দিকে শিল্প সংস্কৃতি, ব্যাবসা-বানিজ্য, শিল্পায়ন, সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য যে কোন জেলা থেকে সম্পূর্নভিন্ন।

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা বাংলাদেশের অতি প্রাচীন একটি পৌরসভা এ পৌরসভাটি ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে আদমসুমারী অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ২১,৭৩,৯৪৮ জন। এই পৌরসভাটির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৬ই জানুয়ারী ২০০৩। পৌরসভার ১ জন চেয়ারম্যান ৯টি ওয়ার্ডে ৯জন কাউন্সিলর ও ৩ জন মহিলা কাউন্সিলর (সংরক্ষিত) বর্তমানে পৌরসভা পরিচালনা করছে।

নারায়নগঞ্জ পৌরসভার উপর গবেষণার কর্ম করার সময় কাউন্সিলারদের প্রশ্ন মালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় তাদের স্ব-স্ব-কর্ম এলাকা কর্মকান্ড ও এলাকা সম্পর্কে পর্যবেক্ষন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে নারায়নগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ১থেকে৯ পর্যন্ত ম্যাপসমূহ পর্যায় ক্রমে নিম্নে যথাক্রমে দেওয়া হলো-

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-১

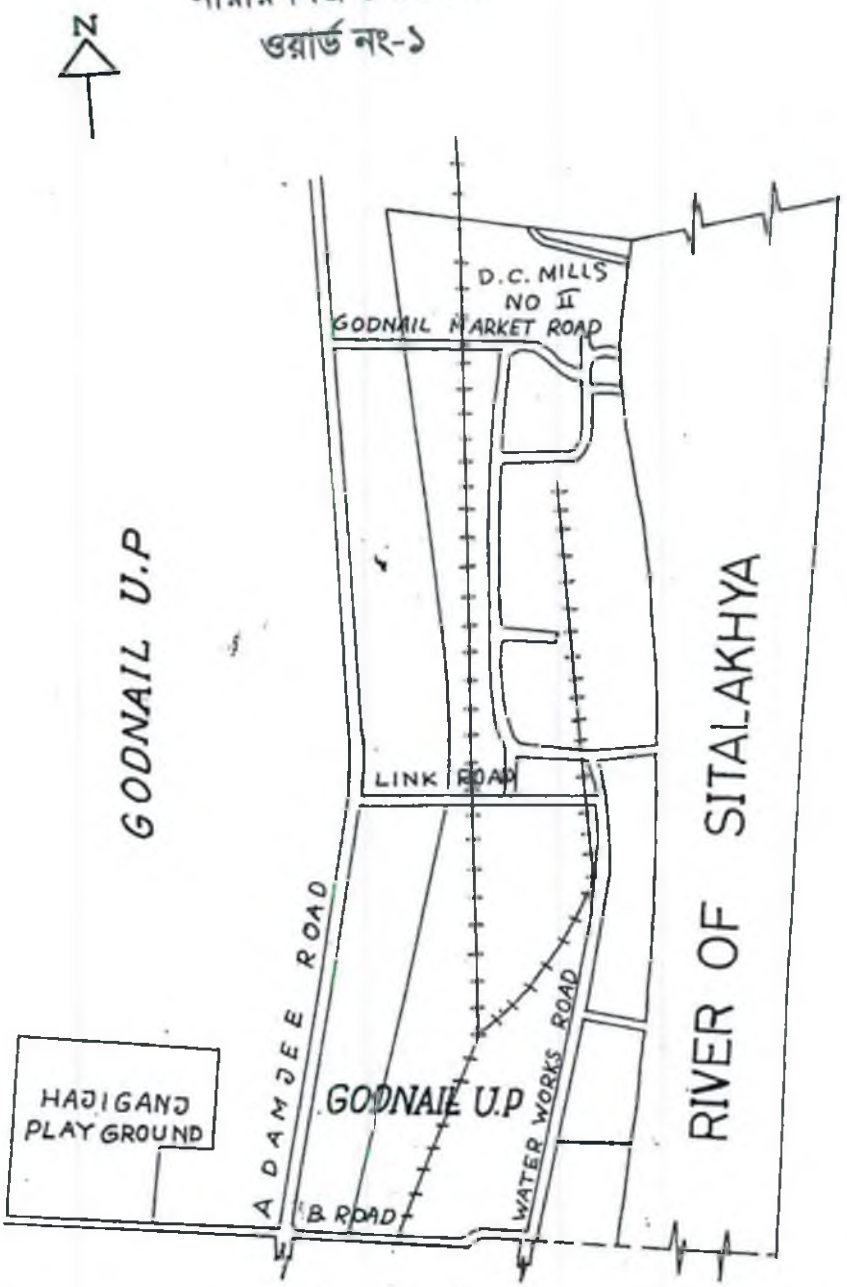

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-২

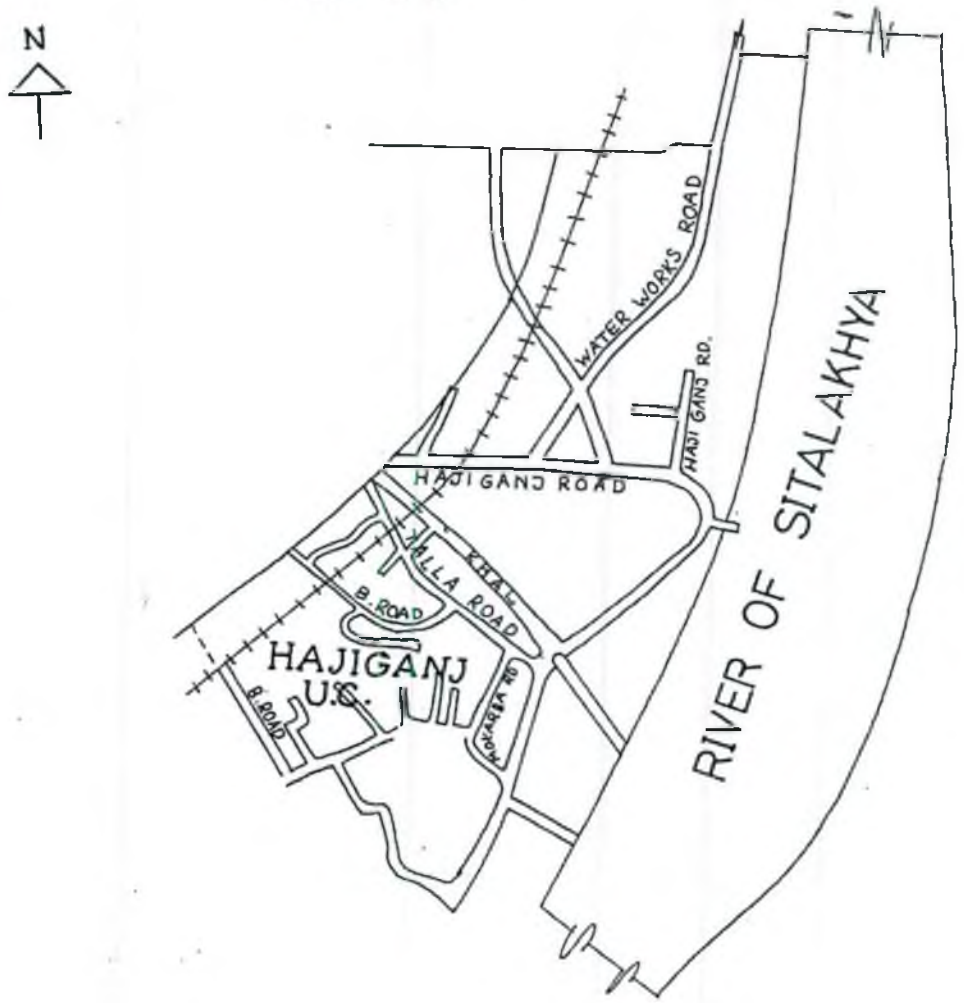

Dhaka University Institutional Repository

N

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-৩

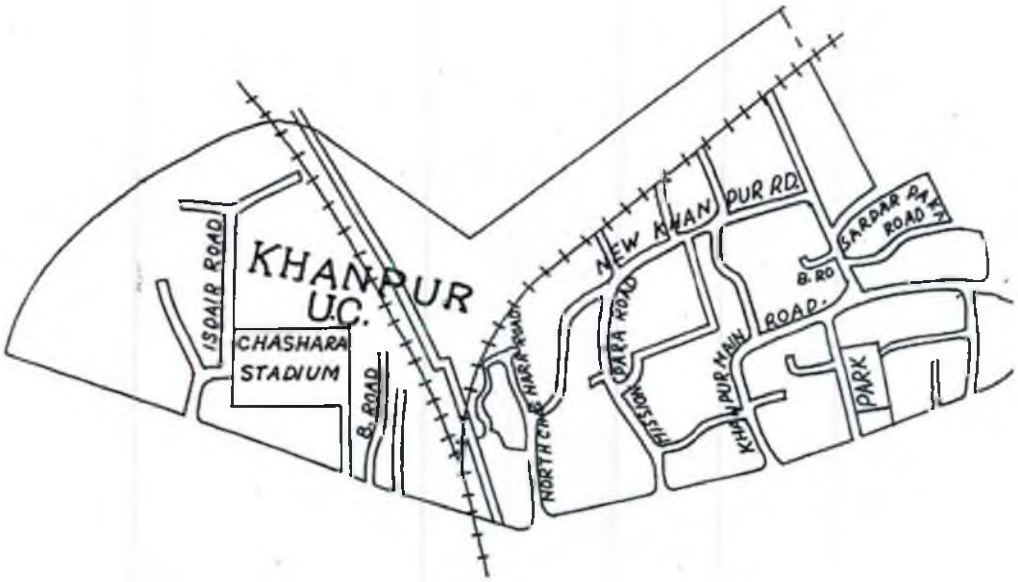

Dhaka University Institutional Repository

N

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-৪

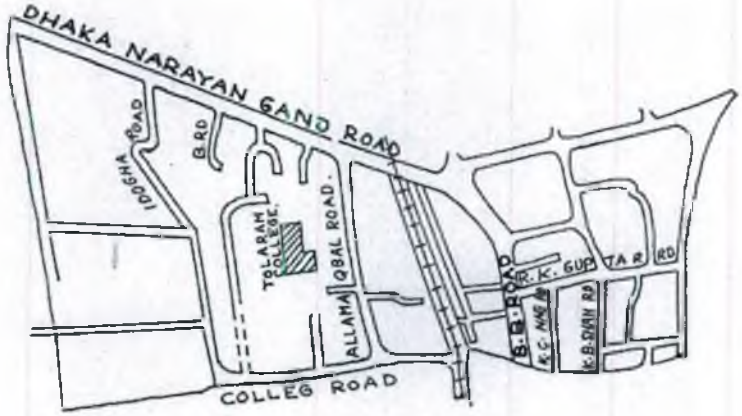

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-৫

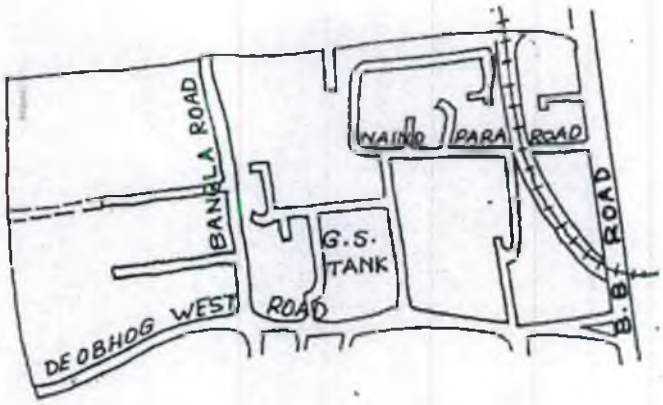

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-৬

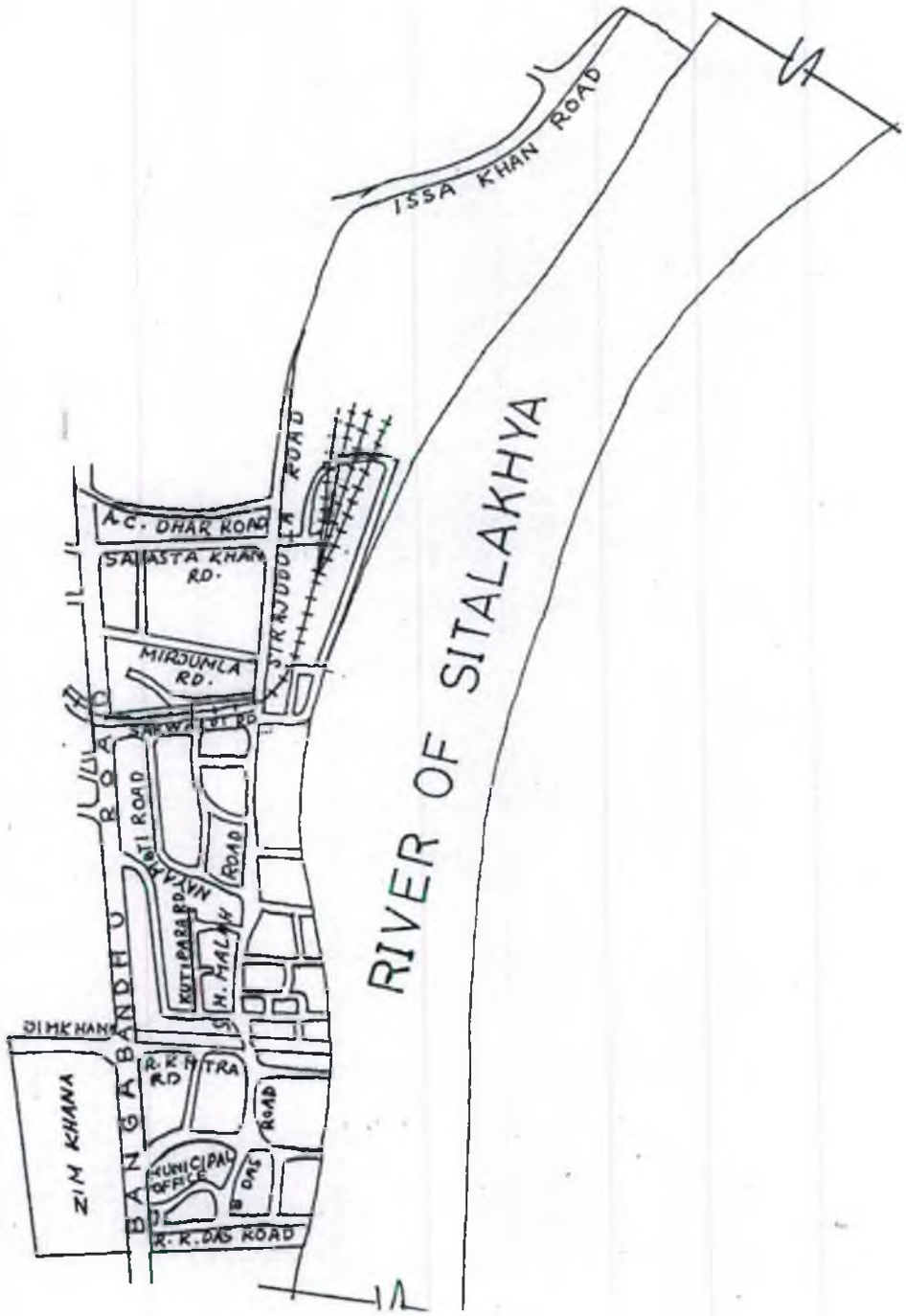

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-৭

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
ওয়ার্ড নং-৮

Dhaka University Institutional Repository

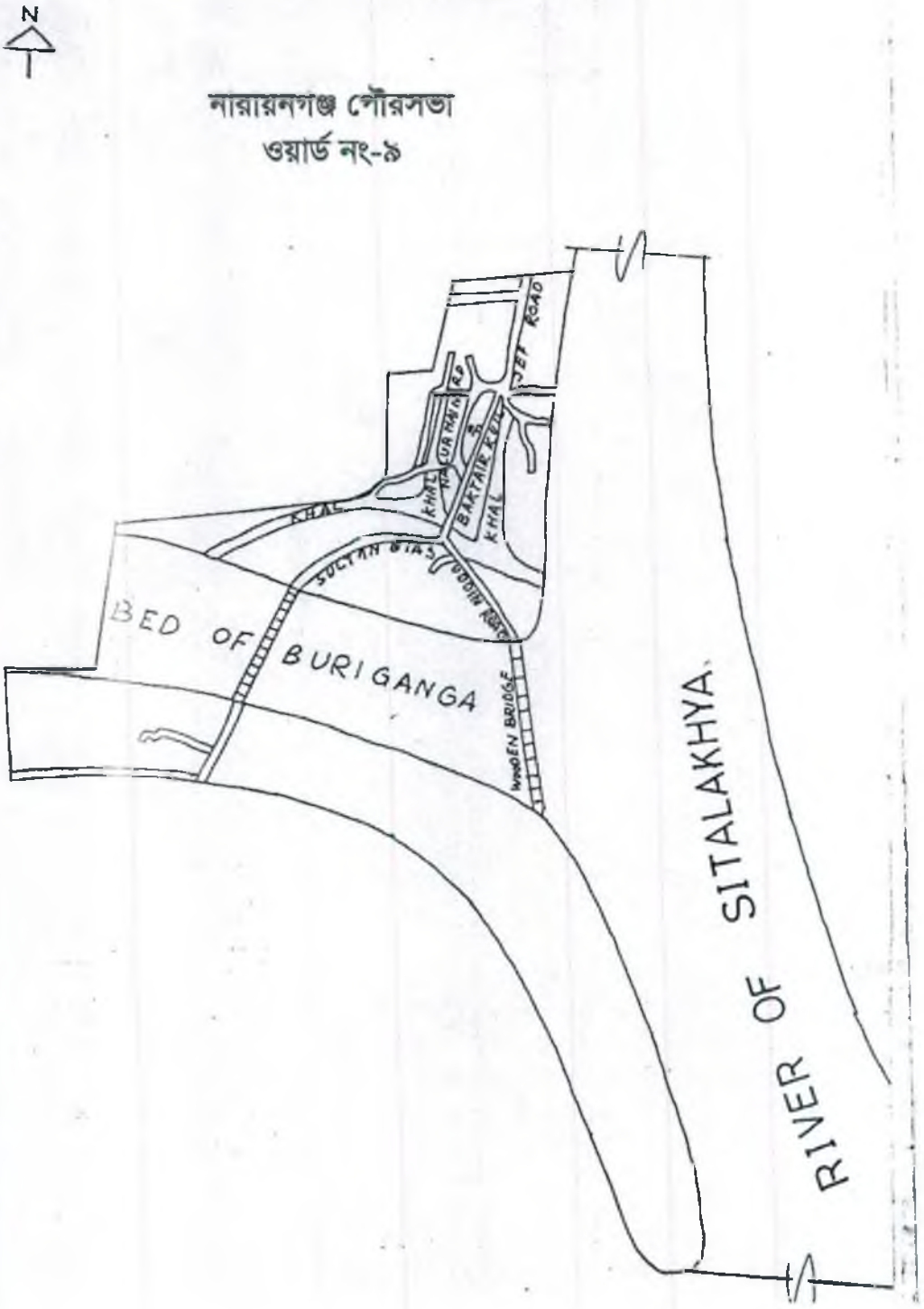

Dhaka University Institutional Repository

পৌরসভার নির্বাচিত ১৩জন প্রতিনিধিদের (মেয়র ও কাউন্সিলর) এর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলর (সংরক্ষিত)দের প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত তারিত বিবরণ সারণী নিম্নে বর্ণিত হলো, যথা ঃ

সারনী-৩ ঃ ১ পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের নাম,পদবী পৌরসভা/ওয়ার্ড বিবরণ

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	পৌরসভা/ওয়ার্ড
১)	ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভী	মেয়র	সম্পূর্ণ পৌরসভা
২)	মোঃ মোহর আলী	কাউন্সিলর	১নং ওয়ার্ড
৩)	মোঃ জমশের আলী	কাউন্সিলর	২নং ওয়ার্ড
৪)	মোঃ শওকত হাশেম	কাউন্সিলর	৩নং ওয়ার্ড
৫)	মোঃ নাকসুদুল আলম খন্দকার	কাউন্সিলর	৪নং ওয়ার্ড
৬)	মোঃ শফিউদ্দিন প্রধান	কাউন্সিলর	৫নং ওয়ার্ড
৭)	মোঃ আজাহার হোসেন	কাউন্সিলর	৬নং ওয়ার্ড
৮)	মোঃ ওবায়েদউল্লাহ	কাউন্সিলর	৭নং ওয়ার্ড
৯)	মোঃ আলাউদ্দিন ভূইঞা	কাউন্সিলর	৮নং ওয়ার্ড
১০)	মোঃ কামরুল হাসান মুন্না	কাউন্সিলর	৯নং ওয়ার্ড
১১)	মোছাঃ মিনোয়ারা বেগম	মহিলা কাউন্সিলর	১,২,৩ নং ওয়ার্ড (সংরক্ষিত মহিলা আসন)
১২)	মোছাঃ দিলেরা মাসুদ ময়না	মহিলা কাউন্সিলর	৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড (সংরক্ষিত মহিলা আসন)
১৩)	মোছাঃ খোদেজা খানম নাসরীন	মহিলা কাউন্সিলর	৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড (সংরক্ষিত মহিলা আসন)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩ ঃ ২ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা (%)
১ম-১০ম	১ জন	৭.৬৯%
এস.এস.সি	৪ জন	৩০.৭৬%
এইচ.এস.সি	--	০%
স্নাতক	৮ জন	৬১.৫৪%
স্নাতকোত্তর	--	০%
মোট	১৩জন	১০০%

সারণী-৩ ঃ ২ শিক্ষাগত যোগ্যতা শতকরা (%)

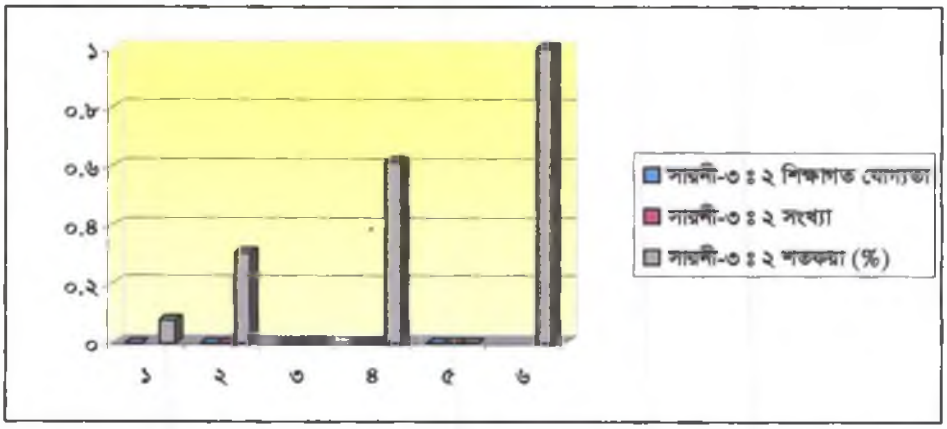

পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মেয়র এর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে এম, বি, বি, এস। সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পর্যন্তরয়েছে ১জন, যার শতকরা হার ৭.৬৯%। এস.এস.সি পাশ পর্যন্তরয়েছে ৪জন যার শতকরা হার ৩০.৭৬%, এইচ.এস.সি পাশ কেহ নাই। তবে ৮ জন স্নাতক পাশ পর্যন্তরয়েছে যার শতকরা হার ৬১.৫৪%, কেহ নিরক্ষর নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩ ঃ ৩ বয়স

বয়স (বছর)	সংখ্যা	শতকরা (%)
৩০-৪০ বছর	৪ জন	৩০.৭৭%
৪১-৫০ বছর	৪ জন	৩০.৭৭%
৫১-৬০ বছর	৫ জন	৩৮.৪৬%
মোট	১৩ জন	১০০%

সারনী-৩ ঃ ৩ বয়স শতকরা (%)

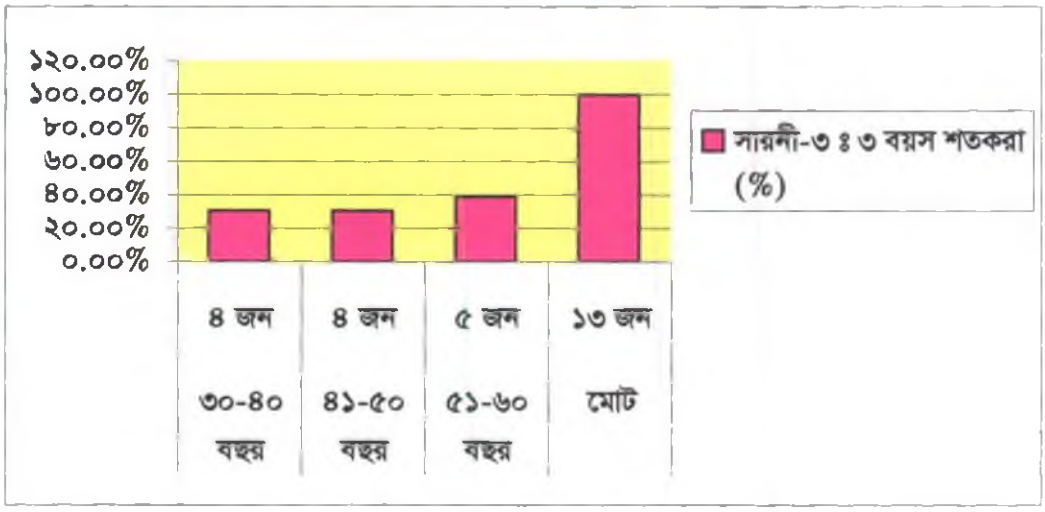

পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের বয়স ৩০-৪০ বছরের মধ্যে ৪ জন রয়েছে যার শতকরা হার ৩০.৭৭%, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৪ জন রয়েছে যার শতকরা হার ৩০.৭৭%, ৫১-৫৯ বছরের ও সর্বনিম্ন ৩২ বছরের

Dhaka University Institutional Repository

কাউন্সিলর রয়েছে। এদের গড় বয়স ৪৬.৩১ বছর তবে বেশীর ভাগ কাউন্সিলরদের বয়স ৪০ বছরের বেশী।

সারনী-৩ ঃ ৪ পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা (%)
চিকিৎসক	১ জন	৭.৬৯%
গৃহিনী	৩ জন	২৩.৫৪%
ব্যবসা	৮ জন	৬১.৫৪%
অন্যপেশা	১ জন	৭.৬৯%
মোট	১৩ জন	১০০%

সারনী-৩ ঃ ৪ পেশা শতকরা (%)

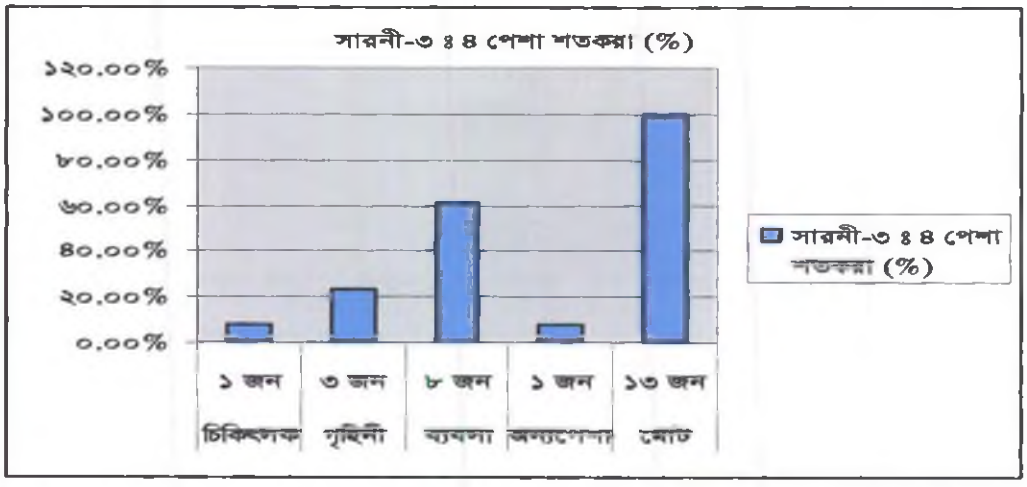

পেশার তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়র চিকিৎসক, যার শতকরা হার ৭.৬৯%। মহিলা কাউন্সিলর ৩জন গৃহিনী যার শতকরা হার ২৩.০৮%। ব্যবসা করেন ৮ জন যার শতকরা হার ৬১.৫৪%। ১জন কাউন্সিলর এর কোন অন্য পেশা নেই এবং ব্যবসায়ী কাউন্সিলর এর সংখ্যাই বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩ ঃ ৫ বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা (%)
বিবাহিত	১৩ জন	১০০%
অবিবাহিত	-	০%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

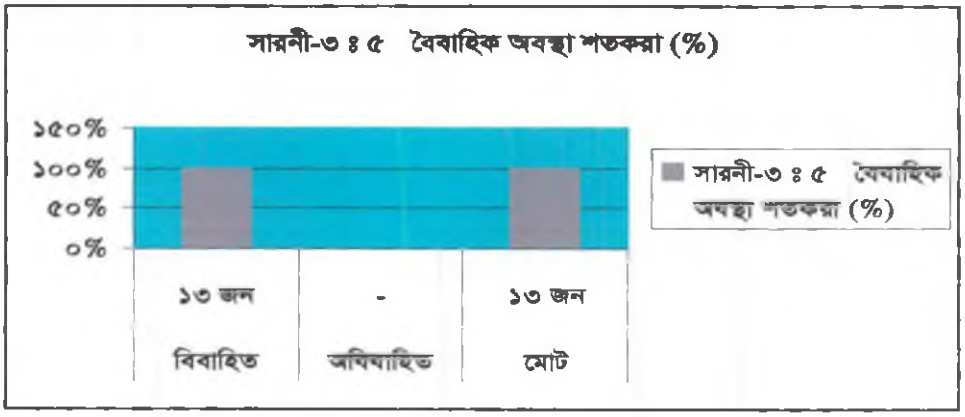

সমীক্ষার অন্তর্ভূক্তসকল সদস্যই বিবাহিত। বহুবিবাহ, অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত বিধবা বা বিপত্নীক কেউ নেই।

সারণী-৩ ঃ ৬ ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা (%)
ইসলাম	১৩ জন	১০০%
অন্য ধর্ম	-	০%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

Dhaka University Institutional Repository

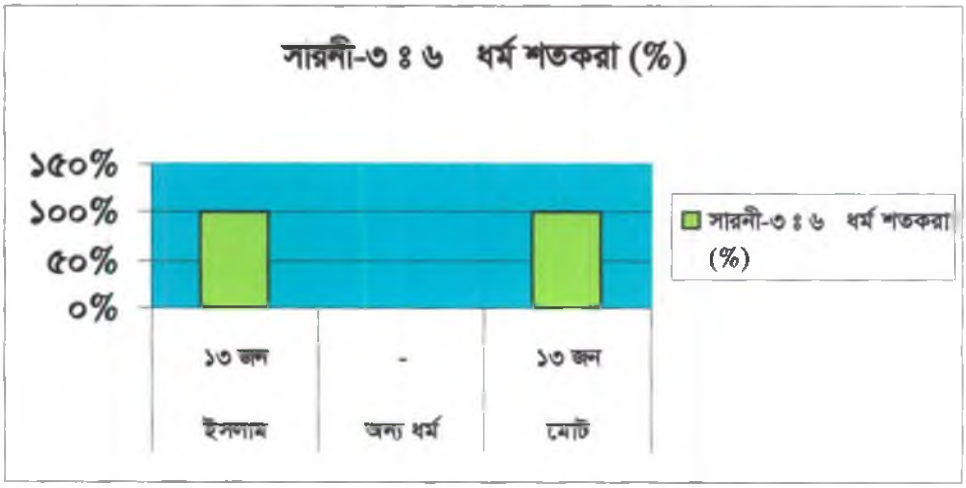

সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্তসকল সদস্যই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। অন্য ধর্মের লোক নাই।

সারণী-৩ ঃ ৭ পরিবারের ধরণ

পরিবার	সংখ্যা	শতকরা (%)
একক	৬ জন	৪৬.১৫%
যৌথ	৭ জন	৫৩.৮৫%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

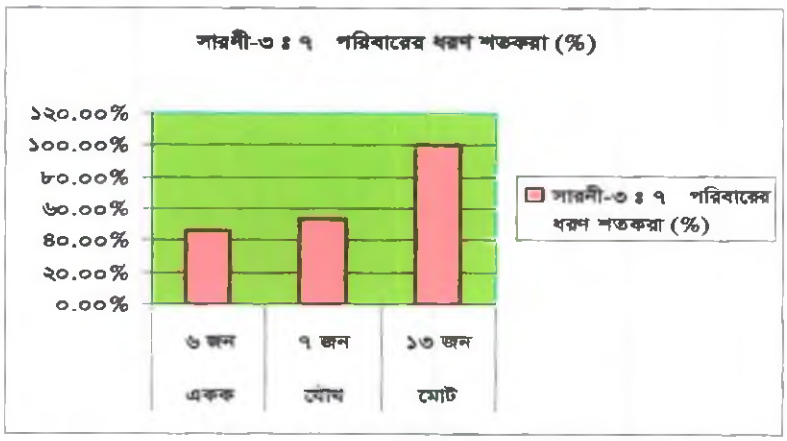

পরিবারের ধরণের তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৬ জনের একক পরিবার, যার শতকরা হার ৪৬.১৫% ও ৭ জনের যৌথ পরিবার যার শতকরা হার ৫৩.৮৫%।

সারণী-৩ ঃ ৮ পরিবারের সদস্য সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের সদস্য	সংখ্যা	শতকরা (%)
১-৫ জন	৫ জন	৩৮.৪৬%
৬-১০ জন	৪ জন	৩০.৭৭%
১০-১৫ জন	২ জন	১৫.৩৮%
১৫-২০ জন	১ জন	৭.৬৯%
২০-২৫ জন	১ জন	৭.৬৯%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

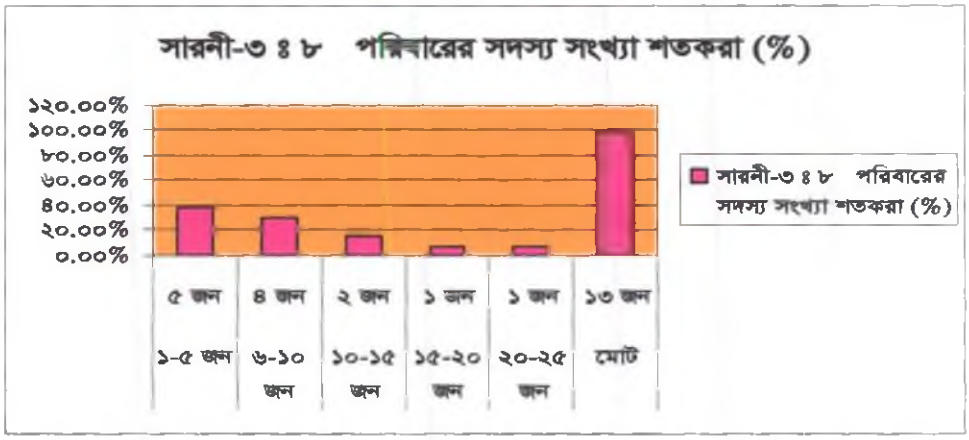

পারিবারিক সদস্য সংখ্যার তথ্যে বিশ্লেষণকরলে দেখা যায় ৫ জনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-৫ জন যার শতকরা হার ৩৮.৪১%, ৪ জনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬-১০ জন যার শতকরা হার ৩০.৭৭%, ২ জনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০-১৫ জন যার শতকরা হার ১৫.৩৮%, ১ জনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৫-২০ জন যার শতকরা হার ৭.৬৯%, ১ জনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২০-২৫ জন। যৌথ পরিবারের কারণে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩ ঃ ৯ বাসস্থানের ধরণ

বাড়ী	সংখ্যা	শতকরা (%)
নিজস্ব	১৩ জন	১০০%
ভাড়া	-	০%
মোট	১৩ জন	১০০%

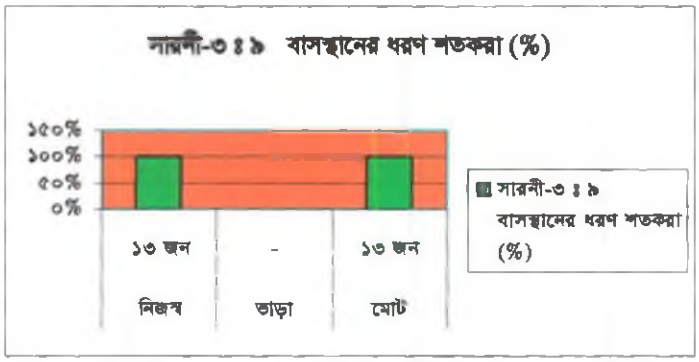

সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্তসকল সদস্যই স্থানীয় ও নিজস্ব বাড়ীতে থাকে।

সারনী-৩ ঃ ১০ রাজনৈতিক দলের সাথে সংশি□ষ্টতা

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	৯ জন	৬৯.২৩%
না	৪ জন	৩০.৭৭%
মোট	১৩ জন	১০০%

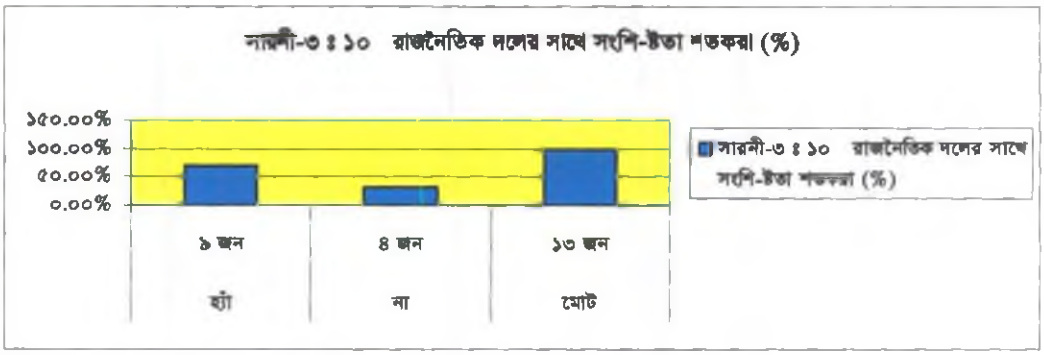

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষাধীন সদস্যদের ৯ জনের রাজনৈতিক দলের সাথে সংশি□ষ্টতা রয়েছে যার শতকরা হার ৬৯.২৩%, ৪ জনের রাজনৈতিক দলের সাথে সংশি□ষ্টতা নাই যার শতকরা হার ৩০.৭৭%।

সারণী-৩ ঃ ১১ বাসস্থানের অবকাঠামো

অবকাঠামোর ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
বহুতল	৮ জন	৬১.৫৪%
পাকা	৪ জন	৩০.৭৭%
টিনসেড	১ জন	৭.৬৯%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

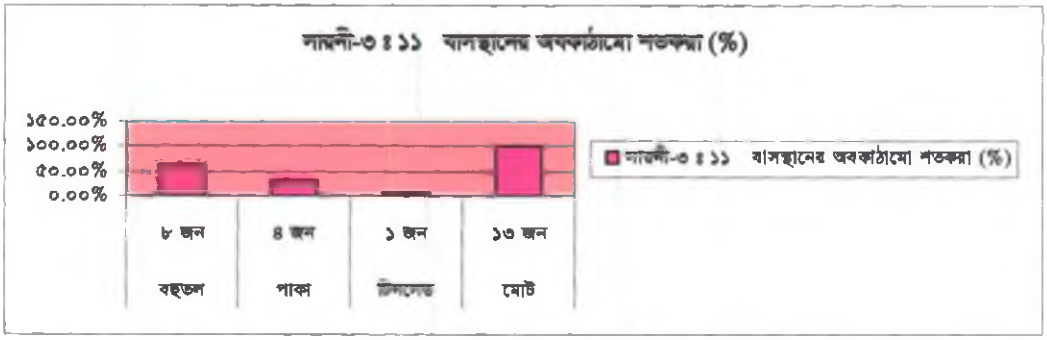

অবকাঠামোগত উপাত্ত সংগ্রহে দেখা যায় যে, মেয়র এবং বেশীর ভাগ কাউন্সিলরের বাড়ী বহুতল। হার ৬১.৫৪%। পাকা বাড়ী রয়েছে ৪ জনের যার শতকরা হার ৩০.৭৭%, টিনসেড বাড়ী রয়েছে মাত্র ১ জন কাউন্সিলরের যার শতকরা হার ৭.৬৯%।

সারণী-৩ ঃ ১২ পরিবারের অন্য কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কিনা?

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	৩ জন	২৩.০৮%
না	১০ জন	৭৬.৯২%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

Dhaka University Institutional Repository

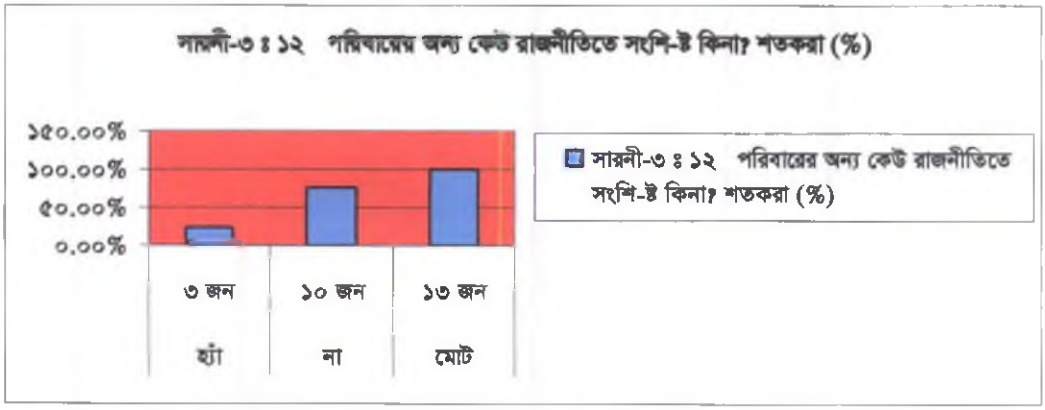

সমীক্ষায় দেখা যায় পরিবারের অন্য কোন সদস্যরা রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টআছে এমন সংখ্যা ৩ জন যার শতকরা হার ২৩.০৮% এবং রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টএমন সংখ্যা ১০ জন যার শতকরা হার ৭৬.৯২% এখানে দেখা যায় পারিবারিক পর্যায়ে গণতন্ত্র তথা রাজনীতি চর্চার সংখ্যা কম হলেও নিজস্ব রাজনৈতিক পরিচয়ে তারা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

সারনী-৩ ঃ ১৩ আয়ের উৎস

আয়ের উৎস	সংখ্যা	শতকরা (%)
কৃষি	৫ জন	৩৮.৪৬%
বাড়ী ভাড়া	৮ জন	৬১.৫৪%
গার্মেন্টিস	৪ জন	৩০.৭৬%
অন্যান্য	৪ জন	৩০.৭৬%
মেয়র ও কাউন্সিলর সম্মানী	১৩ জন	১০০%

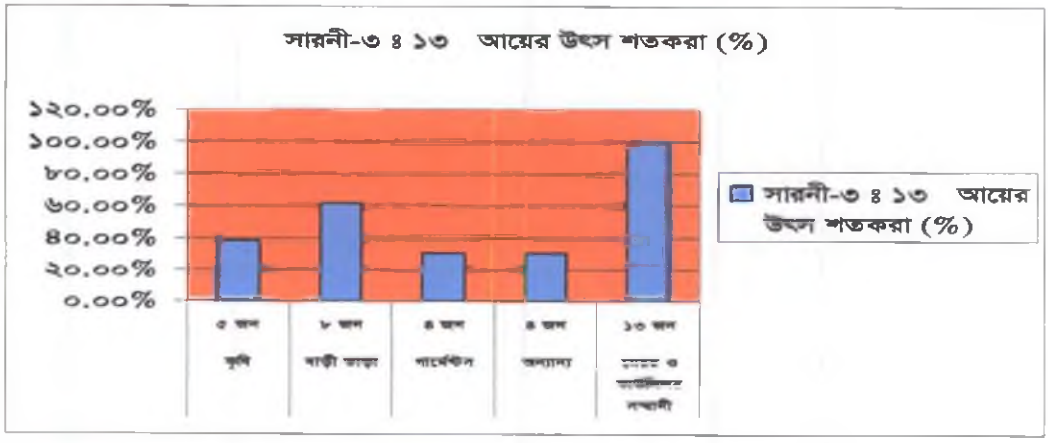

Dhaka University Institutional Repository

সারণী বিশ্লেষণকরলে দেখা যায় যে, কাউন্সিলরগণ বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করেন। কৃষিখাত থেকে আয় করেন ৫ জন (৩৮.৪৬%) বাড়ী ভাড়া পান ৮ জন (৬১.৫৪%), গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত ৪ জন (৩০.৭৬%) এবং অন্যান্য পেশায় আছে ৪ জন (৩০.৭৬%)। সবাই পরিষদ থেকে সম্মানী পান।

সারণী-৩ ঃ ১৪ বাৎসরিক আয়

আয়ের পরিমাণ (টাকা)	সংখ্যা	শতকরা (%)
৫০,০০০/-থেকে১,৫০,০০০/-	৩ জন	২৩.০৮%
১,৫০,০০০/-থেকে ৩,০০,০০০/-	১ জন	৭.৬৯%
৩,০০,০০০/-থেকে ৫,০০,০০০/-	৫ জন	৩৮.৪৬%
৫,০০,০০০/-থেকে ১৫,০০,০০০/-	৪ জন	৩০.৭৬%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

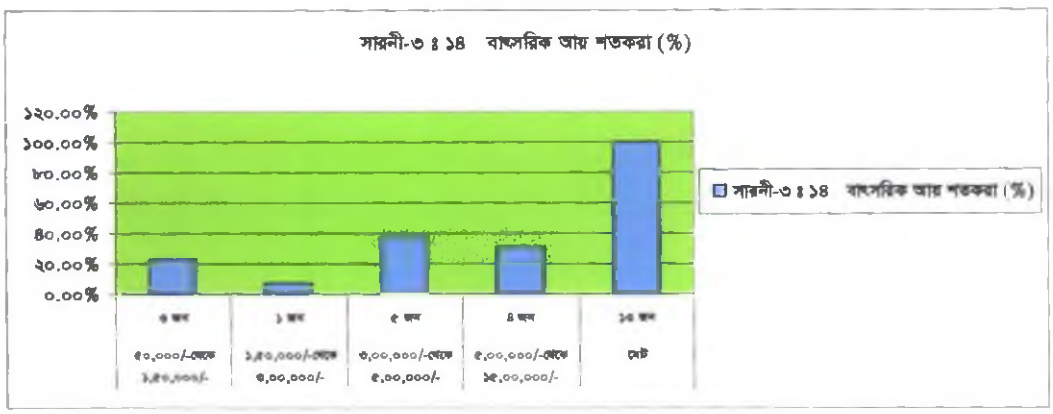

বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ বিশেষ্লেষণে দেখা যায় ৩ জনের আয় ৫০,০০০/- থেকে ১,৫০,০০০/- টাকার নীচে (২৩.০৮%), মাত্র ১ জনের (৭.৬৯%) আয় ১,৫০,০০০/- থেকে ৩,০০,০০০/- টাকার মধ্যে, ৫ জনের (৩৮.৪৬%) বাৎসরিক আয় ৩,০০,০০০/- থেকে ৫,০০,০০০/- টাকার মধ্যে এবং ৪ জনের আয় ৫,০০,০০০/- থেকে ১৫,০০,০০০/- টাকার মধ্যে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ কাউন্সিলরই সচ্ছল।

সারণী-৩ ঃ ১৫ মাসিক কত টাকা ব্যায় হয়?

ব্যায়ের পরিমাণ (টাকা)	সংখ্যা	শতকরা (%)
৫,০০০/-থেকে ১৫,০০০/-	৫ জন	৩৮.৪৬%
১৫,০০০/-থেকে ৩০,০০০/-	৪ জন	৩০.৭৭%

Dhaka University Institutional Repository

৩০,০০০/-থেকে ৪৫,০০০/-	৪ জন	৩০.৭৭%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

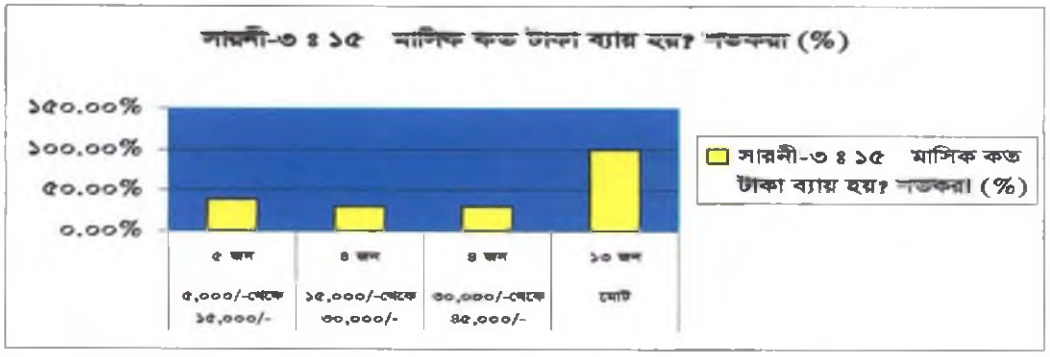

মাসিক ব্যায়ের হিসাবের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৫টি পরিবারের ব্যায় ৫,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকার মধ্যে যার শতকরা হার ৩৮.৪৬%, ৪টি পরিবারের মাসিক ব্যায় ১৫,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- টাকার মধ্যে এবং বাকী ৪টি পরিবারের ব্যায় ৩০,০০০/- থেকে ৪৫,০০০/- টাকার মধ্যে। উভয় ক্ষেত্রে শতকরা হরা ৩০.৭৭%। যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সেস মাসিক ব্যায়ও বেশী।

সারনী-৩ ঃ ১৬ মেয়র/কাউন্সিলর কার্যালয় আছে কিনা?

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১ জন	৭.৬৯%
না	১২ জন	৯২.৩১%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

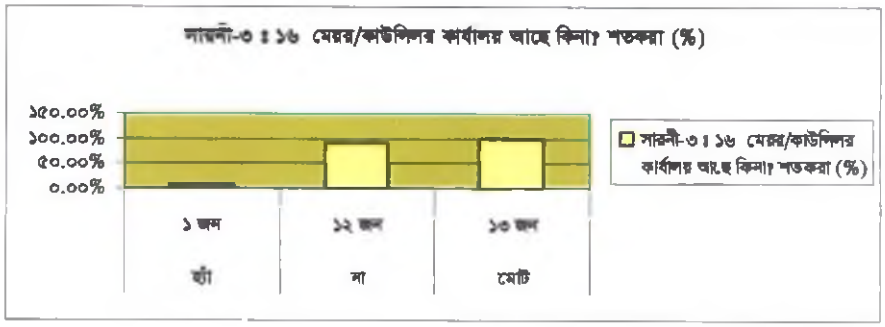

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুধুমাত্র মেয়রের কার্যালয় আছে। কাউন্সিলরদের তাদের নিজস্ব ওয়ার্ডে কোন কার্যালয় নেই। তার সবাই তাদের নিজ নিজ বাসাকেই কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করেন।

সারণী-৩ ঃ ১৭ আপনার সাপোর্ট স্টাফ আছে কিনা?

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১ জন	৭.৬৯%
না	১২ জন	৯২.৩১%
মোট	১৩ জন	১০০%

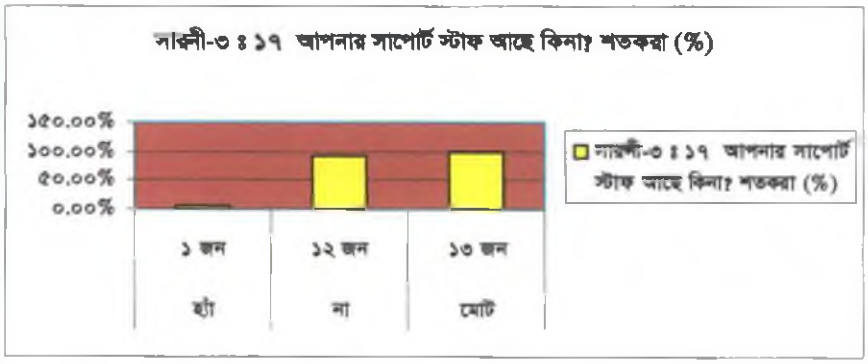

এ প্রশ্নের জবাবে শুধুমাত্র মেয়রের সাপোর্ট স্টাফ আছে বলে জানান। কাউন্সিলরদের কোন সাপোর্ট স্টাফ নেই (৯২.৩১%)।

সারণী-৩ ঃ ১৮ আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য কী পরিমাণ সম্মানী পান?

মাসিক সম্মানী	সংখ্যা	শতকরা (%)
৫০০০/-	১ জন	৭.৬৯%
২,০০০/-	১২ জন	৯২.৩১%
মোট	১৩ জন	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

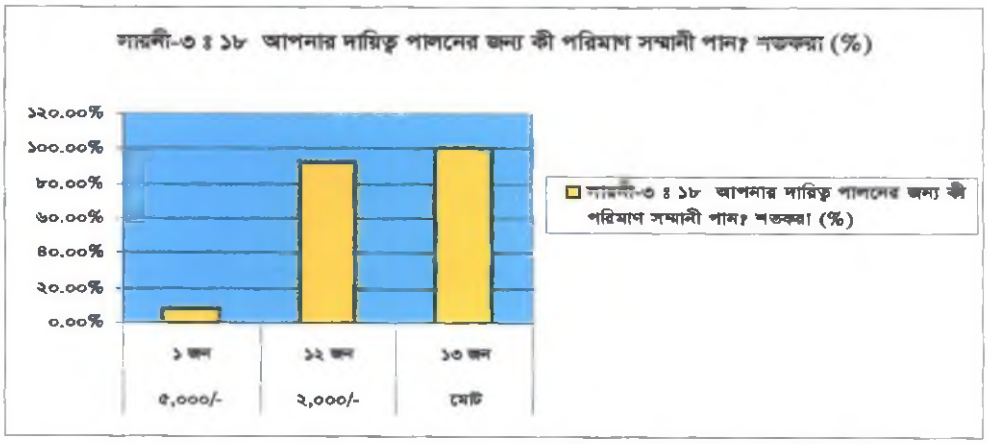

এ প্রশ্নের দ্বারা দেখা যায় যে, সবাই নিয়মিত সম্মানী পাচ্ছেন। মেয়র ৫,০০০/- টাকা এবং কাউন্সিলরগণ মাসিক ২,০০০/- টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন (৯২.৩১%)।

সারণী-৩ ঃ ১৯ পৌরসভার গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ আছে কিনা?

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	৫ জন	৩৮.৪৬%
না	৮ জন	৬১.৫৪%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

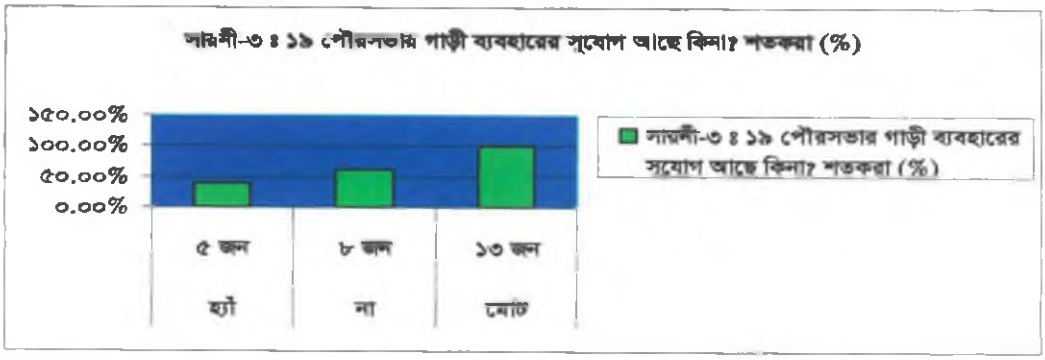

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৫ জন বলেছেন (৩৮.৪৬%) যে তারা অফিসের কাজে গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু অবশিষ্ট ৮ জন কাউন্সিলর জানান যে, তাদের গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ নেই যার শতকরা হার ৬১.৫৪%।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৩ ঃ ২০ পৌর কাউন্সিলর হিসেবে পৌরসভার সার্বিক কার্যক্রমে আপনার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন কিনা?

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১০ জন	৭৬.৯২%
না	৩ জন	২৩.০৮%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

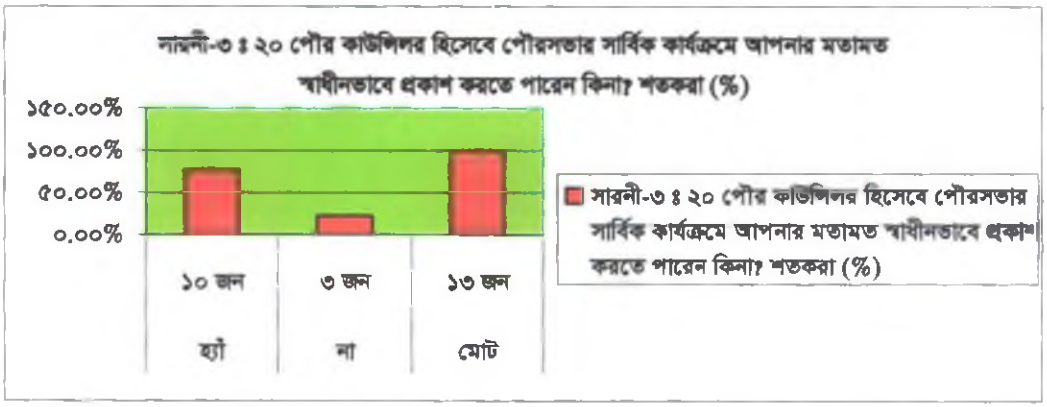

এ প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় যে, ১০ জনই বলেছেন যে তারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন যার শতকরা হার ৭৬.৯২% কিন্তু তিনজন বলেছেন যে তারা সার্বিক কার্যক্রমে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না যার শতকরা হার ২৩.০৮%। বিশেষ করে পরিষদের সভায় তাদের মূল্যায়ন করা হয় না। রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্নতার কারণে এ রকম হতে পারে।

সারনী-৩ ঃ ২১ স্থানীয় জনসাধারণের কর্তৃক পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনও কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় কিনা?

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	৩ জন	২৩.০৮%
না	১০ জন	৭৬.৯২%
মোট	**১৩ জন**	**১০০%**

Dhaka University Institutional Repository

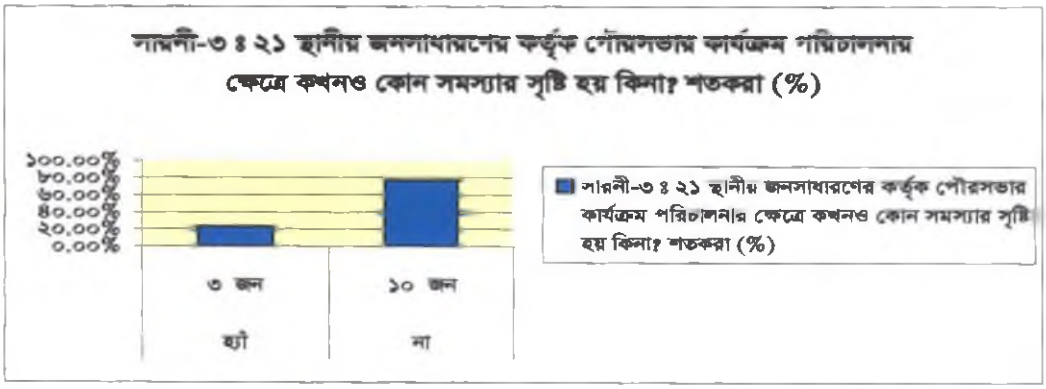

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দশ জনই বলেছেন জনগণ সমস্যা সৃষ্টি করেন না। যার শতকরা হার ৭৬.৯২%। কিন্তু তিন জন (২৩.০৮%) বলেছেন কখনও কখনও জনগণ কর্তৃক সমস্যা সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাতে লাগলে বা অনেক সময় দলীয় বিরোধের কারণে এসব সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সারণী-৩ ঃ ২২ আপনার উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের বিবরণ দিন

উন্নয়নমূলক কাজ	সংখ্যা	শতকরা (%)
রাস্তা।ঘাট নির্মান/মেরামত	১৩ জন	১০০%
ড্রেনেজ ব্যবস্থায় উন্নয়ন	৯ জন	৬৯.২৩%
রাত্রীকালীন বাতি	৮ জন	৬১.৫৪%
স্যানিটেশন	৬ জন	৪৬.১৫%
টেস্ট রিলিফ	১৩ জন	১০০%
অন্যান্য	৭ জন	৫৩.৮৫%

Dhaka University Institutional Repository

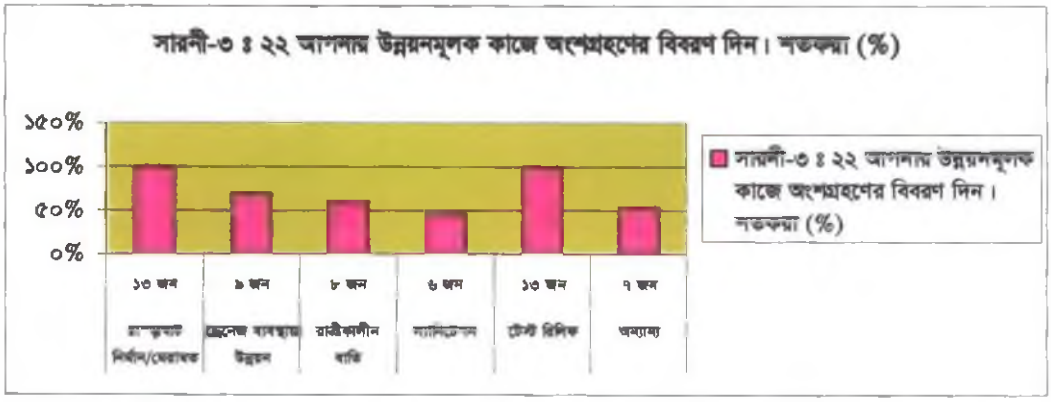

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সবাই একের অধিক উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত। রাস্ড়াঘাট নির্মান/মেরামত এবং টেস্ট রিলিফ এর সাথে সবাই যুক্ত (১০০%) তবে ড্রেনেজ ব্যবহার উন্নয়নের সাথে জড়িত ৯ জন (৬৯.২৩%), রাত্রীকালীন বাতির ব্যবহার করেছেন ৮ জন (৬১.৫৪%), স্যানিটেশনের উন্নয়ন কাজ করেছেন ৬ জন (৪৬.১৫%) এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত ৭ জন (৫৩.৮৫%)।

সারনী-৩ ঃ ২৩ সমাজসেবা মূলক কাজে অবদান

কাজের বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
বিবাহে সহযোগীতা	১১ জন	৮৪.৬১%
চিকিৎসা সেবা	৭ জন	৫৩.৮৫%
লেখাপড়া	১০ জন	৭৬.৯২%
মাদক ও যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম	৭ জন	৫৩.৯২%
বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ভাতা	১৩ জন	১০০%
আর্থিক সাহায্য	৫ জন	৩৮.৪৬%
মসজিদ নির্মান/সংস্কার	৪ জন	৩০.৭৭%
অন্যান্য	৪ জন	৩০.৭৭%

Dhaka University Institutional Repository

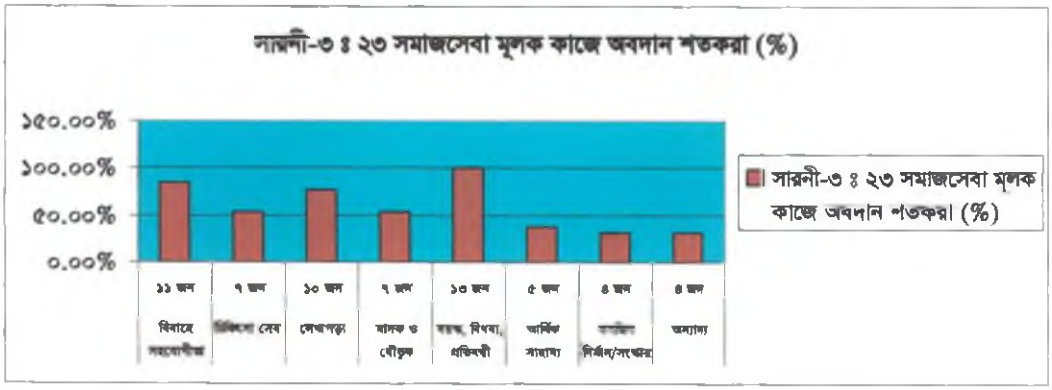

সমাজসেবা মূলক কাজে অবদানের ক্ষেত্রে সবারই (১০০%) অবদান রয়েছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে সবাই সক্রিয় অংশগ্রহন করেন। বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করেন ১৩ জন (১০০%), বিবাহে সহযোগীতা করেন ১১ জন (৮৪.৬১%), চিকিৎসা সেবায় ৭ জন (৫৩.৮৫%), লেখাপড়ায় ১০ জন (৭৬.৯২%), মাদক ও যৌতুক বিরোধী কার্যক্রমে ৭ জন (৫৩.৯২%), আর্থিক সাহায্য করেন ৫ জন (৩৮.৪৬%), মসজিদ নির্মান/সংস্কারে ৪ জন এবং অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কর্মকান্ডে ৪ জন (৩০.৭৭%) সহযোগীতা করেন।

সারনী-৩ ঃ ২৪ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন কিনা ?

গৃহীত কার্যক্রম	সংখ্যা	শতকরা (%)
সঞ্চয় কার্যক্রম	১০ জন	৭৬.৯২%
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	৯ জন	৬৯.২৩%
উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	১১ জন	৮৪.৬১%
পুনর্বাসন কার্যক্রম	৭ জন	৫৩.৮৫%
মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কার্যক্রম	৪ জন	৩০.৭৭%

Dhaka University Institutional Repository

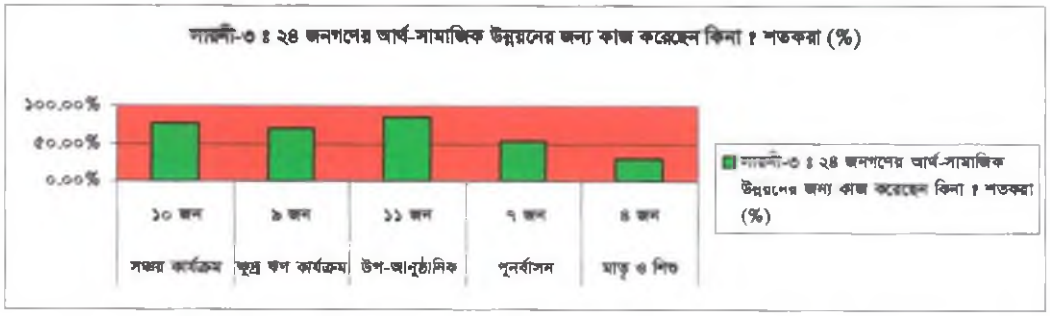

দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলেছেন ১৩জনই (১০০%)-এর মধ্যে সঞ্চয় কার্যক্রম ১০জন (৭৬.৯২) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে ৯জন (৬৯.২৩%) উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ১১জন (৮৪.৬১%), বিভিন্ন পূর্ণবাসনমূলক কার্যক্রমে ৭জন (৫৩.৮৫%) এবং মাতৃও শিশু মঙ্গল কার্যক্রম ৪ জন (৩০.৭৭) কাজ করেছেন।

সারনী-৩ ঃ ২৫ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যৎ এ কোন কাজ করার প্রয়োজন আছে কিনা ?

ভবিষ্যৎ এ গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন	সংখ্যা	শতকরা (%)
হকার পুনর্বাসন	৯ জন	৬৯.২৩%
দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসনভুক্ত এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১০ জন	৭৬.৯২%
অন্যান্য (নৈশ বিদ্যালয়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদির, কথা বলেছেন)	১১ জন	১১.৮৪%
উন্নয়নমূলক আর্থ সামাজিক কার্যক্রম	৭ জন	৫৩.৮৫%

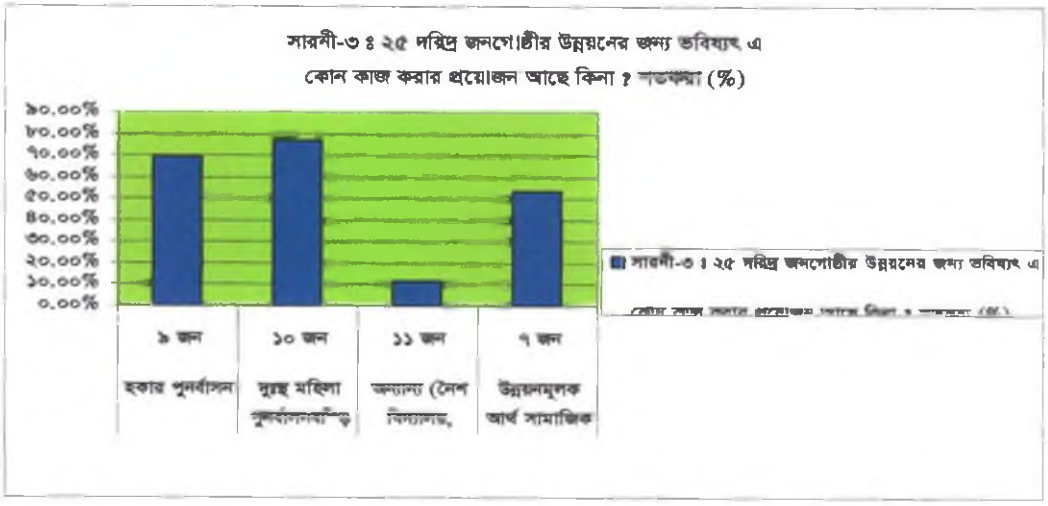

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র জনগণের উন্নয়নের জন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন আছে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে দেখা যাচ্ছে যে সবই (১০০%)। হ্যাঁ বলেছেন। তারা বিভিন্ন কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোকপাতও করেছেন। এর মধ্যে হকার পুনর্বাসনের জন্য প্রচেষ্টার কথা বলছে ১০ জন (৭৬.৯২%), বস্তি এলাকায় স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন ১১জন (৮৪.৬১%) এবং অন্যান্য কার্যক্রম যেমন নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং উন্নয়নমূলক আর্থ সামাজিক কার্যক্রম কথা বলেছেন ৭জন (৫৩.৮৫%)।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১) নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে নারায়নগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভী-এর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তার উত্তর সারণীভূক্ত করা হয়েছে।

২) নারায়নগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড ১-৯ পর্যন্ত৯জনের এবং সরংরক্ষিত ৩টি মহিলা কাউন্সিলরদের নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তাদের উত্তর আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনায় সারণীভূক্ত করা হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ যথাক্রমে ঃ

µwgK bs	কাউন্সিলরগণের নাম
1)	মোঃ মোহর আলী
2)	মোঃ জমশেদ আলী
3)	মোঃ শওকত হাসেম
4)	মোঃ মাকসুদুল আলম খন্দকার
5)	মোঃ শফিউদ্দিন প্রধান
6)	মোঃ আজাহার হোসেন
7)	মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ
8)	মোঃ আলাউদ্দিন ভূঁইয়া
9)	মোঃ কামরুল হাসান মুন্না
10)	মোছাঃ সিনোয়রা বেগম
11)	মোছাঃ দিলেরা মাসুদ ময়না
12)	মোছাঃ হোদেজা খানম নাসরীন

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নারায়নগঞ্জ পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত পর্যালোচনা

নারায়নগঞ্জ পৌরসভার২০০০-২০০১ থেকে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর পর্যন্তআয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ নিম্নে বর্নিত হলো-

আয়ের উৎস ঃ

১। ট্যাক্সেস ঃ

ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ

খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর

গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং

ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ

ঙ) বিজ্ঞাপন কর

চ) সিনেমা কর

ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)

২। রেইট ঃ

ক) আলো কর

খ) ময়লা নিস্কাশন কর

গ) পৌর করের সারচার্জ

৩। ফিস ঃ

ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস

খ) পশু জবাই ফিস

গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস

ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস

ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)

চ) ক্রোকী পরোয়ানা

৪। অন্যান্য ঃ

ক) বাজার ইজারা

খ) অস্থায়ী হাট ইজারা

Dhaka University Institutional Repository

গ) গণশৌচাগার ইজারা

ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা

ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা

চ) পুকুর ইজারা

ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা

জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা

ঝ) রোড রোলার ভাড়া

ঞ) রাস্তাকর্তনের ক্ষতিপূরণ

ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট

ঠ) বিভিন্ন ফরম

ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়

ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত

ণ) এ.আর.ভি

ত) ই.পি.আই

থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ

দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম

ধ) কর্মচারী নিয়োগ

ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ অনুদান

প) রেষ্ট হাউজের ভাড়া

ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী

ব) পৌর পাঠাগারের আয়

ভ) বিবিধ

৫। উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ঃ

ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী

খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী

৬। টএওওচ প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ

৭। বেসরকারী অনুদান ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয়ের খাত ঃ

১। সাধারণ সংস্থাপন ঃ

ক) চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা

খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা

গ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর

ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

ঙ) টেলিফোন বিল

চ) বিদ্যুৎ বিল

ছ) ওয়াসা

জ) স্টেশনারী

ঝ) জীপ গাড়ী, পানির ট্রাক, গার্বেজ ট্রাক, পাওয়ারটিলার ও মটর সাইকেল ক্রয়

ঞ) প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর

২। শিক্ষা ব্যয় ঃ

ক) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়

খ) বিদ্যুৎ বিল

গ) পত্রিকার বিল

ঘ) টেলিফোন বিল

ঙ) ভবন রক্ষণাবেক্ষণ

৩। স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ঃ

ক) ঔষধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়

খ) ই.পি.আই কর্মসূচী

গ) নর্দমা (ড্রেন) পরিস্কার

ঘ) ময়লা-আবর্জনা পরিস্কাব

ঙ) দৈনন্দিন ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ ক্রয় (বিটিং সহ)

চ) মশক নিধন/সরঞ্জাম ক্রয়

ছ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন/সৎকার

জ) কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন এবং সরঞ্জাম ক্রয়

ঝ) ট্রলী, ভ্যান ক্রয় ও মেরামত

ঞ) আহার্য্য সামগ্রী বিশেষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা

ট) কঞ্জারভেন্সী ওয়াকি টকি ক্রয়

ঠ) এ.আর.ভি ক্রয়

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) সুইপারদের পারিশ্রমিক বাবদ

চ) ১০০% স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন

৪। কর ধার্য ও কর আদায় ঃ

ক) জেনারেল এসেসম্যান্ট ও ক্রোকী পরোয়ানা

৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ

ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান (ডায়াবেটিক সমিতি সহ)

খ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান

গ) অসহায়, এতিম ও প্রতিবন্ধিদের সহায়তা

ঘ) ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জাকরণ

৭। ভূমি উন্নয়ন কর ঃ

৮। মামলা খরচ ও (পরচা ও দাখিলা উত্তোলন) ঃ

৯। জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

১০। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ

১১। জরুরীত্রাণঃ

১২। বিবিধঃ

ক) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ

খ) কর্মরত/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ লোন

গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/মেরামত

ঘ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার

ঙ) যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন

চ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ

ছ) ব্যাংক কমিশন

জ) কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান

ঝ) গণ যোগাযোগ

ঞ) স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ

ট) বস্তি উন্নয়ন (কমিউনিটি কর্মী, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য কর্মীর বেতন ভাতা)

ঠ) কমিউনিটি পুলিশের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য

৯। রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ঃ

১০। বি এম ডি এফ ঋণ পরিশোধ ঃ

১। অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন ঃ

ক) রাস্তানির্মাণ

খ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ

Dhaka University Institutional Repository

গ) ড্রেন নির্মাণ

ঘ) হাট-বাজার উন্নয়ন

ঙ) বাস টার্মিনাল নির্মাণ

চ) লয়েল ট্যাংক রোডে মার্কেট নির্মাণ

ছ) মার্কেট নির্মাণ

জ) পার্ক/যাত্রী ছাউনী নির্মাণ

ঝ) রাস্তার নামফলক, লিঙ্ক নির্দেশনা

ঞ) ট্রাক টার্মিনালের ভূমি উন্নয়ন

ট) পৌর বাসস্থান নির্মাণ

ঠ) কবরস্থান/শশ্মানঘাট উন্নয়ন

ড) গণশৌচাগার/জবাইখানা নির্মাণ

ঢ) কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ

ণ) দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজার উন্নয়ন

২। অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

ক) রাস্তামেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

খ) ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

গ) ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ঘ) বাস টার্মিনাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ঙ) মার্কেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

চ) পৌর বাসস্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ছ) অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

জ) সুইপার কলোনী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ঝ) আইল্যান্ড ও ঘাটলা মেরামত

ঞ) সড়ক বাতি স্থাপন ও নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ

ট) ডিজাইন এন্ড কনসালটেশন ফি

ঠ) শহীদ মিনার পূনঃ নির্মাণ

ড) কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ

ঢ) টুলক্স পৌর পাঠাগার ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ

৩। প্রকল্প সমূহ ঃ

BMDF (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)

UGIIp (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)

FLOOD (রাস্তানির্মাণ)

১। এল.পি.ইউ.পি.এ.পি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার বাজেটঃ

(ব্যয়)

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০০-০১)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১	চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	৩০০০	০
২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১২৪৪৫৯৬৪	১১৮৪৩৯৪৬
৩	কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা	৭০০০০০	০
৪	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	৫৮৬৪০৪	০
৫	কার, জীপ, যানবাহন, রোলার, মোটর সাইকেল মেরামত ও জ্বালানী	৮০০০০০	৮২৩৬৩২
৬	টেলিফোন বিল	৩০০০০০	৬২২৪৬
৭	বিদ্যুৎ বিল	১০০০০০০	৬৮৩৪৫৯
৮	প্রিন্টিং, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ও মুদ্রন	৫০০০০০	৬৭৭১১৭
৯	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	৫৮৬৪০৪	২৫৯৭১০৩
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা	১২০০০০০	৮৪০৮৫১
১১	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা	৬০০০০০	৩০২৫০০
১২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গোষ্ঠী ভাতা	৬০০০	৫১৮০
১৩	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৮৬০০	০
১৪	কর্মচারীদের ওভারটাইম বাবদ	৩০০০০০	২১৫৪৬৯
১৫	কর্মচারীদের পোষাক ও ছাতা বাবদ	২০০০০০	৩১৯০৩
১৬	কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ওয়াকিটকি ক্রয়		০
১৭	কার/জীপ ক্রয়	২০০০০০০	০
১৮	মটর সাইকেল ক্রয়	০	০
১৯	কর্মচারী নিয়োগ ব্যয়	০	১৮৫০০
২০	কমিউনিটি পুলিশ	০	০
২১	পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	২১৮৬০০	৯৩৩৭৮
২২	বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি অনুদান	৬০০০০	৫৫০০০
২৩	ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫০০০০	৭৭৬০০
২৪	ই,পি,আই কর্মসূচী	৩৫০০০০	৪০১৭১৭
২৫	নর্দমা/ড্রেন পরিস্কার	৫০০০০০	১৪৪৭০৬
২৬	ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	৪০০০০০	৭৩৯১২০
২৭	ময়লা-আবর্জনা (কন্জারভেন্সী) পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	২০০০০০	৯৪০০
২৮	সুইপারদের পারিশ্রমিক	০	০
২৯	মশক নিধন কর্মসূচী/সরঞ্জাম ক্রয়	৭০০০০০	৩৬৪৪৯৫
৩০	বেওয়ারীশ লাশ দাফন/সৎকার	২০০০০০	০
৩১	কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন	৪০০০০	৩৭৫০০
৩২	গার্বেজ ট্রাক ট্রলি মেরামত/ক্রয়	৫০০০০০০	৭৩২৮৪৫
৩৩	গার্বেজ ট্রাক ক্রয় (পানীর গাড়ী)	০	০
৩৪	আহার্য সামগ্রী বিশ্লেষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	৩০০০০	০
৩৫	এ,আর,ভি ক্রয়	২০০০০	৭০৩০
৩৬	জেনারেল এসেসমেন্ট/ক্রোকী পরোয়ানা	২০০০০০	৯৭৭৮০
৩৭	বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫০০০০	০
৩৮	পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় ও আর্থিক অনুদান	১৫০০০০	১০০৮০০
৩৯	ভূমি উন্নয়ন কর	৫০০০০০	০
৪০	মামলা খরচ	৩০০০০০	৮৪৮৮৭
৪১	জাতীয় দিবস উদযাপন	৩০০০০০	২৫৯৭৩
৪২	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	২০০০০	০
৪৩	জরুরী ত্রাণ ও রিলিফ	১০০০০০০	২৬৬৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০০-০১)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৪৪	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাব স্থানান্তর	৫৮০৬০০০০	৪৩২৭৮৩৫
৪৫	কাম্পিউটার ক্রয়	০	০
৪৬	কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জা	২৫০০০০	০
৪৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ	১০০০০০০	৩১০০০০
৪৮	বৈদ্যুতিক বাল্ব/সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭০০০০০	৪৬৬৩৫৪
৪৯	বিজ্ঞাপন ও প্রচার খরচ	২৫০০০০	২১৮৬৫৮
৫০	যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	২০০০০০	৯৮০২৭
৫১	রিলিফ পরিবহন ব্যয়	০	০
৫২	অবৈধ দখল উচ্ছেদ	১০০০০০	১৪৭৫৮০
৫৩	কর্মচারী বীমা/ব্যাংক কমিশন	১০০০০০	৩৬২৪০
৫৪	পৌর কর্মচারী কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	৫০০০০	১৫০০০০
৫৫	অডিট ব্যয়	০	০
৫৬	পৌর রেস্টহাউজ মেরামত	০	০
৫৭	নির্বাচন ব্যয়	২০০০০০	০
৫৮	মেলামিরফ প্রতিরক্ষা	২০০০০	০
৫৯	বিবিধ	০	৮৭৭৪৮
	উন্নয়ন		
৬০	রাস্তা নির্মাণ/মেরামত	১০০০০০০০	৭৭১৬২৮২
৬১	ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত	৫০০০০০	০
৬২	ড্রেণ নির্মাণ/মেরামত	৫০০০০০০	২৮৪৭৮৫৫
৬৩	রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা ইত্যাদি	০	০
৬৪	হাট-বাজার উন্নয়ন	১৫০০০০০	০
৬৫	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সরকারী মঞ্জুরী/নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	১৯৮০০০০০	০
৬৬	বাস টার্মিনাল মেরামত/সংস্কার	৫০০০০০	০
৬৭	পপৌরসভার নিজস্ব ভূমিতে সেমিপাকা/বহুতল সুপার মার্কেট/কমিউনিটি	১৫০০০০০০	
৬৮	পার্ক/যাত্রী ছাউনী, যাটলা ও শহীদ মিনার নির্মাণ/সংস্কার	২৮০০০০০	২০৩৬৬
৬৯	অফিস ভবন মেরামত/সংস্কার	১৫০০০০০	৯৯৮১০৯
৭০	কবর স্থান/শশ্মানঘাট সংস্কার	২৫০০০০০	৩৪৬৭০
৭১	সুইপার কলোনী উন্নয়ন	৮০০০০০	১১২৫৯০
৭২	গণপায়খানা, জবাইখানা, ডাষ্টবিন নির্মান/মেরামত	৮০০০০০	১২৬২৫৩
৭৩	বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে পৌর তহবিল ম্যাচিং ফান্ড বাবদ	০	০
৭৪	ঠিকাদারী বিলের ভ্যাট	০	০
৭৫	ঠিকাদারী বিলের আয়কর	০	০
৭৬	পৌর বাসস্থান নির্মাণ/মেরামত	১০০০০০০০	৩৫৬৩৭৬
৭৭	আইল্যান্ড নির্মাণ/মেরামত	০	০
৭৮	আধুনিক বিপনী বিতান/মার্কেট নির্মাণ কাজের কনসাল্টিং ফিস	৫০০০০০	০
৭৯	পৌরসভার উপাংশে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প	৫০০০০০	২৯৩১৫৭
৮০	নগর দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (মার্কেটের টাকা ফেরত)	০	২৩৮০০
৮১	বিত্তবাবুর বাজার ও কালির বাজারতে আধুনিক কাচা বাজার নির্মাণ ও	৩৯৪৭৩৯৪৪	০
৮২	BMDF	০	০
৮৩	UGIP	০	০
৮৪	টাকা স্থানান্তর	০	০
৮৫	স্থায়ী খাতে জমা	০	০
	মোট	২০৩৬৩৮৯১৬	৩৯৭৪৭২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ঃ
নারায়ণগঞ্জ

(ব্যয়)

নং	খাত	অর্থ বছর ২০০১-০২	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১	চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	৫২৮০০	৪৮৪০০
২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৬০০০০০০	১৪৫৪৩৯৫০
৩	কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা	০	০
৪	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	৫২৫০০০	০
৫	কার, জীপ, যানবাহন, রোলার, মোটর সাইকেল মেরামত ও জ্বালানী	১০০০০০০	১২০৭৮৪৭
৬	টেলিফোন বিল	৩০০০০০	২৮৭৭৫৬
৭	বিদ্যুৎ বিল	১০০০০০০	৬১৭৪৫২
৮	প্রিন্টিং, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ও মুদ্রন	৩০০০০০	৮০৮০৭১
৯	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	১০০০০০০	২৬৩৬৬৯৫
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা	২৯৯০০০০	৯৭৮৭৩৯
১১	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা	১০০০০০০	৩৯৫৯৫
১২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের পোষ্টা ভাতা	৩০০০০০	৪৩৪৮
১৩	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয়	৬০০০০	১০০০০
১৪	কর্মচারীদের ওভারটাইম বাবদ	১০০০০	২৯১০৬৫
১৫	কর্মচারীদের পোষাক ও ছাতা বাবদ	২৫০০০০	১১২২৪০
১৬	কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ওয়ার্কিটাকি ক্রয়	১০০০০০	০
১৭	কার/জীপ ক্রয়	০	০
১৮	মটর সাইকেল ক্রয়	০	০
১৯	কর্মচারী নিয়োগ ব্যয়	০	০
২০	কমিউনিটি পুলিশ	০	০
২১	পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	০	৫৪০৯৭
২২	বাংলাদেশ ভায়াবেটিক সমিতি অনুদান	৬০০০০	০
২৩	ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসায় যন্ত্রপাতি ক্রয়	৮০০০০	৮০০০০
২৪	ই,পি,আই কর্মসূচী	৩৫০০০০	৩৭৯০৫
২৫	নদমা/ড্রেন পরিষ্কার	৩০০০০০	২২৪৬৬৯
২৬	ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	৫০০০০০	২৩৫৭৪০
২৭	ময়লা-আবর্জনা (কন্জারভেন্সী) পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	৫০০০০০	৩৬১৮৩৪
২৮	সুইপারদের প্রশিক্ষণ	০	
২৯	মশক নিধন কর্মসূচী/সরঞ্জাম ক্রয়	২০০০০০	২০৫৪২৪
৩০	বেওয়ারীশ লাশ দাফন/সৎকার	৫০০০০	১৫৮৭৫
৩১	কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন	৪০০০০	০
৩২	গার্বেজ ট্রাক ট্রলি মেরামত/ক্রয়	০	১৬৭২৮
৩৩	গার্বেজ ট্রাক ক্রয় (লালার গাড়ী)	০	০
৩৪	আহায সামগ্রী বিশ্লেষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	৫০০০০	৭৫০০
৩৫	এ,আর,ভি ক্রয়	১০০০০	৬৮১৫
৩৬	জেনারেল এসেসমেন্ট/ক্রোকী পরোয়ানা	২০০০০	১২০০
৩৭	বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০০০০	৯৬৪৪৩
৩৮	পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় ও আর্থিক অনুদান	১২৫০০০	০
৩৯	ভূমি উন্নয়ন কর	০	০

448760

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর ২০০১-০২	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৪০	মামলা খরচ	৩০০০০০	৮১৮০
৪১	জাতীয় দিবস উদযাপন	১০০০০০	১৯৬৩৪৬
৪২	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	১৫০০০০	০
৪৩	জরুরী ত্রাণ ও রিলিফ	০	০
৪৪	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাব স্থানান্তর	৪১৯৯৯৮৬৭	১২৬৭৮৮১২
৪৫	কম্পিউটার ক্রয়	০	০
৪৬	কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জা	১৭৫০০০	১.০৮৬৪৩উ+১১
৪৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ	৬৫০০০০০০	৩১৩২০৫
৪৮	বৈদ্যুতিক বাল্ব/সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭০০০০০	১২৩১৫৮
৪৯	বিজ্ঞাপন ও প্রচার খরচ	২৫০০০০	১৩২২৭
৫০	যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১৫০০০০	৯১৪৫
৫১	রিলিফ পরিবহন ব্যয়	৫০০০	১৫২১১০
৫২	অবৈধ দখল উচ্ছেদ	২০০০০০	২২১৬৬
৫৩	কর্মচারী বীমা/ব্যাংক কমিশন	২৫০০০	১৫৪১১৩
৫৪	পৌর কর্মচারী কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	১৫০০০	০
৫৫	অডিট ব্যয়	১৫০০০	০
৫৬	পৌর রেস্টহাউজ মেরামত	৩৫০০০	
৫৭	নির্বাচন ব্যয়	০	০
৫৮	বেসামরিক প্রতিরক্ষা	০	০
৫৯	বিবিধ	১০৫০০০	৫৬৭৮৭
	উন্নয়ন		
৬০	রাস্তা নির্মাণ/মেরামত	৯৮৫০০০০	১১৭৩০২৯২
৬১	ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত	০	০
৬২	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	৪৩০০০০০	৩৮৮২৪৭৯
৬৩	রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা ইত্যাদি	২৫০০০	০
৬৪	হাট-বাজার উন্নয়ন	০	০
৬৫	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সরকারী মঞ্জুরী/নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	০	০
৬৬	বাস টার্মিনাল মেরামত/সংস্কার	০	০
৬৭	পপৌরসভার নিজস্ব ভূমিতে সেমিপাকা/বহুতল সুপার মার্কেট/কমিউনিটি	০	
৬৮	পার্ক/যাত্রী ছাউনী, ঘাটলা ও শহীদ মিনার নির্মাণ/সংস্কার	০	২০৫৬০৪
৬৯	অফিস ভবন মেরামত/সংস্কার	১০০০০০	৪৯১৩৪০
৭০	কবর স্থান/শশ্মানঘাট সংস্কার	১০০০০০	৮৪২৮০১
৭১	সুইপার কলোনী উন্নয়ন	৪০০০০	২৬৬৫৭৬
৭২	গণপায়খানা, জবাইখানা, ডাষ্টবিন নির্মাণ/মেরামত	৭৫০০০	১৪২৫
৭৩	বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে পৌর তহবিল ম্যাচিং ফান্ড বাবদ	০	০
৭৪	ঠিকাদারী বিলের ভ্যাট	০	০
৭৫	ঠিকাদারী বিলের আয়কর	০	০
৭৬	পৌর বাসস্থান নির্মাণ/মেরামত	৪০০০০০	৫১৭২৪
৭৭	আইল্যান্ড নির্মাণ/মেরামত	৪০০০০০	০
৭৮	আধুনিক বিপণী বিতান/মার্কেট নির্মাণ কাজের কনসাল্টিং ফিস	০	০
৭৯	পৌরসভায় উপাংশে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প	৩০০০০০	২৫০০০০
৮০	নগর দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (মার্কেটের টাকা ফেরত)	৩২৫০০০	২১০০০০
৮১	দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজারে আধুনিক কাঁচা বাজার নির্মান ও	০	২১৫০০০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর ২০০১-০২	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৮২	BMDF	০	০
৮৩	UGIP	০	০
৮৪	ঢাকা স্থানান্তর	০	০
৮৫	স্থায়ী খাতে জমা	০	০
	মোট	১৫৪৭৪৩৬৬৭	৫৫০২৮২৮১

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ঃ
নারায়ণগঞ্জ

(ব্যয়)

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০২-০৩)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১	চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	৮১৮০০	১১৬৬০০
২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৫৫০০৫০০	১৪১৯৫৮৫৪
৩	কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা	০	০
৪	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	১০০০০০০	২০৮২৪
৫	কার, জীপ, যানবাহন, রোলার, মোটর সাইকেল মেরামত ও জ্বালানী	১১০০০০০	১০৩৫৯৯৯
৬	টেলিফোন বিল	১০০০০০	১০০০৭৭
৭	বিদ্যুৎ বিল	১২০০০০০	৭৮৮২০১
৮	প্রিন্টিং, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ও মুদ্রন	৪৫০০০০	৩৯৭৮৩৪
৯	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	৩২০০০০০	২৮৬০০৬১
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা	৯৭৬২৪৩	৯৭৬২৪৩
১১	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা	১২০০০০	১১২৮৫০
১২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গোষ্ঠী ভাতা	৪৫৩০	৪৫০০
১৩	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০
১৪	কর্মচারীদের ওভারটাইম বাবদ	১৭৫০০০	১৫৯২১২
১৫	কর্মচারীদের পোষাক ও ছাতা বাবদ	১২৫০০০	১৫৯০
১৬	কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ওয়াকিটকি ক্রয়	০	০
১৭	কার/জীপ ক্রয়	০	০
১৮	মটর সাইকেল ক্রয়	৭৫০০০	৭৪১১৩
১৯	কর্মচারী নিয়োগ ব্যয়	০	০
২০	কমিউনিটি পুলিশ	০	০
২১	পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	১০০০০০	৮৫৯৪৭
২২	বাংলাদেশ ভায়াবেটিক সমিতি অনুদান	৬০০০০	৫৫০০০
২৩	ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	২০০০০০	১৭৪৯০৪
২৪	ই,পি,আই কর্মসূচী	৪১০০০০	৪১০৭৩৯
২৫	নর্দমা/ড্রেন পারস্কার	৪০০০০০	২১৬৯৬০
২৬	ময়লা-আবজনা পারস্কার	৩০০০০০	১৯৫২৩০
২৭	ময়লা-আবজনা (কঞ্জারভেন্সী) পারস্কারের উপকরণ ক্রয়	১৫০০০০	১২৬৮০৭
২৮	সুইপারদের পারিশ্রমিক		
২৯	মশক নিধন কর্মসূচী/সরঞ্জাম ক্রয়	৩০০০০০	২০০৬১৭
৩০	বেওয়ারীশ লাশ দাফন/সৎকার	৫০০০০	১৫২৫০
৩১	কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন	১০০০০	১২০০০
৩২	গারবেজ ট্রাক ট্রলি মেরামত/ক্রয়	৩৭০০০০	১৯৬৬৫২
৩৩	গারবেজ ট্রাক ক্রয় (পানীর গাড়ী)	০	০
৩৪	আহার্য সামগ্রী বিশ্লেষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	৫০০০	০
৩৫	এ,আর,ভি ক্রয়	১০০০০	৭০৩০
৩৬	জেনারেল এসেসমেন্ট/ক্রোকী পরোয়ানা	১৫০০	৩০০
৩৭	বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫০০০	১৪৭৫৬০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০২-০৩)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৩৮	পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় ও আর্থিক অনুদান	১৬০০০০	১৮২৫২৬
৩৯	ভূমি উন্নয়ন কর	০	০
৪০	মামলা খরচ	০	১৮২০৫
৪১	জাতীয় দিবস উদযাপন	৭৫০০০	৫১৯৪৩
৪২	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	০	০
৪৩	জরুরী ত্রাণ ও রিলিফ	০	০
৪৪	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাব স্থানান্তর	১২৫০০০০০	১৪০৬৪৯১৭
৪৫	কম্পিউটার ক্রয়	০	০
৪৬	কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জা	১৭৫০০০	৬০৩৬৩
৪৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ খাতে	৮০০০০	৮০০০০
৪৮	বৈদ্যুতিক বাল্ব/সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭৫০০০	১৮৯৪৪৪
৪৯	বিজ্ঞাপন ও প্রচার খরচ	২৫০০০০	১১৭৫২০
৫০	যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১৫০০০০	১৩৭৯৮৭
৫১	মালিক পায়খানা ব্যয়	১০০০০	৭৯৩০
৫২	অবৈধ দখল উচ্ছেদ	৭৫০০০	২৪১৫১
৫৩	কর্মচারী বীমা/ব্যাংক কমিশন	১৫০০০	৭৫৩৪
৫৪	পৌর কর্মচারী কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	২৫০০	২৫০০
৫৫	অডিট ব্যয়	৭৯২৪	৭৯২৪
৫৬	পৌর রেস্টহাউজ মেরামত	০	০
৫৭	নির্বাচন ব্যয়	৪০০০০	০
৫৮	বেসামরিক প্রতিরক্ষা	০	০
৫৯	বিবিধ	১৫০০০০	১০৮১১৫
	উন্নয়ন		
৬০	রাস্তা নির্মাণ/মেরামত	১৫০০০০০০	১২১০২৫২২
৬১	ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত	০	০
৬২	ড্রেণ নির্মাণ/মেরামত	৫০০০০০০	৫০১০৫৫২
৬৩	রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা ইত্যাদি	১৫০০০০	১৪২২৩৫
৬৪	হাট-বাজার উন্নয়ন	০	৬৫৭৭০
৬৫	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সরকারী মঞ্জুরী/নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	০	০
৬৬	বাস টার্মিনাল মেরামত/সংস্কার	০	০
৬৭	পৌরসভার নিজস্ব ভূমিতে সোমপাকা/বহুতল সুপার মার্কেট/কমপ্লেক্স	৫৩০০০০	২৩১৯৮
৬৮	পার্ক/যাত্রী ছাউনী, ঘটিলা ও শহীদ মিনার নির্মাণ/সংস্কার	২০০০০০	১৫৩০০০
৬৯	অফিস ভবন মেরামত/সংস্কার	১২০০০০০	৮৬০৯৭৪
৭০	কবর স্থান/শশ্মানঘাট সংস্কার	৫২৫০০০	৬৯৫৩১৯
৭১	সুইপার কলোনী উন্নয়ন	১০০০০০	২৩৬১৩
৭২	গণপায়খানা, জবাইখানা, ডাষ্টবিন নির্মান/মেরামত	২০০০০০	১৬০২৪২
৭৩	বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে পৌর তহবিল ম্যাচিং ফান্ড বাবদ	০	০
৭৪	ঠিকাদারী বিলের ভ্যাট	০	০
৭৫	ঠিকাদারী বিলের আয়কর	০	০
৭৬	পৌর বাসস্থান নির্মাণ/মেরামত	২৫০০০	১২৯৫৪
৭৭	আইল্যান্ড নির্মাণ/মেরামত	০	০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০২-০৩)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৭৮	আধুনিক বিপনী বিতান/মার্কেট নির্মাণ কাজের কনসালটিং ফিস	০	০
৭৯	পৌরসভার উপাংশে আববান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প	৩০০০০০	০
৮০	নগর দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (মার্কেটের টাকা ফেরত)	৩০০০০০	০
৮১	দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজারে আধুনিক কাঁচা বাজার নির্মান ও	০	০
৮২	BMDF	০	০
৮৩	UGIP	০	০
৮৪	টাকা স্থানান্তর	০	০
৮৫	স্থায়ী খাতে জমা	০	০
	মোট	৬৩৯৫৪৯৯৭	৫৭০০০৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার বাজেট ঃ

(ব্যয়)

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০৩-০৪)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১	চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	২০৮৮০০	২০৮৮০০
২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৪৭৭৭০০০	১৪৫৮৫৮১১
৩	কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা	০	০
৪	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	০	০
৫	কার, জীপ, যানবাহন, রোলার, মোটর সাইকেল মেরামত ও জ্বালানী	৯১০৫০০	৮৬১৮০০
৬	টেলিফোন বিল	১০০৫০০	৮৯৫৭৯
৭	বিদ্যুৎ বিল	৭৭৫০০০	২৯৭৮৮২
৮	প্রিন্টিং, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ও মুদ্রণ	৬৩৭৪০০	৫১৭১৪৯
৯	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	৩০০০০০০	২৮৭৯১১০
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা	৮৬৮১০৯	৮৬৮১০৮
১১	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা	৩০০০০০	২৬৩৮৬৫
১২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গোষ্ঠী ভাতা	৭৫৩০	৬২৩৪
১৩	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০
১৪	কর্মচারীদের ওভারটাইম বাবদ	২৩৯৭২৫	২৩১৮১৩
১৫	কর্মচারীদের পোষাক ও ছাতা বাবদ	৭৩১৩৭	৭৩১৩৭
১৬	কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ওয়াকিটকি ক্রয়	০	০
১৭	কার/জীপ ক্রয়	২৫৭৭৬৯৫	৩৫৭৭২১০
১৮	মটর সাইকেল ক্রয়	০	০
১৯	কর্মচারী নিয়োগ ব্যয়	১৩০০০	০
২০	কামতালাত পুলিশ	০	০
২১	পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	৭৭৩৯০	৭৬২৭২
২২	বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি অনুদান	৬৫০০০	৭০০০০
২৩	ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩২৫৯০০	৪৮৪৮৮৯
২৪	ই,পি,আই কর্মসূচী	২৫০৬৪১	২৫৪৩৮১
২৫	নর্দমা/ড্রেন পরিষ্কার	৯২৪৪০০	৭৭৫৯৮৮
২৬	ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার	৬৫০০০	২৯৭০০
২৭	ময়লা-আবর্জনা (কঞ্জারভেন্সী) পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	২৬২২০০	২০৬৪১০
২৮	সুইপারদের পারিশ্রমিক	০	০
২৯	মশক নিধন কর্মসূচী/সরঞ্জাম ক্রয়	২০০০০০	৪৭৫০০
৩০	বেওয়ারিশ লাশ দাফন/সৎকার	২০০০০	০
৩১	কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন	২০০০০	১৫০০০
৩২	গার্বেজ ট্রাক ট্রলি মেরামত/ক্রয়	৪৩৮০০০	৪৩২১০৪
৩৩	গার্বেজ ট্রাক ক্রয় (পানীর গাড়ী)	৯৯৯৫১৫	০
৩৪	আহার্য সামগ্রী বিশ্লেষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	০	০
৩৫	এ,আর,ভি ক্রয়	১০৫৩০	৭০৩০
৩৬	জেনারেল এসেসমেন্ট/ক্রোকী পরোয়ানা	১৪২০০	১৩২০০
৩৭	বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	০	০
৩৮	পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় ও আর্থিক অনুদান	৩০০০০	১৭০০০
৩৯	ভূমি উন্নয়ন কর	০	০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০৩-০৪)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৪০	মামলা খরচ	৫২৬৮৫	৪২১৯৫
৪১	জাতীয় দিবস উদযাপন	৩০১১৪	৩৭৪৮০
৪২	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	০	০
৪৩	জারুরী ত্রাণ ও রিলিফ	০	১০২৭৫
৪৪	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাব স্থানান্তর	২৬০০৩৯১৭	০
৪৫	কম্পিউটার ক্রয়	০	০
৪৬	কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জা	২৯০৭৪৬	২৮৯৭৪৬
৪৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ	৮০০০০	৮০০০০
৪৮	বৈদ্যুতিক বাল্ব/সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৩৩২৬০	৬৯৪৪৭৩
৪৯	বিজ্ঞাপন ও প্রচার খরচ	১৯৫০০০	১৭৮৮৭৪
৫০	যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১৬৩৯৮০	১৬৯৮৯৫
৫১	মালিক পরিবহন ব্যয়	১০২৭৫	০
৫২	অবৈধ দখল উচ্ছেদ	২৫০০০	২২৪১৪
৫৩	কর্মচারী বীমা/ব্যাংক কমিশন	২০০০০	২৯৩৭৪
৫৪	পৌর কর্মচারী কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	১৪৫০০	১৪৫০০
৫৫	অডিট ব্যয়	৭০০০	০
৫৬	পৌর রেস্টহাউজ মেরামত	০	০
৫৭	নির্বাচন ব্যয়	২৩৬৪১	০
৫৮	বেসামরিক প্রতিরক্ষা		০
৫৯	বিবিধ	২৯৫১৭০	২৮৮০২৯
	উন্নয়ন		
৬০	রাস্তা নির্মাণ/মেরামত	৮৬৫১৬০০	৯৩৯৫৬৭৭
৬১	ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত	০	০
৬২	ড্রেণ নির্মাণ/মেরামত	৫১২০০০০	৫২৯২১৬৬
৬৩	রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা ইত্যাদি	১৫০০০	০
৬৪	হাট-বাজার উন্নয়ন	৬৩৩২৪	০
৬৫	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সরকারী মঞ্জুরী/নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	০	০
৬৬	বাস টার্মিনাল মেরামত/সংস্কার	২২০৫০০	১৬৫৪২৭
৬৭	পপৌরসভার নিজস্ব ভূমিতে সেমিপাকা/বহুতল সুপার মার্কেট/কমিউনিটি	৩৯৬৩০০০	১৫৫৭০২৩
৬৮	পার্ক/যাত্রী ছাউনী, বটতলা ও শহীদ মিনার নির্মাণ/সংস্কার	২৯২৮৭৮	০
৬৯	অফিস ভবন মেরামত/সংস্কার	৩৪১৫০০	২৯৩৮৯৮
৭০	কবর স্থান/শশ্মানঘাট সংস্কার	২২০০০০	১৮৩০৬১
৭১	সুইপার কলোনী উন্নয়ন	১২২৯০০	৯৩৪৩৪
৭২	গণশৌচাগারখানা, জবাইখানা, ডাস্টবিন নির্মান/মেরামত	২০১৫৯৮	১৭৬৬৯৭
৭৩	বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে পৌর তহবিল ম্যাচিং ফান্ড বাবদ	০	০
৭৪	ঠিকাদারী বিলের ভ্যাট	০	০
৭৫	ঠিকাদারী বিলের আয়কর	০	০
৭৬	পৌর বাসস্থান নির্মাণ/মেরামত	১৫০০০	৮১৭
৭৭	আইল্যান্ড নির্মাণ/মেরামত	৬১০০০০	৯৭০২৯৪
৭৮	আধুনিক বিপনী বিতান/মার্কেট নির্মাণ কাজের কনসাল্টিং ফিস	০	০
৭৯	পৌরসভার উপাংশে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প	০	০
৮০	নগর দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (মার্কেটের টাকা ফেরত)	০	০
৮১	দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজারতে আধুনিক কাচা বাজার নির্মান ও	০	০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০৩-০৪)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৮২	BMDF	৪৭০০০০	০
৮৩	UGIP	১৩৩৯৪৯১	০
৮৪	টাকা স্থানান্তর	০	০
৮৫	স্থায়ী খাতে জমা	০	০
	মোট	৭৭৪৮৩২৫১	৪৬৮৭৫৭২১

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার বাজেট ঃ

নারায়ণগঞ্জ

(ব্যয়)

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০৪-০৫)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১	চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	২০৮৮০০	১৯১৪০০
২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৩৬৯৮৫০	১৩৪৪৬৯০৮
৩	কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা	০	০
৪	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	১৫৭০০০০	৩৬০৭২০
৫	কার, জীপ, যানবাহন, রোলার, মোটর সাইকেল মেরামত ও জ্বালানী	১০২৩৮০০	৯৮৩৪৫৮
৬	টেলিফোন বিল	৭৫০০০	৭৩৩৭৩
৭	বিদ্যুৎ বিল	৪০০০০০০	১৫২৬৩৪৭
৮	প্রিন্টিং, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ও মুদ্রন	৮০০০০০	৮৬২৮৭২
৯	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লামসাম যোগফট	২০০৫৩০০	২০৩৩৮৪০
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা	৮৮০৯০০	৮৮৬৩৮৮
১১	কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিনোদন ভাতা	৬০০০০	২৮৩০৭
১২	কর্মকর্তা কর্মচারীদের গোষ্ঠী ভাতা	৪০০০	৬৯০০
১৩	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫০০০	৫০০০
১৪	কর্মচারীদের ওভারটাইম বাবদ	১৩৮৯০০	১২৫০৭২
১৫	কর্মচারীদের পোষাক ও ছাতা বাবদ	৮০০০০	০
১৬	কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ওয়াকিটকি ক্রয়	০	০
১৭	কার/জীপ ক্রয়	২০২৬৪০০	২০২৬৪০০
১৮	মটর সাইকেল ক্রয়	০	০
১৯	কর্মচারী নিয়োগ ব্যয়	০	০
২০	কমিউনিটি পুলিশ	০	০
২১	পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	৬৪২০০	১৪৪৬৫৭
২২	বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি অনুদান		
২৩	ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩৮৫০০	৩৪০০১
২৪	ই,পি,আই কর্মসূচী	১০০০০০	৫২২৫০
২৫	নর্দমা/ড্রেন পরিস্কার	৮০০০০০	১৯৪৫৪০
২৬	ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	২৩০৩০০	২১৪২৯৫
২৭	ময়লা-আবর্জনা (কন্টেইনার/ডেস্টবিন) পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	৩০০০০০	২৭৪৮৩৭
২৮	সুইপারের পারিশ্রমিক	৪৩০০০০০	০
২৯	মশক নিধন কর্মসূচী/সরঞ্জাম ক্রয়	৬৫০০০	৭২৯৮০
৩০	বেওয়ারীশ লাশ দাফন/সৎকার	০	০
৩১	কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন	৫০০০	১৪২৫
৩২	গার্বেজ ট্রাক ট্রলি মেরামত/ক্রয়	৮০০০০০	১৮৩৮৩৮
৩৩	গার্বেজ ট্রাক ক্রয় (পানির গাড়ী)	০	০
৩৪	আহার্য সামগ্রী বিশ্লেষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	২০০০	০
৩৫	এ,আর,ভি ক্রয়	৭৫০০	০
৩৬	জেনারেল এসেসমেন্ট/ক্রোকী পরোয়ানা	১০০০০০	০
৩৭	বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	০	০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০৪-০৫)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৩৮	পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় ও আর্থিক অনুদান	৭৬২০০	৬৫০০০
৩৯	ভূমি উন্নয়ন কর	০	০
৪০	মামলা খরচ	৩৮০০০	৩৪৫০০
৪১	জাতীয় দিবস উদযাপন	২২০০০	২১৯১১
৪২	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	০	০
৪৩	জরুরী ত্রাণ ও রিলিফ	২০৯২০০	২০৯১৩২
৪৪	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাব স্থানান্তর	২৩০৪২০০০	২৩৬২৭৪৩৪
৪৫	কম্পিউটার ক্রয়	৪৮৫০০	৪৮৪৩০
৪৬	কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জা	২৪৩৮০০	২৪৩৭৪৪
৪৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ	২০০০০০	২০০০০০
৪৮	বৈদ্যুতিক বাল্ব/সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫০০৩০০	৫৭১১২৭
৪৯	বিজ্ঞাপন ও প্রচার খরচ	২০০০০০	২৪২৫৪১
৫০	যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১৭৫০০০	১২৫০৪৬
৫১	স্টাফ পারবহন ব্যয়	০	০
৫২	অবৈধ দখল উচ্ছেদ	৫৮০০০	৫৩১৫৮
৫৩	কর্মচারী বীমা/ব্যাংক কমিশন	৫৫৩০০	৮৪৭৬৯
৫৪	পৌর কর্মচারী কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	২৫০০০	২০০০০
৫৫	অডিট ব্যয়	০	০
৫৬	পৌর রেস্টহাউজ মেরামত	০	০
৫৭	নির্বাচন ব্যয়	০	০
৫৮	বেসামরিক প্রতিরক্ষা		০
৫৯	বিবিধ	৪৯৪২০০	৩৫৫৩৮০
	উন্নয়ন		
৬০	রাস্তা নির্মাণ/মেরামত	১৮৬৯১৫০০	২২৭৩৪৩২০
৬১	ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত	০	০
৬২	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	১৬০৮৫৪০০	৫২৫৩৪৮৯
৬৩	রাস্তার নামফলক, দিক নিদের্শনা ইত্যাদি	০	১৩০০০০
৬৪	হাট-বাজার উন্নয়ন	০	
৬৫	ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সরকারী মঞ্জুরী/নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে	১০৯৪২০০	১০৯৪১৭৬
৬৬	বাস টার্মিনাল মেরামত/সংস্কার		২৬১৩২
৬৭	পপৌরসভার নিজস্ব ভূমিতে সোমপাকা/বহুতল সুপার মার্কেট/কমিউনিটি	৫২৯২১০০	২৯২২৬২০
৬৮	পার্ক/যাত্রী ছাউনী, ঘাটলা ও শহীদ মিনার নির্মাণ/সংস্কার	৫৫৯৪০	৫৫৯৪৩৩
৬৯	অফিস ভবন মেরামত/সংস্কার	৩০০০০	৩০০৬৩
৭০	কবর স্থান/শশ্মানঘাট সংস্কার	১৯৫০০০	১৯৫০২৪
৭১	সুইপার কলোনী উন্নয়ন	৯৪০০০	৯৩৯১২
৭২	গণপায়খানা, জবাইখানা, ডাষ্টবিন নির্মান/মেরামত	২৬২৩০০	২৭৭৮৪০
৭৩	বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে পৌর তহবিল ম্যাচিং ফান্ড বাবদ	০	০
৭৪	ঠিকাদারী বিলের ভ্যাট	০	০
৭৫	ঠিকাদারী বিলের আয়কর	০	০
৭৬	পৌর বাসস্থান নির্মাণ/মেরামত	০	৩০৬৯৩
৭৭	আইল্যান্ড নির্মাণ/মেরামত	০	০

Dhaka University Institutional Repository

নং	খাত	অর্থ বছর (২০০৪-০৫)	
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
৭৮	আধুনিক বিপনী বিতান/মাকেট নির্মাণ কাজের কনসাল্টিং ফিস	০	০
৭৯	পৌরসভায় উপাংশে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প	৬৫০০০	০
৮০	নগর দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প (মাকেটের টাকা ফেরত)	০	০
৮১	ধিতুবাবুর বাজার ও কালির বাজারতে আধুনিক কাচা বাজার নির্মান ও	০	০
৮২	BMDF	৩১০০০০০	১১১০৮৪৫৩
৮৩	UGIP	০	৫৩৭৪০০৭
৮৪	টাকা স্থানান্তর	০	০
৮৫	স্থায়ী খাতে জমা	১৩০০০০০০	১৩০০০০০০
	মোট	১০৪৪১৩৩৯০	১১২৪৬২১৪২

Dhaka University Institutional Repository

বাজেট ঃ	
অর্থ বছর-২০০০-০১	
আয়	প্রকৃত বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ	
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	৫৩৪৬৭২৬
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১০০৯৩৯৯
গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	২৫১৯৩৫০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	৭৫০৯৫
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	৫৭২৭১২
চ) সিনেমা কর	৬০০৮৩১
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	২৪১৫১১৬
রেইট ঃ	
ক) আলো কর	২৫১৫১১৬
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	৫২৯৪১৬২
গ) পৌর করের সারচার্জ	৩০৯৬৭৭
ফিস ঃ	
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	৫৩৪৫০
খ) পশু জবাই ফিস	৬৫০০০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	১৭৫১১
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	১৪৭৫০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	২৩৯২১৯৭
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	১৭৫১
অন্যান্য ঃ	
ক) বাজার ইজারা	১০৯৮৪০০
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	০
গ) গণশৌচাগার ইজারা	০
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	০
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	৩২০৮১২
চ) পুকুর ইজারা	৯০৫০০
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	২২৭৭৫১
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	৩৪৫৯৪
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	১৭৫০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৫৭৩৯১১
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	১৬৫০০
ঠ) বিভিন্ন ফরম	১১০১৭০৮
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	১১৫৬০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	০
ণ) এ.আর.ভি	৮৮১০
ত) ই.পি.আই	৩৯৭২৪৮
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	২১৩২৪৫
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	৯৫৯৭
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	০
ন) প্রাকৃতিক সুযোগ অনুদান	৪০০০
প) রেষ্ট হাউজের ভাড়া	৩২৪০০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	৮০৬১৭
ভ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মান ও বাসা ভাড়া বাবদ আয়	১৬৫২২০
ম) বিবিধ	০
উন্নয়ন খাত ও সরকারী অনুদান ঃ	
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	৪৫০০০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	৩৩২০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	০
৮।সরকারী অনুদান	৭০০০০০০
পৌরসভার নিজস্ব ভূমিতে সেমিপাকা/বহুতল সুপর মার্কেট/ কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ হতে সেলামী	০
পৌর সভার উপাংশে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প	২৫৬৮০০
নগরদারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প	২০৭০৯৬
উন্নয়ন খাতে বিশেষ মঞ্জুরী (শহীদ মিনার উন্নয়ন)	০
ট্রাক টার্মিনাল নির্মাম বাবদ বিশেষ মঞ্জুরী/ নিজস্ব তহবিল সাপেক্ষে	০
মোট	৩৩১০৮৫৫০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ	
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	৭৫২৭১৭০
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৭৩১৭৭৮
গ) পেশা, ব্যবসা ও ফলিং	২৬৩১২৩০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	০
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	১৫৪২৭৯
চ) সিনেমা কর	৫১২৪৮০
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	১৭০২৯
রেইট ঃ	
ক) আলো কর	৩২০৪৬৩৮
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	৭০৫৭১৭৬
গ) পৌর করের সারচার্জ	৪৩৪৯৬৮
ফিস ঃ	
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	৮৪৩০০
খ) পশু জবাই ফিস	৭৬৫০০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	৩৬৫৯৬০
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	৩৫০৫০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	২১৩৪৩২২
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	০
অন্যান্য ঃ	
ক) বাজার ইজারা	২৩১১৯৯
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	১১০০০০
গ) গণশৌচাগার ইজারা	৯৫০০
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	২৬৯৪০০
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	১৬৭৫৭৪৬
চ) পুকুর ইজারা	০
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	৮৫৫৫৮১
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	০
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	৮৮৭০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৫৭০১৫২১
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	১৬৫৪৪
ঠ) বিভিন্ন ফরম	১০২৬৮৫
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	২৬৭৪৫৬
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	৩০০০০
ণ) এ.আর.ভি	১৮০০০
ত) ই.পি.আই	১২৫১৯৪
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	১০৯১৪৬
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	১৪২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	০
ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বাবদ পরিবহন	১৪০৩৮
প) রেষ্ট হাউজের ভাড়া	০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	০
ভ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মান ও বাসা ভাড়া বাবদ আয়	২৫১২০৯
ম) বীমা/ প্রভিডেন্ড ফান্ড জমা	২৫১১২৯
আগাম ফেরত	২৬৩৫৮
য) বিবিধ	৫৬৩৯
উন্নয়ন খাত ও সরকারী অনুদান ঃ	
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	২৫০০০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	২৮০০০
গ) সরকারী প্রদত্ত সহায়তা মঞ্জরী	৫৫০০০০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	০
৭। উন্নয়ন খাতে বিশেষ মঞ্জুরী (শহীদ মিনার উন্নয়ন)	৮০০০০০
৮। বেসরকারী অনুদান	০
৯।পৌর সভার উপাংশে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী	২৫০০০০
১০। নগরদারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প	২১৫০০০
মোট	৪৫৬১২৫৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ	
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	৮৩১৫৪২৭
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৬৯৬৭৬১
গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	২৯২৩৫০০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	০
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	০
চ) সিনেমা কর	৩৮৩৬৬৯
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	৬৮০৬৮৫
রেইট ঃ	
ক) আলো কর	৩৪৪৬৬১৪
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	৭৫৩৯০৮০
গ) পৌর করের সারচার্জ	৪৫৪১৬৩
ফিস ঃ	
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	৮৮০০
খ) পশু জবাই ফিস	০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	৮২৩৭৫
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	৩০০০০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	২২৪৫০৪৫
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	০
অন্যান্য ঃ	০
ক) বাজার ইজারা	১৪১৫৭২২
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	১৭৩০৩২৮
গ) গণশৌচাগার ইজারা	৫১৩৭৩
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	২১০৫০০
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	১৪৯৬৫৬৬
চ) পুকুর ইজারা	০
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	৭৩৪২৫০০
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	১৫৮৯০৫
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	১৩২০০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	১২৪০৮৭২
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	১৮০১৫
ঠ) বিভিন্ন ফরম	৮৮০৭৭
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	৩২০২২০
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	১৬৭৬৭৮
ণ) এ.আর.ভি	৩০৪৮০
ত) ই.পি.আই	২৫৭৫৫৪
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	৫৯৮৮০৮
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	১২৫০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	০
ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরিবহন	১৬১৪০
প) বেষ্ট হাউজের ভাড়া	০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	১২৪১৫৮
ভ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মান ও বাসা ভাড়া বাবদ	৮০৯২৫৫
ম) বীমা/ প্রভিডেন্ড ফান্ড জমা	১৪৬৫৪৩৭
আগাম ফেরত	৭০৬৮
ভ) বিবিধ	৮৭৪০০
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ঃ	
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	২০০০০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	২৭০০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	০
৮। বেসরকারী অনুদান	০
৯। সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	৫০০০০০০
১০। উন্নয়ন খাতে বিশেষ মঞ্জুরী (শহীদ মিনার উন্নয়ন)	২০০০০০০
মোট	৪৬০৪৩৭২৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৩-০৪	
আয়	প্রকৃত বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ	
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	২০৮৮০০.০০
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৬৭০০০০০.০০
গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৪৮৭৭৯৩৩.০০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	০
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	৪০০০০০.০০
চ) সিনেমা কর	৯০০০০০.০০
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	১০০০০০.০০
রেইট ঃ	**১৫০০০০০.০০**
ক) আলো কর	১০০০০০০.০০
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	৩
গ) পৌর করের সারচার্জ	১০০০০০০.০০
ফিস ঃ	**৩৫০০০০.০০**
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	৪৫৩০.০০
খ) পশু জবাই ফিস	১০০০০০.০০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	১০০০০.০০
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	১৫০০০০.০০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	২০০০০০.০০
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	১৫০০০০.০০
অন্যান্য ঃ	
ক) বাজার ইজারা	২৫০০০.০০
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	১৫১৯৪৯৯.০০
গ) গণশৌচাগার ইজারা	১৫০০০০.০০
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	২২১০২৫.০০
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	৬০০০০.০০
চ) পুকুর ইজারা	১৩৫০০.০০
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	৭৭০৭০০.০০
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	৪০০০০০.০০
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	২৫০০০০.০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৩০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৩-০৪	
আয়	প্রকৃত বাজেট
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	৩০০০০০.০০
ঠ) বিভিন্ন ফরম	১৫০০০০.০০
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	৩০০০০০.০০
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	৫০০০০.০০
ণ) এ.আর.ভি	২০০০০.০০
ত) ই.পি.আই	১০০০০০.০০
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	৩০০০০০.০০
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	১৮০০০০০.০০
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	২৫০০০.০০
ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ অনুদান	২৫০০০.০০
প) রেষ্ট হাউজের ভাড়া	২১৫০০.০০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	১৬৬৮৫০.০০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	১৫০০০.০০
ভ) বিবিধ	১৫০০০০.০০
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ঃ	**৫০০০০০.০০**
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	২০০০০০.০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	১৫০০০০.০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	১৩৩৯৪৯১.০০
৮। সরকারী অনুদান	৪০০০০০০.০০
	৪০৯৭৩৮২৮.০০
উন্নয়ন হিসাব ঃ	
১। সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	১০০০০০০০.০০
২। রাজস্ব খাতে উন্নয়ন	১০০০০০০০.০০
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ	**৫০০০০০.০০**
ক) উপাংশ ১ হতে প্রাপ্ত	**৫০০০০০০.০০**
৪। লয়েল ট্যাংক রোডে ১০ তলা মার্কেট নির্মাণের সেলামী	০
৫। কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	২০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
৬। সেচ্ছা অনুদান	০
৭। বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প সমূহঃ	০
FLOOD	০
BMDF	০
বিএমডিএফ ৯০%	০
পৌরসভা ১০%	০
UGIIP	১৬৩৯৪৯৯
৮। অবকাঠামো উন্নয়ন	০
৯। কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও দারিদ্র বিমোচন	০
১০। এলপিইউপিএপি	০
ক) কমিউনিটি ডেভেল্পমেন্ট তহবিল	০
খ) দারিদ্র উন্নয়ন তহবিল	০
গ) অন্যান্য	০
ব্যয়	
রাজস্ব ঃ	
সাধারণ সংস্থাপন ঃ	
ক) চেয়ারম্যান/কমশিনারদের সম্মানী ভাতা	২০৮৮০০.০০
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৬৭০০০০০.০০
১) গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	২৫০০০০০.০০
২) উৎসব ভাতা	১০০০০০০.০০
৩) বিনোদন ভাতা	৩৫০০০০.০০
৪) গোষ্ঠী বীমা	৪৫৩০.০০
৫) ওভার টাইম	১৫০০০০.০০
৬) পোষাক ও ছাতা	১০০০০০.০০
গ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	৪০০০০০.০০
ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৯০০০০০.০০
ঙ) টেলিফোন বিল	১০০০০০.০০
চ) বিদ্যুৎ বিল	১৫০০০০০.০০
ছ) ওয়াসা	০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
জ) স্টেশনারী	১০০০০০০.০০
ঝ) জীপ গাড়ী, পানির ট্রাক, গার্বেজ ট্রাক,	৯০০০০০.০০
ঞ) প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর	১০০০০.০০
২। শিক্ষা ব্যয় ঃ	
ক) পাঠাগারের বই পত্তক ক্রয়	১৫০০০০.০০
খ) বিদ্যুৎ বিল	৫০০০০০
গ) পত্রিকার বিল	২০০০০
ঘ) টেলিফোন বিল	৯০০০০০
ঙ) ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০০০০.০০
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ঃ	
ক) ঔষধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	২৫০০০০.০০
খ) ই.পি.আই কর্মসূচী	৪০০০০০.০০
গ) নর্দমা (ড্রেন) পরিস্কার	৩০০০০০.০০
ঘ) ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	৩০০০০০.০০
ঙ) দৈনন্দিন ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	১৫০০০০.০০
চ) মশক নিধন/সরঞ্জাম ক্রয়	৩০০০০০.০০
ছ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন/সৎকার	৫০০০০.০০
জ) কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন এবং সরঞ্জাম ক্রয়	২০০০০.০০
ঝ) ট্রলী, ভ্যান ক্রয় ও মেরামত	৩০০০০০.০০
ঞ) আহার্য্য সামগ্রী বিশে-ষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত	২৫০০০.০০
ট) কঞ্জারভেন্সী ওয়াকি টকি ক্রয়	১৮০০০০০.০০
ঠ) এ.আর.ভি ক্রয়	১৫০০০.০০
ড) সুইপারদের পারিশ্রমিক বাবদ	০
ঢ) ১০০% স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন	০
কর ধার্য ও কর আদায় ঃ	
ক) জেনারেল এসেসম্যান্ট ও ক্রোকী পরোয়ানা	১০০০০০.০০
বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	১০০০০০.০০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ	
ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক	১০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত বাজেট
খ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান	০
গ) অসহায়, এতিম ও প্রতিবন্ধিদের সহায়তা	০
ঘ) ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জাকরণ	০
ভূমি উন্নয়ন কর ঃ	৫০০০০০.০০
মামলা খরচ ও (পরচা ও দাখিলা উত্তোলন) ঃ	২৫০০০.০০
জাতীয় দিবস উদযাপনঃ	৭৫০০০.০০
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ	১০০০০০.০০
জরুরী ত্রাণঃ	৫০০০০০.০০
বিবিধঃ	১৫০০০০.০০
ক) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০০০০.০০
খ) কর্মরত/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ লোন	৮০০০০.০০
গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/মেরামত	৫০০০০০.০০
ঘ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার	২০০০০০.০০
ঙ) যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১৫০০০০.০০
চ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ	৩০০০০০.০০
ছ) ব্যাংক কমিশন	২৫০০০.০০
জ) কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	৫০০০০.০০
ঝ) গণ যোগাযোগ	০
ঞ) স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ	০
ট) বস্তি উন্নয়ন (কমিউনিটি কর্মী, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য কর্মীর বেতন ভাতা)	০
ঠ) কমিউনিটি পুলিশের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য	০
রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ঃ	
রাজস্ব খরচ	
বি এম ডি এফ ঋণ পরিশোধ ঃ	
উন্নয়ন হিসাব ঃ	
অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন ঃ	
ক) রাস্তা নির্মাণ	১০০০০০০০.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৫০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০১৩-১৪	
আয়	প্রকৃত বাজেট
গ) ড্রেন নির্মাণ	৫০০০০০০.০০
ঘ) হাট-বাজার উন্নয়ন	৫০০০০০.০০
ঙ) বাস টার্মিনাল নির্মাণ	৪৫০০০০.০০
চ) লয়েল ট্যাংক রোডে মার্কেট নির্মাণ	০
ছ) মার্কেট নির্মাণ	০
জ) পার্ক/যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২০০০০০.০০
ঝ) রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা	
ঞ) ট্রাক টার্মিনালের ভূমি উন্নয়ন	১৪০০০০০.০০
ট) পৌর বাসস্থান নির্মাণ	৫০০০০০০০.০০
ঠ) কবরস্থান/শশ্মানঘাট উন্নয়ন	১২০০০০.০০
ড) গণশৌচাগার/জবাইখানা নির্মাণ	১৫০০০০০.০০
ঢ) কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ	০
ণ) দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজার উন্নয়ন	৩৯৪৭৩৯৪৪.০০
অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	
ক) রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৯১৭৩৯৪৪.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
গ) ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঘ) বাস টার্মিনাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঙ) মার্কেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
চ) পৌর বাসস্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
ছ) অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০০০০০.০০
জ) সুইপার কলোনী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০০০০০.০০
ঝ) আইল্যান্ড ও ঘাটলা মেরামত	৩০০০০.০০
ঞ) সড়ক বাতি স্থাপন ও নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ	০
ট) ডিজাইন এন্ড কনসালটেশন ফি	০
ঠ) শহীদ মিনার পূনঃ নির্মাণ	১২৭০০০.০০
ড) কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঢ) চুনকা পৌর পাঠাগার ও অন্যান্য অবকাঠামো	০
প্রকল্প সমূহ ঃ	০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০১৩-১৪	
আয়	প্রকৃত বাজেট
BMDF (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	০
UGIIp (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	১৩৩৯৪৯১
FLOOD (রাস্তা নির্মাণ)	০
এল.পি.ইউ.পি.এ.পি ঃ	০
মোট	৬৩০১৮১২৮.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত	বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ		
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	৮৯৪০৭২১.০০	১৩৯১১৩০০.০০
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৫০৯১৭৫৪.০০	৪০০০০০০.০০
গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৪৩৮৭৫৯০.০০	৮০০০০০০.০০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	১০৯৬০০.০০	১৩০০০০.০০
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	৬৩৭৩১২.০০	৫৫০০০০.০০
চ) সিনেমা কর	৩৩৬৩২৭.০০	৩৫০০০০.০০
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	২৫১০১৪৫.০০	৪০০০০০.০০
রেইট ঃ		
ক) আলো কর	৩৮৩১৭৩৮.০০	৫৯৬১৬০০.০০
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	৮৯৪০৭২১.০০	১৩৯১০৪০০.০০
গ) পৌর করের সারচার্জ	৪৯৫৪৬৫.০০	৬০০০০০.০০
ফিস ঃ		
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	২৪৬১৫০.০০	১৫২৪০০.০০
খ) পশু জবাই ফিস	০.০০	১০০৬৮০০০.০০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	১৮২২৯৫.০০	২০০০০০.০০
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	১০১৭০০.০০	২৫০০০০.০০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	২৪৩৮৩৮৭.০০	২১৮০০০০.০০
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	৭৯৬৮.০০	২৫০০০.০০
অন্যান্য ঃ		
ক) বাজার ইজারা	২১০২১৮৪.০০	১৯০০০০০.০০
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	৩৯৬৪৫০০.০০	৩৮০০০০০.০০
গ) গণশৌচাগার ইজারা	২০৩৪৩০.০০	১৭০০০০.০০
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	৩০০০০০.০০	৩৫৭২০০.০০
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	৪৩৪৬৬.০০	০
চ) পুকুর ইজারা	১৬২২০০.০০	০
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	৫১৮৫৭১.০০	৮৬২১০০.০০
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	৩৩২৩২.০০	১৪০০০০.০০
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	৫২৪৯০০.০০	৭২০০০০.০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৬১৪৩২৯৯.০০	১০০০০০০.০০
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	৩৫৬৫০.০০	১৭০০০০.০০
ঠ) বিভিন্ন ফরম	২৮৭১৩০.০০	২১০০০০.০০
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	৮৪৪৫৫০.০০	২১০০০০.০০
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	২৮৫২৩৫.০০	৮০০০০.০০
ণ) এ.আর.ভি	১২১২০.০০	১৪০০০.০০
ত) ই.পি.আই	০.০০	১৩২০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত	বাজেট
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	৭৩০৮৯১.০০	৫০০০০০.০০
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	৬৯৫৯৪.০০	৩০০০০.০০
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	১৫৩০০.০০	০
ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ অনুদান	১১৬৮৪৬.০০	০
প) রেষ্ট হাউজের ভাড়া	১৮৪০০.০০	৬০০০০.০০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	১০৭৯৪১২৪.০০	৭০০০০০০.০০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	১৫১৪৫৯.০০	২১০০০০.০০
ভ) বিবিধ	৫৮২৮০০.০০	৬২৫০০০.০০
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ঃ		
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	২০০০০০.০০	১৮৫০০০.০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	২৪০৬১.০০	২৫০০০.০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	১৩৮৮৩৭৬.০০	১৪৫০০০০.০০
৮। বেসরকারী অনুদান	০	
	৬৭৮১০১৯১.০০	৮০৫৩৯০০০.০০
উন্নয়ন হিসাব ঃ		
১। সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	৫২৫০০০০.০০	৮৮৫০০০০.০০
২। রাজস্ব খাতে উন্নয়ন	২৩৬২৭৪৩৪.০০	২৭৮৮৯৪৮৪.০০
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ		
ক) উপাংশ ১ হতে প্রাপ্ত		৪৯২৪৩৪৪১.০০
৪। লয়েল ট্যাংক রোডে ১০ তলা মার্কেট নির্মাণের সেলামী	০	০
৫। কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	০	০
৬। সেচ্ছা অনুদান	০	০
৭। বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প সমূহঃ	০	০
FLOOD		১২০০০০০০.০০
BMDF	১১৮৪৪৫৬৯.০০	১৩৮৮৪৩১৫.০০
বিএমডিএফ ৯০%	৮২৭৪৫৬৯.০০	১৩৮৮৪৩১৫.০০
পৌরসভা ১০%	৩৫৭০০০০.০০	
UGIIP	৫৩৭৫০০০.০০	৭৭০০০০০০.০০
৮। অবকাঠামো উন্নয়ন	০	০
৯। কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও দারিদ্র বিমোচন	০	০
১০। এলপিইউপিএপি	০	১০২৯৬২৫০.০০
ক) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তহবিল	০	৮৮০০০০০.০০
খ) দারিদ্র উন্নয়ন তহবিল	০	১৪৯৬২৫০.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত	বাজেট
গ) অন্যান্য		
	৫৭৯৪১৫৭২.০০	২২৩৩৪৪০৫৫.০০
ব্যয়		
রাজস্ব ঃ		
সাধারণ সংস্থাপন ঃ		
ক) চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	১৯১৪০০.০০	২০৮৮০০.০০
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৩৪৪৬৯০৮.০০	১২৪৬৫০০০.০০
১) গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	২০৩৩৮৪০.০০	৫০০০০০০.০০
২) উৎসব ভাতা	৮৮৬৩৮৮.০০	৭৭০৪৫৭.০০
৩) বিনোদন ভাতা	২৮৩০৭.০০	১২৫০০০.০০
৪) গোষ্ঠী বীমা	৬৯০০.০০	৩৩৩১.০০
৫) ওভার টাইম	১২৫০৭২.০০	২০০০০০.০০
৬) পোষাক ও ছাতা		৮৩২০০.০০
গ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	৩৬০৭২০.০০	৫২০০০০.০০
ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৯৮৩৪৫৮.০০	১৭২০০০০.০০
ঙ) টেলিফোন বিল	৭৩৩৭৩.০০	১১৫০০০.০০
চ) বিদ্যুৎ বিল	১৫২৬৩৪৭.০০	২১২১০০০.০০
ছ) ওয়াসা		
জ) স্টেশনারী	৮৬২৮৭২.০০	৫৫০০০০.০০
ঝ) জীপ গাড়ী, পানির ট্রাক, গার্বেজ ট্রাক,	২০২৬২৫০.০০	৫০০০০.০০
ঞ) প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর	৫০০০.০০	১২৬৬০.০০
২। শিক্ষা ব্যয় ঃ		
ক) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়	১১১০০.০০	০.০০
খ) বিদ্যুৎ বিল	৩৬৯২২.০০	২১৮০০.০০
গ) পত্রিকার বিল	৫০৪১৬.০০	৩৫০০০.০০
ঘ) টেলিফোন বিল	৩১৫৪.০০	২৫০০.০০
ঙ) ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	৪৩০৬৫.০০	
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ঃ		
ক) ঔষধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩৪০০১.০০	৬০০০০.০০
খ) ই.পি.আই কর্মসূচী	৫২২৫০.০০	২৮০০০০.০০
গ) নর্দমা (ড্রেন) পরিস্কার	১৯৪৫৪০.০০	২০০০০০.০০
ঘ) ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	২১৪২৯৫.০০	৫০০০০.০০
ঙ) দৈনন্দিন ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	২৭৪৮৯৫.০০	১৫০০০০.০০
চ) মশক নিধন/সরঞ্জাম ক্রয়	২৭৪৮৩৭.০০	৩০০০০০.০০
ছ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন/সৎকার	৭২৯৮০.০০	২০০০.০০
জ) কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন এবং সরঞ্জাম ক্রয়	০	৫০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত	বাজেট
ঝ) ট্রলী, ভ্যান ক্রয় ও মেরামত	১৪২৫.০০	৮০০০০.০০
ঞ) আহার্য্য সামগ্রী বিশে-ষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত	১৮৩৮৩৮.০০	৫০০০.০০
ট) কঞ্জারভেন্সী ওয়ার্কি টকি ক্রয়	০	০
ঠ) এ.আর.ভি ক্রয়	০	৫০০০.০০
ড) সুইপারদের পারিশ্রমিক বাবদ	০	৫০০০০০০.০০
ঢ) ১০০% স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন	০	৫০০০০.০০
কর ধার্য ও কর আদায় ঃ	০	০
ক) জেনারেল এসেসম্যান্ট ও ক্রোকী পরোয়ানা	০	৫০০০০.০০
বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	০	০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ	০	০
ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক	৪০০০০.০০	৮০০০০.০০
খ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান	২৫০০০.০০	২০০০০.০০
গ) অসহায়, এতিম ও প্রতিবন্ধিদের সহায়তা		৩০০০০০.০০
ঘ) ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জাকরণ	২৪৩৭৪৪.০০	১৩৮৪২১.০০
ভূমি উন্নয়ন কর ঃ		২৭৮৯৬.০০
মামলা খরচ ও (পরচা ও দাখিলা উত্তোলন) ঃ	৩৪৫০০.০০	৫০০০০.০০
জাতীয় দিবস উদযাপনঃ	২১৯১১.০০	১৩৩৪৮.০০
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ		৫০০০০.০০
জরুরী ত্রাণঃ	২০৯১৩২.০০	৫০০০০.০০
বিবিধঃ		
ক) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৮৪৩০.০০	১৫০০০০.০০
খ) কর্মরত/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ লোন	২০০০০০.০০	২৫০০০০.০০
গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/মেরামত	৫৭১১২৭.০০	৬০০০০০.০০
ঘ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার	২৪২৫৪১.০০	২০০০০০.০০
ঙ) যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১২৫০৪৬.০০	১৫০০০০.০০
চ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ	৫৩১৫৮.০০	৬০০০০.০০
ছ) ব্যাংক কমিশন	৮৪৭৬৯.০০	১০০০০০.০০
জ) কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	২০০০০০.০০	০
ঝ) গণ যোগাযোগ	০	৪৫০০০.০০
ঞ) স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ	০	১১০০০০০০.০০
ট) বস্ড়ি উন্নয়ন (কমিউনিটি কর্মী, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য কর্মীর বেতন ভাতা)	০	৩১০০০.০০
ঠ) কমিউনিটি পুলিশের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য	৩৫৫৩৮০.০০	৫৪৮৬০০.০০
রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ঃ	২৩৬২৭৪৩৪.০০	২৭৮৮৯৪৮৪.০০
রাজস্ব খরচ	৪৯৬৩০৮৩০.০০	৭১৯৯৪৪৯৭.০০
বি এম ডি এফ ঋণ পরিশোধ ঃ	০	৩২৪৮৯৯.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত	বাজেট
উন্নয়ন হিসাব ঃ		
অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন ঃ		
ক) রাস্তা নির্মাণ	১১১০২৯০১.০০	৬১১৮৪০০.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	০	১৬৪২৩০০.০০
গ) ড্রেন নির্মাণ	৪৩৮৩৪১৮.০০	৬৯০২৫০০.০০
ঘ) হাট-বাজার উন্নয়ন	০	০
ঙ) বাস টার্মিনাল নির্মাণ	০	০
চ) লয়েল ট্যাংক রোডে মার্কেট নির্মাণ	০	০
ছ) মার্কেট নির্মাণ	২৯২২৬২০.০০	২৭৪৬৬৮২.০০
জ) পার্ক/যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	০	০
ঝ) রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা	১৩০০০০.০০	৩৮৮২০০.০০
ঞ) ট্রাক টার্মিনালের ভূমি উন্নয়ন	১০৯৪১৭৬.০০	২১৪২৯৮১.০০
ট) পৌর বাসস্থান নির্মাণ	০	০
ঠ) কবরস্থান/শশ্মানঘাট উন্নয়ন	০	১৫২৬৫৯.০০
ড) গণশৌচাগার/জবাইখানা নির্মাণ	২৭৭৮৪০.০০	
ঢ) কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ	০	৩৬৪৬৬২.০০
ণ) দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজার উন্নয়ন	০	০
অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ		
ক) রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬৬৩১৪১৯.০০	২৬২২০০০.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৭০০৭১.০০	১০০০০০০.০০
গ) ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০	৪৬০১৫০০.০০
ঘ) বাস টার্মিনাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৬১৩২.০০	০
ঙ) মার্কেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০	০
চ) পৌর বাসস্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩০৬৯৩.০০	০
ছ) অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩০০৬৩.০০	০
জ) সুইপার কলোনী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৯৩৯১২.০০	৩২৫৮১.০০
ঝ) আইল্যান্ড ও ঘাটলা মেরামত	০	৬২৭৮৬২.০০
ঞ) সড়ক বাতি স্থাপন ও নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ	০	৩৬০৮৯৫.০০
ট) ডিজাইন এন্ড কনসালটেশন ফি	০	৯০০০০০.০০
ঠ) শহীদ মিনার পূনঃ নির্মাণ	৫৫৯৪৩৩.০০	৪৫৭০৬০.০০
ড) কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ	১৯৫০২৪.০০	৭৩৭৯২২.০০
ঢ) চুনকা পৌর পাঠাগার ও অন্যান্য অবকাঠামো	০	২০০০০০০.০০
প্রকল্প সমূহ ঃ		
BMDF (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	১১১০৮৪৫৩.০০	১৪৬২০১৩১.০০

Dhaka University Institutional Repository

আয়	প্রকৃত	বাজেট
UGIIP (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	৫৩৭৪০০৭.০০	৭৭০০০০০০.০০
FLOOD (রাস্তা নির্মাণ)	০	১২০০০০০০.০০
এল.পি.ইউ.পি.এ.পি ঃ	০	১০২৯৬২৫০.০০
	৪৪৮৩০১৬২.০০	১৪৭৭১৪৫৮৫.০০
মোট		

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৬

আয়	প্রকৃত বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ	
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	১০৩৮৮৭৯৪.০০
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৫৮৮৩৬২৬.০০
গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৭৮৯৪৭৫৫.০০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	১৫২৫৭৫.০০
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	৫৭৪২৫১.০০
চ) সিনেমা কর	৪৬৬৮৪৯.০০
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	৪২৯৯০৩.০০
রেইট ঃ	
ক) আলো কর	৪৪৫২৩৪০.০০
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	১০৩৮৮৭৯৪.০০
গ) পৌর করের সারচার্জ	৭৬১৬২০.০০
ফিস ঃ	
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	১৫২৪০০.০০
খ) পশু জবাই ফিস	২৮৩১৫০.০০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	২২৩৫৫১.০০
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	১৬৮০০০.০০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	২৭৫০০০৪.০০
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	২১১২০.০০
অন্যান্য ঃ	
ক) বাজার ইজারা	২৪২৫৯৯৮.০০
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	৩৮৯৭৭৬২.০০
গ) গণশৌচাগার ইজারা	১৮৫১৮৯.০০
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	৪৩৪৬৬.০০
চ) পুকুর ইজারা	
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	১৩২৬৯০০.০০
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	১৫৫৯০০.০০
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	৭৩২৬০০.০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৪৬৩৮৮৪৮.০০
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	৭২২৯৬.০০
ঠ) বিভিন্ন ফরম	৩১৪৮৭১.০০
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	২৩৭২০০.০০
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	১৫৩৮৯৭.০০
ণ) এ.আর.ভি	১২৪৭০.০০
ত) ই.পি.আই	৩৩৭৮৭০.০০

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৬

আয়	প্রকৃত বাজেট
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	৪৭৪৯৪৭.০০
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	২৪৭৮০.০০
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	০
ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ অনুদান	০
প) বেষ্ট হাউজের ভাড়া	৪৭৩০০.০০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	৫৯৮০৮২৯.০০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	২৫১৭৭৬.০০
ভ) বিবিধ	৬৫৫৭১৩.০০
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ঃ	
ক) লগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	১৮৫০০০.০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	২৮০০০.০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	১৫৭৪০২৫.০০
৮। বেসরকারী অনুদান	০
	৬৮৭৪৯৩৬৯.০০
উন্নয়ন হিসাব ঃ	
১। সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	৪১৫০০০০.০০
২। রাজস্ব খাতে উন্নয়ন	২২২৬৮৬৪০.০০
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ	
ক) উপাংশ ১ হতে প্রাপ্ত	৩৭৬৬৮৯১৮.০০
৪। লয়েল ট্যাংক রোডে ১০ তলা মার্কেট নির্মাণের সেলামী	০
৫। কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	০
৬। সেচ্ছা অনুদান	০
৭। বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প সমূহঃ	০
FLOOD	১২০০০০০০.০০
BMDF	১৩৫৩৫২৪৩.০০
বিএমডিএফ ৯০%	১১৫০৪৯৫৭.০০
পৌরসভা ১০%	২০৩০২৮৬.০০
UGIIP	৬৫১৫৮৮১২.০০
৮। অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৩০০০০০০.০০
৯। কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও দারিদ্র বিমোচন	৫০০০০.০০
১০। এলপিইউপিএপি	১৩৪৩৯৮৯৬.০০
ক) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তহবিল	৮৮০৬৪১৩.০০
খ) দারিদ্র উন্নয়ন তহবিল	৪২৭১২৫৮.০০

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৬

আয়	প্রকৃত বাজেট
গ) অন্যান্য	৩৬২২২৫.০০
	২৫৮২৪৬৬৪৮.০০
ব্যয়	
রাজস্ব ঃ	
সাধারণ সংস্থাপন ঃ	
ক) চেয়ারম্যান/কমিশনারদের সম্মানী ভাতা	২০৮৮০০.০০
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদেব বেতন ভাতা	১২০৬৭২২৮.০০
১) গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	৩৮২৮৯৬৩.০০
২) উৎসব ভাতা	৮২৮৬৫৭.০০
৩) বিনোদন ভাতা	৯৫৬৬০.০০
৪) গোষ্ঠী বীমা	৩৩৩১.০০
৫) ওভার টাইম	১৬৮৯৪১.০০
৬) পোষাক ও ছাতা	৫৮২০০.০০
গ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	৫১৮৩৩৯.০০
ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	১৬১১৬৮২.০০
ঙ) টেলিফোন বিল	৯৭৬৩৬.০০
চ) বিদ্যুৎ বিল	১৬৬৭০৮৭.০০
ছ) ওয়াসা	০
জ) স্টেশনারী	৪৮৬৬১৯.০০
ঝ) জীপ গাড়ী, পানির ট্রাক, গার্বেজ ট্রাক,	
ঞ) প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর	১২৬৬০.০০
২। শিক্ষা ব্যয় ঃ	
ক) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়	৪২৩১.০০
খ) বিদ্যুৎ বিল	৩৮৪১০.০০
গ) পত্রিকার বিল	৫০৪০০.০০
ঘ) টেলিফোন বিল	৫৪০০.০০
ঙ) ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	০
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ঃ	
ক) ঔষধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	০
খ) ই.পি.আই কর্মসূচী	৭৩০১৫.০০
গ) নর্দমা (ড্রেন) পরিস্কার	২৯৬৯৭৯.০০
ঘ) ময়লা-আবর্জনা পরিস্কাব	২৬১৭০.০০
ঙ) দৈনন্দিন ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ	১০৭৪৫৪.০০
চ) মশক নিধন/সরঞ্জাম ক্রয়	২০৮৫০০.০০
ছ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন/সৎকার	০
জ) কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন এবং সরঞ্জাম ক্রয়	৩৫১৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৬

আয়	প্রকৃত বাজেট
ঝ) ট্রলী, ভ্যান ক্রয় ও মেরামত	১৫৪২৮৬.০০
ঞ) আহার্য্য সামগ্রী বিশে-ষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত	০
ট) কঞ্জারভেন্সী ওয়ার্কি টকি ক্রয়	০
ঠ) এ.আর.ভি ক্রয়	৩৫১৫.০০
ড) সুইপারদের পারিশ্রমিক বাবদ	৫৪৪০৭৬৪.০০
ঢ) ১০০% স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন	১৯২৮১৩.০০
কর ধার্য ও কর আদায় ঃ	
ক) জেনারেল এসেসম্যান্ট ও ক্রোকী পরোয়ানা	৩৫৭০.০০
বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ	
ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক	৭৮০০০.০০
খ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান	১৫০০০.০০
গ) অসহায়, এতিম ও প্রতিবন্ধিদের সহায়তা	২৬২৭৭৫.০০
ঘ) ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জাকরণ	১২৮৪২৮.০০
ভূমি উন্নয়ন কর ঃ	২৭৮৯৬.০০
মামলা খরচ ও (পরচা ও দাখিলা উত্তোলন) ঃ	৪০৭৮০.০০
জাতীয় দিবস উদযাপনঃ	১৩৩৪৯.০০
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ	৪৫০০০.০০
জরুরী ত্রাণঃ	২০০০০.০০
বিবিধঃ	
ক) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৬০২০.০০
খ) কর্মরত/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ লোন	১২৪০০০.০০
গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/মেরামত	৬১৭৭৩৪.০০
ঘ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার	১৭৭৪৮৮.০০
ঙ) যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১৮৪০৬৯.০০
চ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ	৫৩৫৭০.০০
ছ) ব্যাংক কমিশন	৫৮৫৬২.০০
জ) কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	০
ঝ) গণ যোগাযোগ	৪৫০০০.০০
ঞ) স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ	১১০০০০০০.০০
ট) বস্তি উন্নয়ন (কমিউনিটি কর্মী, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য কর্মীর বেতন ভাতা)	৩৪১০০.০০
ঠ) কমিউনিটি পুলিশের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য	১২২৮৭৩৭.০০
রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ঃ	২২২৬৮৬৪০.০০
রাজস্ব খরচ	৬৪৭৭১৯৭২.০০

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৬

আয়	প্রকৃত বাজেট
বি এম ডি এফ ঋণ পরিশোধ ঃ	৪৬৪০৫৪.০০
উন্নয়ন হিসাব ঃ	
অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন ঃ	
ক) রাস্তা নির্মাণ	৬৬২০২৯৬.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	০
গ) ড্রেন নির্মাণ	৪১৫২৯০০.০০
ঘ) হাট-বাজার উন্নয়ন	০
ঙ) বাস টার্মিনাল নির্মাণ	০
চ) লয়েল ট্যাংক রোডে মার্কেট নির্মাণ	০
ছ) মার্কেট নির্মাণ	২৭৮৭১২২.০০
জ) পার্ক/যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	০
ঝ) রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা	২৩৯৬০.০০
ঞ) ট্রাক টার্মিনালের ভূমি উন্নয়ন	৬৯৬৯০৪.০০
ট) পৌর বাসস্থান নির্মাণ	০
ঠ) কবরস্থান/শশ্মানঘাট উন্নয়ন	৮৯২০৭৬.০০
ড) গণশৌচাগার/জবাইখানা নির্মাণ	০
ঢ) কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ	০
ণ) দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালিব বাজার উন্নয়ন	০
অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	
ক) রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭৭৫০২০০.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৯৮৪৭.০০
গ) ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৩৮৪৩০৫.০০
ঘ) বাস টার্মিনাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঙ) মার্কেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
চ) পৌর বাসস্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
ছ) অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬০১১০.০০
জ) সুইপার কলোনী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩২৫৮১.০০
ঝ) আইল্যান্ড ও ঘাটলা মেরামত	৯৪৯২১.০০
ঞ) সড়ক বাতি স্থাপন ও নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ	২৯০২৪২.০০
ট) ডিজাইন এন্ড কনসালটেশন ফি	৪৪৫১৫০.০০
ঠ) শহীদ মিনার পূনঃ নির্মাণ	১৪১৪২৩৫.০০
ড) কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঢ) চুনকা পৌর পাঠাগার ও অন্যান্য অবকাঠামো	০
প্রকল্প সমূহ ঃ	

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-২০০৬

আয়	প্রকৃত বাজেট
BMDF (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	৮৭৬৫৫৭৫.০০
UGIIP (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	৬২৬২৫৬৯৬.০০
FLOOD (রাস্তা নির্মাণ)	৯৪২৯২৬০.০০
এল.পি.ইউ.পি.এ.পি ঃ	১২১৫৯০৩৪.০০
	১১৯৬৫৪৪১৪.০০
মোট	

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৬-০৭	
আয়	প্রকৃত বাজেট
ট্যাক্সেস ঃ	
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর ট্যাক্সেস ঃ	১৯৭৪৬০০০.০০
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৬০০০০০০.০০
গ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৯০০০০০০.০০
ঘ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ	৩৫০০০০.০০
ঙ) বিজ্ঞাপন কর	৫৫০০০০.০০
চ) সিনেমা কর	৪৫০০০০.০০
ছ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত)	১৩০০০০০.০০
রেইট ঃ	
ক) আলো কর	৮৩৯৮০০০.০০
খ) ময়লা নিস্কাশন কর	১৯৭৪৬০০০.০০
গ) পৌর করের সারচার্জ	৭০০০০০.০০
ফিস ঃ	
ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফিস	১৬০০০০.০০
খ) পশু জবাই ফিস	১৭০০০০.০০
গ) হোল্ডিং এর নামজারী ফিস	৩০০০০০.০০
ঘ) জন্ম, মৃত্যু সার্টিফিকেট ফিস	৯০০০০০.০০
ঙ) পৌর স্টলের ফিস (দোকান)	৩০০০০০০.০০
চ) ক্রোকী পরোয়ানা	৫০০০.০০
অন্যান্য ঃ	
ক) বাজার ইজারা	২০০০০০০.০০
খ) অস্থায়ী হাট ইজারা	৫৫০৬৯৮৬.০০
গ) গণশৌচাগার ইজারা	৩০৮০৬০.০০
ঘ) কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল ইজারা	৩৫৭২০০.০০
ঙ) ফেরী ঘাট ইজারা	১১০৫৭৩৪.০০
চ) পুকুর ইজারা	০
ছ) বেবী ট্যাক্সি/ম্যাক্সি/ট্রাক ষ্ট্যান্ড ইজারা	১১৫০০০০.০০
জ) পৌর সম্পত্তি/জমি/বাঁশ বাজার ইজারা	১২৫০০০.০০
ঝ) রোড রোলার ভাড়া	৪৫০০০০.০০
ঞ) রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৪৭০০০০০.০০
ট) অন্যান্য সার্টিফিকেট	৬০০০০.০০
ঠ) বিভিন্ন ফরম	৪০০০০০.০০
ড) দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	৫০০০০০.০০
ঢ) জরিমানা লাইসেন্স ব্যতীত	১০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৬-০৭	
আয়	প্রকৃত বাজেট
ণ) এ.আর.ডি	৪০০০.০০
ত) ই.পি.আই	৫০০০০০.০০
থ) ব্যাংকে জমা অর্থের সুদ	৫০০০০০.০০
দ) পুরাতন মালামাল বিক্রয়/নিলাম	৫৫০০০০.০০
ধ) কর্মচারী নিয়োগ	১৭২৫০.০০
ন) প্রাকৃতিক দূর্যোগ অনুদান	০
প) রেষ্ট হাউজের ভাড়া	৪৫০০০.০০
ফ) পৌর মার্কেট হতে সেলামী	১৫০০০০০০.০০
ব) পৌর পাঠাগারের আয়	২০০০০০.০০
ভ) বিবিধ	৬০০০০০.০০
উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান ঃ	
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে মঞ্জুরী	১৮৫০০০.০০
খ) কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন মঞ্জুরী	২৮০০০.০০
৬। UGIIP প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৫০% বেতন ভাতা ঃ	১৬০০০০০.০০
৮। বেসরকারী অনুদান	০
	১০৬৭৬৭২৩০.০০
উন্নয়ন হিসাব ঃ	
১। সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	৫৬০০০০০.০০
২। রাজস্ব খাতে উন্নয়ন	৭৫০০০০০০.০০
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ	
ক) উপাংশ ১ হতে প্রাপ্ত	**২৬৮৪০৬১০.০০**
৪। লয়েল ট্যাংক রোডে ১০ তলা মার্কেট নির্মাণের সেলামী	০
৫। কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	০
৬। সেচ্ছা অনুদান	০
৭। বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প সমূহঃ	০
FLOOD	২৩৩২৬০৭০.০০
BMDF	৪৬০২৬৬০.০০
বিএমডিএফ ৯০%	৩৯১২২৬০.০০
পৌরসভা ১০%	৬৯০৪০০.০০
UGIIP	১৪৮৮০৫৮৫.০০
৮। অবকাঠামো উন্নয়ন	৮০০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৬-০৭	
আয়	প্রকৃত বাজেট
৯। কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও দারিদ্র বিমোচন	৫১৫০০০০.০০
১০। এলপিইউপিএপি	৫৫৭৬১৫০.০০
ক) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তহবিল	২২৫২২৫০.০০
খ) দারিদ্র উন্নয়ন তহবিল	২৯৬১৬৭৫.০০
গ) অন্যান্য	৩৬২২২৫.০০
	১৭৯১৫৪৮৮৫.০০
ব্যয়	
রাজস্ব ঃ	
সাধারণ সংস্থাপন ঃ	
ক) চেয়ারম্যান/কমশিনারদের সম্মানী ভাতা	৩৩৬৪০০.০০
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১২৫০০০০০.০০
১) গ্রাচুইটি ও লামসাম বেনিফিট	২০০০০০০.০০
২) উৎসব ভাতা	১২০৯০৪০.০০
৩) বিনোদন ভাতা	২৪০০০০.০০
৪) গোষ্ঠী বীমা	৫০০০.০০
৫) ওভার টাইম	৩০০০০০.০০
৬) পোষাক ও ছাতা	১৪১০০.০০
গ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	২১০০০০০.০০
ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	২০০০০০০.০০
ঙ) টেলিফোন বিল	১১২০০০.০০
চ) বিদ্যুৎ বিল	১০০০০০০.০০
ছ) ওয়াসা	৪০০৪৯৯৮.০০
জ) স্টেশনারী	৯৫০০০০.০০
ঝ) জীপ গাড়ী, পানির ট্রাক, গার্বেজ ট্রাক,	৩৬০০০০.০০
ঞ) প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর	০
২। শিক্ষা ব্যয় ঃ	
ক) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়	০
খ) বিদ্যুৎ বিল	৪০০০০.০০
গ) পত্রিকার বিল	৬০০০০.০০
ঘ) টেলিফোন বিল	৫০০০.০০
ঙ) ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	৫০০০০.০০
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ঃ	
ক) ঔষধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ক্রয়	২০০০০.০০
খ) ই.পি.আই কর্মসূচী	৭০০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৬-০৭	
আয়	প্রকৃত বাজেট
গ) নর্দমা (ড্রেন) পরিস্কার	২০০০০০.০০
ঘ) ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	১০০০০০.০০
ঙ) দৈনন্দিন ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের উপকরণ ক্রয়	১০০০০০.০০
চ) মশক নিধন/সরঞ্জাম ক্রয়	৫০০০০০.০০
ছ) বেওয়ারিশ লাশ দাফন/সৎকার	২০০০.০০
জ) কুকুর ও হিংস্র জন্তু নিধন এবং সরঞ্জাম ক্রয়	১৫০০০.০০
ঝ) ট্রলী, ভ্যান ক্রয় ও মেরামত	১০০০০০.০০
ঞ) আহার্য্য সামগ্রী বিশে-ষণ ও ভ্রাম্যমান আদালত	৫০০০.০০
ট) কঞ্জারভেন্সী ওয়াকি টকি ক্রয়	০
ঠ) এ.আর.ভি ক্রয়	২০০০.০০
ড) সুইপারদের পারিশ্রমিক বাবদ	৭৪০০০০০.০০
ঢ) ১০০% স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন	৪০০০০০.০০
কর ধার্য ও কর আদায় ঃ	
ক) জেনারেল এসেসম্যান্ট ও ক্রোকী পরোয়ানা	১০০০০.০০
বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	১০০০০.০০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ	
ক) পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক	৬০০০০.০০
খ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান	২০০০০.০০
গ) অসহায়, এতিম ও প্রতিবন্ধিদের সহায়তা	১৫০০০০.০০
ঘ) ঈদগাহ মাঠ সাজসজ্জাকরণ	২৫০০০০.০০
ভূমি উন্নয়ন কর ঃ	
মামলা খরচ ও (পরচা ও দাখিলা উত্তোলন) ঃ	২৫০০০০.০০
জাতীয় দিবস উদযাপনঃ	৩০০০০০.০০
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ	০.০০
জরুরী ত্রাণঃ	৫০০০০.০০
বিবিধঃ	
ক) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬০০০০০.০০
খ) কর্মরত/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ লোন	৩৩০০০০.০০
গ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়/মেরামত	২০০০০০০.০০
ঘ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার	৩৫০০০০.০০
ঙ) যাতায়াত/পত্রিকা/আপ্যায়ন	১২৫০০০.০০
চ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ	৫০০০০.০০
ছ) ব্যাংক কমিশন	৩০০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৬-০৭	
আয়	প্রকৃত বাজেট
জ) কল্যাণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান	০
ঝ) গণ যোগাযোগ	০
ঞ) স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ	০
ট) বস্তি উন্নয়ন (কমিউনিটি কর্মী, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য কর্মীর বেতন ভাতা)	০
ঠ) কমিউনিটি পুলিশের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য	০
রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ঃ	৭৫০০০০০০.০০
রাজস্ব খরচ	১১৭০৪৫৫৩৮.০০
বি এম ডি এফ ঋণ পরিশোধ ঃ	৫৫০০০০.০০
	২৩৪০১১০৭৬.০০
উন্নয়ন হিসাব ঃ	
অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন ঃ	
ক) রাস্তা নির্মাণ	১৮০০০০০০.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৫০০০০০.০০
গ) ড্রেন নির্মাণ	১৫০০০০০০.০০
ঘ) হাট-বাজার উন্নয়ন	৫০০০০০.০০
ঙ) বাস টার্মিনাল নির্মাণ	০
চ) লয়েল ট্যাংক রোডে মার্কেট নির্মাণ	০
ছ) মার্কেট নির্মাণ	১২০০০০০.০০
জ) পার্ক/যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	১০০০০০০.০০
ঝ) রাস্তার নামফলক, দিক নির্দেশনা	৭৪০৫২.০০
ঞ) ট্রাক টার্মিনালের ভূমি উন্নয়ন	১০০০০০০.০০
ট) পৌর বাসস্থান নির্মাণ	৫০০০০০.০০
ঠ) কবরস্থান/শশ্মানঘাট উন্নয়ন	১৫০০০০০.০০
ড) গণশৌচাগার/জবাইখানা নির্মাণ	০
ঢ) কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ	০
ণ) দ্বিগুবাবুর বাজার ও কালির বাজার উন্নয়ন	০
অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ	০
ক) রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫০০০০০০.০০
খ) ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০০০০.০০
গ) ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০০০০০০.০০
ঘ) বাস টার্মিনাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৩৭২০০.০০
ঙ) মার্কেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০০০০০.০০
চ) পৌর বাসস্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর-২০০৬-০৭	
আয়	প্রকৃত বাজেট
ছ) অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০০০০০.০০
জ) সুইপার কলোনী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঝ) আইল্যান্ড ও ঘাটলা মেরামত	০
ঞ) সড়ক বাতি স্থাপন ও নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ	১০০০০০০.০০
ট) ডিজাইন এন্ড কনসালটেশন ফি	২৫০০০০.০০
ঠ) শহীদ মিনার পূনঃ নির্মাণ	১০০০০০০.০০
ড) কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ	০
ঢ) চুনকা পৌর পাঠাগার ও অন্যান্য অবকাঠামো	০
প্রকল্প সমূহ ঃ	
BMDF (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	৯৭৬৫৫৬৫.০০
UGIIp (রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ)	১৬৬৯১৬৫৮.০০
FLOOD (রাস্তা নির্মাণ)	৯৪৪১৬৫৮.০০
এল.পি.ইউ.পি.এ.পি ঃ	৬৮৫৭০১২.০০
মোট	৯৫২৮২১৪৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

বাজেট বিশ্লেষণ ঃ সারনী

অর্থবছর	রাজস্ব আয় মিলিয়ন টাকায়	রাজস্ব আয় মিলিয়ন টাকায়	উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-)
২০০০-২০০১	৩৩.১১	৩৯.৭৫	-২১.৯২
২০০১-২০০২	৪৫.৬১	৫৫.০৩	-৯.৪২
২০০২-২০০৩	৪৬.০৪	৫৭.০০	-১০.৯৬
২০০৩-২০০৪	৫৫.৭৭	৪৬.৮৮	৮.৮৯
২০০৪-২০০৫	৯০.২৩	১১২.৪৭	-২২.২৪

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা জুন মাসে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট ঘোষনা করে। আলোচ্য সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় (৯০.২৩ মিলিয়ন টাকা) অর্জিত হয় এবং এই অর্থ বছরের রাজস্ব ব্যয় সর্বাধিক (১১২.৪৭ মিলিয়ন টাকায়)। ২০০০-২০০১ সালে সর্বনিম্ন রাজস্ব আয় হয় (৩৩.১১ মিলিয়ন টাকায়) এবং রাজস্ব ব্যয় ও সর্বনিম্ন এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের রাজস্ব ঘাটতি সবচেয়ে বেশী (২২.২৪ মিলিয়ন টাকা)।

এছাড়াও সারনীতে দেখা যায়, ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের রাজস্ব আয় পূর্ববর্ত বছরে গুলোর নুলনায় লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ অর্থবছরেই কেবল বাজেট উদ্বৃত দেখা গেছে। ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ থেকে নির্বাচিত মেয়র তার কার্যক্রম শুরু করায় পৌরসভার কার্যক্রমে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন বাজেটের এ উল্লেখযোগ্য পরিবতর্নের কারন হতে পারে। তবে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ঘাটতি পরবর্তী অর্থ বছরে প্রভাব ফেলে থাকতে পারে।

স্মারণী-৪.১ ঃ ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেটের প্রকৃত রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ

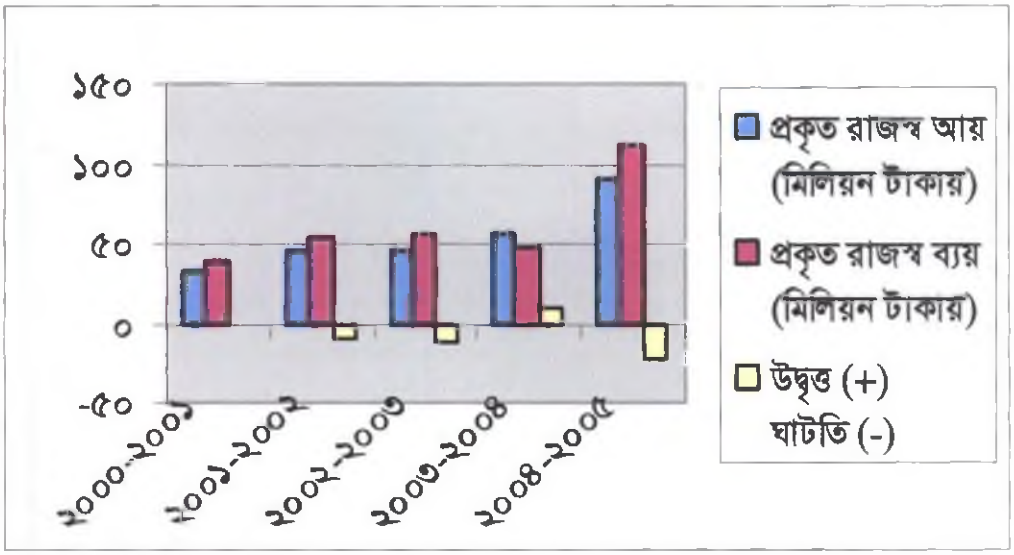

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা কতৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৬-২০০৭অর্থ বছর পর্যন্ত বাজেট কপি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পৌরসভার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

নারায়নগঞ্জ পৌরসভার উপর গবেষণা কার্য পরিচালনার সময় জনগণের জনমত যাচাই ও পৌরসভার বাস্তব সমস্যা পরিবীক্ষণ করে নিম্নোক্ত সমস্যা সমূহ পরিলক্ষিত হয়। যথা-

১) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণঃ

স্থানীয় সরকারের একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পৌরসভায় প্রতি অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই সেবা কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড খুব ধীর গতি সম্পন্ন। রাজধানীর কোল ঘেষে অবস্থিত নারায়নগঞ্জ পৌরসভার কার্যক্রমকে গতিশীল, টেকসই ও আধুনিকায়ন করতে যে পরিমাণ অর্থের দরকার, তা নিজস্ব আয় বা সরকারী অনুদানের মাধ্যমে সংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থায়নের ক্ষেত্রে পৌর কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্ভরশীল।

কাগজে কলমে এটি একটি স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান ধরা হলেও প্রকৃত অর্থে এটি স্বাধীন নয়। নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ, বড় পরিকল্পনার অনুমোদন ও বাস্ড়বায়ন বাৎসরিক বাজেট প্রনয়নের ক্ষেত্রেও পৌরসভাটি সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন।

কার্যকর পৌর পরিচালনের জন্য পৌর এলাকার মধ্যে ওয়ার্ড পর্যায়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরগণের পর্যাপ্ত জনশক্তিসহ কোন কার্যকর দপ্তর নেই। ফলে জনগণের প্রয়োজনে কাউন্সিলরগণের সাথে সাক্ষাৎ করা সময়স্বাপেক্ষ। কাউন্সিলরগণ জানিয়েছেন যে, তারা নিজ বাসগৃহকেই অফিস হিসাবে ব্যবহার করেন, ফলে ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা রক্ষা, জনগণের আপ্যায়ন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে কাউন্সিলরগণকে সরকার কর্তৃক প্রদেয় সম্মানীও যথেষ্ট নয়।

২) সুশাসনঃ

পৌরসভার নাগরিকদের থেকে মতামত সংগ্রহের সময়ে বোঝা যায় যে, পৌরসভার কার্যপরিধি ও পৌরসভা থেকে প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে অনেক নাগরিকই সম্যক ধারণা রাখেন না। এর ফলে নাগরিকগণ অনেকক্ষেত্রে পৌরসভার কার্যক্রমে উলে□খযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

নির্বাচিত পৌর পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাসমূতে সদস্যদের অংশগ্রহণ দলমত নির্বিশেষে কার্যকরী ভূমিকা রাখার চেষ্টা করলেও অনেকক্ষেত্রে কাউন্সিলরগণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন। কাউন্সিলরদের নিজেদের মত পার্থক্যের কারণে কাজের গতি স্লথ হয়ে যাচেছ। গণতন্ত্রের সম্যক চর্চা সীমাবদ্ধ হওয়ায় কাউন্সিলরগণ অনেকক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে জনসেবায় নিবেদিত হতে পারছেন না।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন মেয়র ও কাউন্সিলরগণ দল মত নির্বিশেষে জনগণকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন না এবং বিভিন্ন কমিটিও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

মহিলা কমিশনারগণ পুরুষ কমিশনারগণের চেয়ে তুলনামূলক ছোট আকারের কাজ করেন, অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও বড় কোন কাজ হাতে নিতে উৎসাহ বোধ করেন না।

আবাসন সংকট সংখ্যা ও গুনগতমান উভয় দিক থেকে বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বস্তি। আবার বস্তি উন্নয়নের জন্য পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে বস্তিবাসী, হকার এবং অন্যান্য ভাসমান জনগোষ্ঠির জীবনোন্নয়নের প্রচেষ্টার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরগণের যথেষ্ঠ ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার না থাকায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাতেও পৌরসভা সফল নয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা বিচার উভয়টিতেই পৌরসভাকে সরকারী সংস্থাগুলোর দারস্থ হতে হয়।

৩) সমন্বয়ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে, পৌরসভায় কার্যরত বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাষিত কর্পোরোশন ও বেসরকারী সংস্থার সাথে পৌরসভার সমন্বয় অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় না। কারণ কোন সংস্থাই পৌরসভার অধীন নয়। ফলে বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের অংশীদারিত্ব সময়সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়ার অধীন। একই জাতীয় কাজে পৌরসভা ও এসব সংস্থার পরিকল্পনার পার্থক্য সমন্বয়হীনতাকে আরও প্রকট করে তোলে।

৪) জনস্বাস্থ্যঃ

ক) **স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব ঃ** স্বাস্থ্যখাতে পৌরসভার নিজস্ব জনবলের অপ্রতুলতা, যথেষ্ট পরিমাণ সেবাকেন্দ্রের অভাব, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদির কারণে স্বাস্থ্যখাত নিয়ে জনগণের সন্তুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

খ) **অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ ঃ** পৌরসভার অভ্যন্তরে অনেক অস্বাস্থ্যকর ইমারত বিদ্যমান।

গ) **আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ঃ** যথেষ্ট জনবল না থাকায় আবর্জনা অপসারণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অপসারণ চলছে। এছাড়া শিল্প কারখানা বর্জ্য নিস্কাশনের যথাযথ প্রক্রিয়ায় করে না। সরাসরি বর্জ্য নদী, পুকুর, ডোবা, নিস্কাশন ড্রেনে ফেলছে। ফলে জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হচ্ছে।

ঘ) **জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন ঃ** জনগণ বিবাহ নিবন্ধন করলেও অনেকেই এখনও জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করছে না।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) **হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী ঃ** পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী একেবারে নগন্য।

চ) **চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি ঃ** প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে সমিতি গঠন প্রভৃতি কার্যক্রম অপ্রতুল। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫) পানি সরবরাহ ও পানি নিস্কাশন ঃ

ক) **পানি সরবরাহ ঃ** নারায়নগঞ্জ পৌর এলাকায় পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে ঢাকা ওয়াসা (WASA)। বিশুদ্ধ পনি সরবরাহের দায়িত্ব পৌরসভার হাতে না থাকায় একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য (WASA) কে বাৎসরিক ফি বাবদ ৮০,০০০/- টাকা দিতে হয়। উক্ত ফি দেওয়ার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। ফলে, পৌর এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহে সংকট দেখা দিচ্ছে এবং পৌর এলাকার নাগরিকগণ বিশুদ্ধ সুপ্রেয় পনি প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হচ্ছে ।

খ) **পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস ঃ** ঢাকা ওয়াসা (WASA) এর অনুমোদন ছাড়াও অনেক নলকূপ পৌরসভা এলাকায় বিদ্যমান রয়েছে।

গ) **সরকারি জলাধার ঃ** সরকারী জলাধারগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ) **সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র ঃ** সরকারী মৎস ক্ষেত্রগুলো থেকে অবাধে মৎস শিকার করা হচ্ছে। এছাড়া, কারেন্ট জালেব ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়।

৬) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদিঃ

ক) **খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঃ** স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের মান পরীক্ষার জন্য পৌরসভার আলাদা কোন ইউনিট নেই। বিধায় মান নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে না।

খ) **সাধারণের বাজার ঃ** পৌরসভা এলাকায় ফুটপাত ও রাস্তায় হকারদের দোকান দিতে দেখা যায়।

৭) পশু, প্রদর্শনী ও চিড়িয়াখানাঃ

ক) **কসাইখানা ঃ** পৌরসভার সব এলাকায় কসাইখানা নেই।

খ) **প্রদর্শনী, চিড়িয়াখানা ব্যবস্থা ঃ** পৌর এলাকায় চিত্র বিনোদনের জন্য কোন প্রদর্শনী করার ব্যবস্থা নেই। এছাড়া কোন চিড়িয়াখানা নেই।

গ) **পশুর মৃতদেহ অপসারণ ঃ** রাস্তা এবং অন্যান্য স্থানে মৃত পশু অথবা মুরগীর খামারে মৃত মুরগী অনেকক্ষেত্রে যথাযথভাবে পুতে ফেলা বা পোড়ানোর ব্যবস্থা পৌর কর্তৃপক্ষের নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৮) শহর পরিকল্পনাঃ

(ক) নগর পরিকল্পনার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। পৌর এলাকায় অপরিকল্পিত শিল্প কারখানা, যত্রতত্র দোকান, ঘরবাড়ী সব মিলে একাকার। শিল্প করাখানা বর্জ্য নিস্কাশনের যথাযথ প্রক্রিয়া করে না। ফলে জনস্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে। এছাড়া নর্দমা, পঁচা পুকুর, জলাশয় ইত্যাদির অব্যবস্থাপনার কারণে মশার উদ্রেক লক্ষ্য করা যায়। পৌর অভ্যন্তরীন খাস জমিগুলো পৌরসভার অধীনের না থাকায়, সেসব স্থানে সমূহ যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে এসব জমি প্রভাবশালী ও হকারদের দখলে চলে যাচ্ছে।

(খ) জমির উন্নয়ন প্রকল্প ঃ অনেক সরকারী খাস জমি থাকলেও সেগুলোর মালিকানা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর হাতে থাকায় এবং তা পৌরসভাকে না দেয়ায় পৌরসভা জমির উন্নয়নে প্রকল্প হাতে নিতে পারছে না বা জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করাতে পারছে না।

৯) ইমারত নিয়ন্ত্রণঃ

ক) **ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ** ঃ নারায়নগঞ্জ পৌরসভা অনেক পুরাণো। এর অনেক স্থাপনাও অনেক পুরাণো। যেকোন মুহূর্তে দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত অনেক ইমারতের উপর বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপনচিত্র ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে পৌর কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

খ) **ইমারত নিয়ন্ত্রণ** ঃ নদীর তীর, রাস্তার পাশে ইত্যাদি জায়গা দখল করে অপরিকল্পিতভাবে ইমারত গড়ে উঠছে। পৌরসভার যথেষ্ট লোকবল, সরঞ্জাম ও ক্ষমতা না থাকায় নিয়ন্ত্রিতভাবে ইমারত নির্মাণ ও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১০) সড়কঃ

ক) **রাস্তা ও যানজট** ঃ পরিবহন অপর্যাপ্ততা ও ব্যবস্থাপনার দূর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে পরিবহন ও যাটজট সমস্যা। পৌরসভার অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত, মাত্র চার লেনের। কোন কোন ক্ষেত্রে তা দুই লেনের হওয়ায় শুধু শিবু মার্কেট থেকে চাষাড়া, চাষাড়া থেকে পঞ্চবটি, চাষাড়া থেকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ইত্যাদি রাস্তাগুলোকে প্রায়ই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া আধুনিক কোন বাসস্ট্যান্ড না থাকায় রাস্তার উপরেই বাসে যাত্রী উঠানো ও নামানোর কারণেও যানজট হচ্ছে। যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং ও যানজট বৃদ্ধির কারণ। অল্প কিছু রাস্তায় ফুটপাথ আছে যাও আবার হকারদের দখলে।

খ) **সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী** ঃ মানুষের সড়ক বিধানাবলী জানা না থাকায়, তারা সঠিকভাবে আইন মানছে না। আবার কোন কোন ড্রাইভার ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করছেন।

গ) **সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা** ঃ পৌরসভার সড়ক ও সড়ক দীপ সমূহ বিশেষ কোন ক্ষেত্র ছাড়া সড়ক

Dhaka University Institutional Repository

ধোয়ার ব্যবস্থা নেই।

ঘ) **সড়ক বাতির ব্যবস্থা ঃ** পৌরসভা এলাকায় সকল জায়গায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা নেই। দিবস উদযাপন রাত্রিকালীন অন্ধকারে ছিনতাই, চুরি, দূর্ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১) **জননিরাপত্তা ঃ**

ক) **অগ্নি নির্বাপণ ঃ** অগ্নি নির্বাপনের জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কোন দমকল বাহিনী বা অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম নেই।

খ) **বেসামরিক প্রতিরক্ষা ঃ** পৌরসভার নিজস্ব কোন আইন শৃঙ্খলা বাহনী নেই। পৌরসভার প্রয়োজনে সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করে। ফলে কজের গতি বাধাগ্রস্থ হয় এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে উধর্ষ্তন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে সন্ত্রাস, অপরাধ প্রবণতা ও জনগণের নিরাপত্তার অভাব। এই নিরাপত্তাহীনতা দিন দিন বাড়ছে।

১২) **বন্যা ঃ** পৌর এলাকাটি নদীর পানি বৃদ্ধিতে বন্যা কবলিত হয়। এছাড়া শহরের ভূমিকম্পের আশংকাও রয়েছে।

১৩) **বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা বাণিজ্য ঃ** কোন কোন এলাকায় বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর মাদক ব্যবসা প্রত্যক্ষভাবেই চলছে। যার কারণে সন্ত্রাস অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে।

১৪) **বৃক্ষরোপন, পার্ক, উদ্যান ও বন সৃষ্টি ঃ**

ক) **বৃক্ষরোপণ ঃ** ইমারত, নতুন রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃক্ষ নিধন অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নতুন কোন বৃক্ষরোপনের ব্যবস্থা নেই।

খ) **উদ্যান ঃ** শিক্ষা ও বিনোদন সেবার অপ্রতুলতা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। শ্রমজীবি মানুষের জন্য এবং শিশুদের বিনোদনের জন্য আধুনিক কোন পার্ক এবং কোন রিসোর্ট বা পর্যটন কেন্দ্র নেই।

গ) **খোলা জায়গা ঃ** পৌরসভায় অনেক খোলা জায়গা থাকলেও তার মালিকান পৌরসভার নয়। ফলে পৌরসভা এটাকে কোন স্থায়ী কাজে ব্যবহার করতে পারছে না।

ঘ) **বৃক্ষের ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ** অনেক গবেষণা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এখানকার বায়ুতে অনেক ক্ষতিকর ধাতব পদার্থ বিদ্যমান। বৃক্ষ নিধনের ফলে সুনির্মল পরিবেশ টেকসই না হওয়ায় এমনটি উত্তরোত্তব বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

১৫) **পুকুর ও নিম্নাঞ্চল ঃ** পৌর এলাকায় অপরিকল্পিত শিল্প কারখানা, যত্রতত্র দোকান, ঘরবাড়ী সর মিলে একাকার। শিল্প করাখানা বর্জ্য নিস্কাশনের যথাযথ প্রক্রিয়া করে না। এছাড়া নর্দমা, পঁচা পুকুর, জলাশয় ইত্যাদির অব্যবস্থাপনার কারণে মশার উদ্রেক লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬) শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ

ক) **শিক্ষা ঃ** শিক্ষা ও বিনোদন সেবার অপ্রতুলতা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। শ্রমজীবি মানুষের জন্য কোন নৈশ বিদ্যালয় নেই।

খ) **বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ** বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও পৌরসভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুশ্রমিক রয়েছে যারা দারিদ্রতার কষাঘাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এসব শিশুদের পরিবারকে যথেষ্ট আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ কোন প্রকল্প না থাকায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

গ) **শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানবলী ঃ** পৌরসভা কর্তৃক গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান বা শিক্ষার মানোন্নয়নের নিমিত্ত শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

ঘ) **সংস্কৃতি ঃ** নারায়নগঞ্জ পৌরসভায় পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের সমস্যা রয়েছে।

ঙ) **পাঠাগারসমূহ ঃ** পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি পাঠাগার থাকলেও পাঠক সমাবেশের কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া পৌরসভার পরিচালিত কোন ভ্রাম্যমান পাঠাগার নেই।

১৭) সমাজকল্যাণ ঃ

নারায়নগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ইত্যাদির অপ্রতুলতা রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যথা- বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দিন দিন পৌর এলাকায় বেড়ে চলছে । পৌর এলাকায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দূর্বলতা ও ধনীগরীবের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে দিন দিন দারিদ্র আরো বাড়ছে। কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পৌরসভার বিশেষ বা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। এ লক্ষ্যে, বর্তমানে কোন প্রকল্প নেই। ফলে, যাদের পরিবারের অন্য কেউ উপার্জনক্ষম নাই এমন অনেক বেকার, মহিলা বিপদগ্রস্থ হচ্ছে এবং কখনও কখনও অসামাজিক কিংবা সমাজবিধ্বংসী পেশা গ্রহণ করছে। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সদিচ্ছা থাকলে এগুলো নির্মুলের জন্য যথাবিহীত পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

১৮) উন্নয়নঃ

ক) **উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পৌরসভার যথেষ্ট স্বচ্ছতা নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিরই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পৌর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় জনগনের সংশ্লিষ্টতার

Dhaka University Institutional Repository

অভাব রয়েছে। পরিবেশের পরিস্থিতি বিপন্ন বায়ু ও পানি দূষন ও শব্দদূষন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উন্মুক্ত স্থান লেক, নদী, জলাশয় ইত্যাদির অবৈধ দখল এবং গাছ-গাছালির কর্তন ইত্যাদির কারণে পরিবেশের অবক্ষয় হয়েই চলছে।

খ) **বাণিজ্যিক প্রকল্প ঃ** পৌরসভার নিজস্ব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা বৃহদাকারের বাণিজ্যিক প্রকল্প নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত সমস্যা সমূহের উদ্ভবের পেছনে রয়েছে এক বা একাধিক বৃহত্তর সমস্যা। প্রথমতঃ দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত গতিতে (গ্রাম-শহর স্থানান্তরের কারণে) অতি উচ্চ হারে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ নগর পরিকল্পনার অনুপস্থিতি অথবা এর দুর্বল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ। তৃতীয়তঃ সামগ্রিকভাবে পৌর প্রশাসন ও পৌর পরিচালনের দুর্বলতা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একদিকে নগর পরিচালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব আর অন্যদিকে রয়েছে সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতার অভাব অথবা তাদের পক্ষ থেকে সংগঠিত উদ্যোগের অভাব। চতুর্থতঃ পৌর পরিচালনার মানোন্নয়ের জন্য সরকার ও পৌর তহবিলে স্থানীয় কর আয়ের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদের অভাব।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

নারায়নগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসকারী নাগরিকদের মধ্যে ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৪৮ জন চাকুরীজীবি, ৩৭ জন ব্যবসায়ী, ২৯ জন গৃহিণী, ২ জন ইমাম, ২১ জন শ্রমিক, ২ জন চিকিৎসক, ২ জন শিক্ষকসহ মোট ২০০জনের সাক্ষাৎকার মতামত জরীপের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এছাড়া পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ এবং পৌরসভার বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৌরসভার সমস্যাবলী সমাধানের পথে অন্তরায় সমূহ

স্থানীয় সরকার বলতে বুঝায় স্থানীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা দু'ধরণের হতে পারে-একটি সেবা প্রদানকারী ভূমিকা (Service delivery), আরেকটি অনুঘটকের ভূমিকা (Catalytic role)। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলত প্রথম ভূমিকাটিতেই দেখা যায়-যা প্রধাণত রিলিফ বিতরণ, কিছু অবকাঠামো নির্মাণ ও গ্রাম্য সালিশ-বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ভূমিকাটি অত্যন্ত সীমিত ও অকার্যকর। দ্বিতীয় ভূমিকাটি ব্যাপক ও প্রত্যাশিত। অনুঘটকের ভূমিকা পালিত হয় জনগণকে জাগিয়ে তুলে ও সংগঠিত করে সামাজিক পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যমে। জাগ্রত ও সংগঠিত জনতার পক্ষে অর্থাৎ গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা করে, স্থানীয় উদ্যোগে এবং মূলত স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে অধিকাংশ স্থানীয় সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ হয়ে ওঠেন সত্যিকারের সমাজ পরিবর্তনের রূপকার (Change agent)। কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য তাই প্রয়োজন এ সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার রূপান্তর। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চারটি অনুচ্ছেদ- (অনুচ্ছেদ ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০) যুক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক আকাঙ্খা অনুযায়ী, শুধু মাত্র কিছু সীমিত সংখ্যক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাসমূহের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় বরং স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও বর্তমানে আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল, যার কয়েকটি দিক নিম্নে উত্থাপন করা হলো ঃ

ক) শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য সত্যিকারের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের স্থানীয় সরকার বহুলাংশে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এই অকার্যকারিতার পেছনে অনেকগুলো করণ রয়েছে।

খ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দূরাবস্থার আরেকটি বড় কারণ হলো নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্ব দেয়া হয় নি। বস্তুতঃ এগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'এক্সটেন্ডেড আর্ম' (Extended arm) বা বর্ধিত হস্ড় হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে আরো কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একটি কেন্দ্রীভূত শাসন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বহীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অকার্যকর হতে বাধ্য।

গ) স্থানীয় সরকারের করুণ অবস্থার জন্য সম্পদের অপ্রতুলতাও অনেকাংশে দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বছর ব্যয় করা হাজার হাজার কোটি টাকার অতি নগন্য অংশই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এগুলোতে জনগণ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না। আর এগুলো মানুষের খুব একটা কল্যাণেও আসে না। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সম্পদ, ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব যত বেশি জনগণের কাছাকাছি যায়, ততবেশি তা তাদের কল্যাণ সাধন করে। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় লোকবলও নিয়োগ করতে পারে না, যা তাদের কার্যক্রমকে অত্যন্ত সীমিত করে।

ঘ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে তার যথাযথ অবদান রাখতে পারে নি। আর তার মাশুল গুণতে হচ্ছে পুরো জাতিকে, স্বাধীনতা অর্জনের পর গত ৩৮ বছর ধরে। স্থানীয় সরকারের দূরাবস্থার জন্য আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতা অনেকটা স্থায়ী হয়েছে। প্রশাসনের সকল স্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গভীরতা অর্জন করতে এবং একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। বস্তুত সংসদ কেন্দ্রিক আমাদের গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামোর জন্য স্তম্ভ বা খুঁটি তৈরি করতে পারেনি। আর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, খুঁটিহীন গণতন্ত্র টিকে থাকে না এবং তা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। জন-অংশগ্রহণের অভাবে স্বচ্ছলতা-জবাবদিহিতার, বিশেষত জনগণের কাছে জবাবদিহিতার চর্চা গড়ে ওঠেনি। এছাড়াও নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠেনি বলে তৃণমূল পর্যায় থেকে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির সম্ভবনার দ্বারও উন্মোচিত হয় নি, যার ফলে আজ আমরা চরম নেতৃত্বের সংকটে ভুগছি। তাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে গণতন্ত্র, সুশাসন, উন্নয়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এ কারণে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে প্রায় সবদিক থেকেই পিছিয়ে পড়েছে।

নারায়নগঞ্জ পৌরসভার উপর গবেষণা কার্যক্রমে পরিচালনায় তথা তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে জনমত যাচাই করে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি পৌরসভার সমস্যা সমাধানে অন্তরায় সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো। যথাঃ-

১) <u>জাতীয় পৌরনীতিমালা</u> ঃ জাতীয় পর্যায়ে নগরায়ন প্রবণতা সঠিক ধারায় আনা এবং পৌর ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত ও সুচারু করার জন্য কোন জাতীয় পৌর নীতিমালা (National Policy) নেই। ফলে নগরায়ন ও পৌর উন্নয়ন বিষয়ক সকল বিষয় মনিটর করা, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন করা, সংশ্লিষ্ট জনশক্তি পরিকল্পনা করা ও অর্থায়ন সম্ভবনা দেখা কার্যকরভাবে সম্ভব হচ্ছে না। পৌর নীতিমালায় নগরায়ন ও পৌরসভা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব দেয়া হলে দারিদ্র দূরীকরণ ও পৌর দারিদ্রদের জীবন মান উন্নতকরণ সম্ভব হত।

Dhaka University Institutional Repository

২) **পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ঃ** পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা। যাবতীয় কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের অধীন। বাংলাদেশের সংবিধানের যে ধারায় (৫৯ ধারায়) স্থানীয় সরকারের উল্লেখ রয়েছে সেখানে সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় পৌর সরকার এখন গঠিত না হওয়া।

৩) **পৌর বাজেট ঃ** পৌর সভার জন্য জাতীয় বাজেট যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা। ভারসাম্যহীন নগরায়ন। পৌর এলাকা অভিমুখী জনস্রোত সার্বিক পরিকল্পনার অন্তরায়।

৪) **বিকেন্দ্রীকরণ নীতিমালা ঃ** অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সুযোগ সুবিধাসহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন না করা।

৫) **দলীয় কর্তৃত্ব ঃ** পৌরসভার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে যেমনঃ দলীয় বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতি, স্থানীয় প্রভাবশীলদের হস্তক্ষেপ, স্থানীয় সাংসদের কর্তৃত্ব ইত্যাদি। পৌর নির্বাচন দলীয় নির্বাচন না হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ প্রভাব বজায় থাকা।

৬) **জি,ও এবং এন,জি,ও আংশদারিদের কাজ ঃ** পৌরসভা পরিচালনায়, পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিদ্যমান সমস্যাবলির সমাধানের জন্য জাতীয় সরকারের সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনার অভাব। পৌরসভা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব স্থানীয় পৌরসভার উপরে বর্তায়। বাস্তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুয়ের পাশাপাশি আরও যেসব অংশীদার (Stakeholder) রয়েছে, তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কম নয়। এসব অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাত, অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাত, বেসরকারী সেবামূলক খাত (এন, জি, ও) এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ/সুশীল সমাজ। এন, জি, ও এবং সংবাদপত্রসমূহ নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। নগর পরিচালনে পৌর কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ও সর্বাধিক হলেও অন্যান্য অংশীদারদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যে কারও ব্যর্থতাই উন্নয়নের অন্তরায় হতে পারে। পৌর কর্তৃপক্ষ, পৌরসভার বিভিন্ন কাজে আমলাতন্ত্রের কাছে যথেষ্ট অসহায় বোধ করেন।

৭) **কাউন্সিলরদের মতামত গ্রহণ ঃ** পরিষদের সভায় কাউন্সিলরদের মতামত গ্রহণে মেয়রের দলীয় প্রাধান্য, প্রদান করায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয়। মেয়র ও কাউন্সিলর নিজেদের মধ্যে দলীয় ভাবভঙ্গি বজায় থাকা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। পৌর কাউন্সিলরদের প্রশ্নমালা স্বাক্ষাৎকারে দেখা যায় যে, সম্মানিত কাউন্সিলরগণ বেশ কয়েকজন "আমার মতামত

Dhaka University Institutional Repository

সভায় গ্রহণ করা হয় না" বলেও কয়েকজন মতামত পোষণ করেছেন। মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌর প্রশাসনের পৌর কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে যা পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় বলে মনে হয়।

৮) **দক্ষতার অভাব ঃ** জনগণের অসচেতনতা এবং প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট কর্তব্যপরায়নতা ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। পৌরসভায় কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তির অভাবে পৌর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না যা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ায় প্রেক্ষিতে জনগণ কর্তৃক পৌর প্রশাসনকে অনেক ক্ষেত্রে অসহযোগীতার কারণে পৌরসভার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের অন্তরায় হয়ে দাড়ায়।

৯) **শহর পরিকল্পনা ঃ** বর্তমানে পৌরসভার এলাকায় নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা যেমনঃ- ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, শিল্প কারখানা ইত্যাদি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠায় নগর পরিকল্পনা অনুযায়ী পৌর উন্নয়ন করা যাচ্ছে না যা একটি অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। ফলে এগুলো নগর মহাপরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসলেও যা বিষফোড়া হিসাবে থেকেই যাবে।

১০) **উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বিষয়ে উদ্যোগের অভাব ঃ** পৌর এলাকায় শহরের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিনোদন সেরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই নতুন চিন্তা ও উদ্যোগের অভাব থাকার জন্য সাঠিক নেতৃত্ব দিক নির্দেশনার অভাব রয়েছে যা সমস্যা সমাধানের অন্তরায়।

১১) **জি,ও এবং এন,জি,ও সেবামূলক কাজের মনোভাবের অভাব ঃ** সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের নিঃশর্ত সেবামূলক কাজের মানসিকতার অভাব।

১২) **পৌর নিরাপত্তার অভাব ঃ** পৌর এলাকায় সামাজিক ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অভাবের কারণে অনেক সময় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে অনীহা প্রকাশ করে যা পৌর সমস্যা সমাধানের অন্তরায়। পৌর কর্তৃপক্ষ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেক সময় সম্ভব হচ্ছে যা পৌরসভার সমস্যা সমাধানের অন্তরায়।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পৌরসভার সমস্যাবলী সমাধানের পথে অন্তরায় বলে পরিলক্ষিত হয়। নারায়নগঞ্জ পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ২০০ জন নাগরিকের জনমত জরিপ সাক্ষাৎকার এবং পৌরসভার বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের অন্তরায় সমূহ তৈরি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকাঃ

নারায়নগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসকারী নাগরিকদের মধ্যে ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৪৮ জন চাকুরীজীবি, ৩৭ জন ব্যবসায়ী, ২৯ জন গৃহিণী, ২ জন ইমাম, ২১ জন শ্রমিক, ২ জন চিকিৎসক, ২ জন শিক্ষকসহ মোট ২০৫জনের সাক্ষাৎকার মতামত জরীপের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এছাড়া পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ এবং পৌরসভার বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

উপসংহার ও অভিমত ঃ

বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং আর্থিক দিক থেকে সক্ষম একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় এসেছে, দেশে সত্যিকার অর্থে একটি বিকেন্দ্রীকরণ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার পূরণে তারা বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। দেশে দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক সরকার সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণেই তা ঘটেছে। ফলে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদদের মধ্যে রয়েছে আস্থার সংকট এবং স্থানীয় সরকার এককসমূহের সাথে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভাগাভাগি করার বিষয়কে অনিরাপদ মনে করা। আর এ কারণেই স্থানীয় সরকার সমূহের নির্বাচন রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হওয়ার অনুমোদন দেয়া হয়নি।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর ও দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতার কারণে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের আস্থাহীনতা ও নিরাপত্তাহীনাতা বোধের সাথে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা সম্প্রসারণে আমলাতান্ত্রিক সদিচ্ছার অভাবে দূর্বল ও কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থায়ী রূপলাভ করেছে।

পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকা শীর্ষক গবেষণায় কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের অবস্থা, জনমত, দলিলাদি, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালের পর বাংলাদেশে জনগণ পরপর তিনটি নির্বাচিত সরকার দেখেছে সব রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী ইশতেহারে, গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠানিকীকরণে পর্যাপ্ত কার্য পরিধি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার এককগুলোর মধ্যে সম্পদের অংশীদারীত্বের বিধান রেখে দেশে একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তবে এগুলোর জনসাধারণ স্ব-স্ব এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিমতসমূহঃ

পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত অভিমত বর্ণিত হলোঃ

(১) জাতীয় পৌর নীতিমালা প্রণয়ন ঃ জাতীয় পর্যায়ে নগরায়ন প্রবণতা সঠিক ধারায় আনা এবং পৌর ব্যবস্থায় সুবিন্যস্ত ও সুচারু করার জন্য কোন জাতীয় পৌর নীতিমালায় National Policy নেই। ফলে নগরায়ন ও পৌর উন্নয়ন বিষয়ক সকল বিষয় মনিটর করা, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন করা সংশ্লিষ্ট জনশক্তি পরিকল্পনা করা ও অর্থায়ন সম্ভবনা দেখা কার্যকরভাবে সম্ভব হচ্ছে না। তাই জরুরীভাবে জাতীয় পৌর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(২) গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ঃ নির্বাচিত পৌর পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাসমূহ সদস্যদের অংশগ্রহণ দলমত নির্বিশেষে আরো কার্যকর করতে হবে। এজন্য ঘন ঘন পর্ষদ সভা এবং সভায় সদস্যদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ কার্যকর করা অত্যাবশ্যক। কমিটি দলমত নির্বিশেষে গঠিত হতে হবে।

(৩) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ বর্তমানে পৌরসভা সমূহের উন্নয়ন কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট স্বচ্ছতা নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার সমূহ মূলত আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। বর্তমান পদ্ধতির এই দূর্বলতা কাটিয়ে স্থানীয় পৌর সরকার সমূহের উচিত উন্নয়ন সংক্রান্ড় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সংশ্লিষ্টতা আনায়ন। একইভাবে স্থানীয় সরকার সমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমূহে বিভিন্ন এন,জি,ও সমূহকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনায়ন করা। নগর/পৌর এলাকায় কর্মরত সরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৪) নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ঃ পৌরসভা বা নগর কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে পৌর কর্মসূচী পরিকল্পনা করবে এ রকম পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। পৌর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব লোকবল নিয়োগের স্বাধীনতা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব, অর্থায়ন ও অর্থ সংস্থানের কর্তৃত্ব থাকতে হবে। নাগরিকদের যাবতীয় সেবা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অবশ্যই থাকা উচিৎ। বিশেষ করে পৌরসভার ভেতরে অন্যান্য সেবা প্রদানকারী ও ভৌত অবকাঠামো নির্মান সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্চনীয়।

(৫) আইনের শাসন ঃ আইনের শাসন বলতে এখানে সবার জন্য জাতীয় উন্নয়নমূলক নীতিমালা ও আইন এবং পৌর নীতিমালার সমান প্রয়োগ, পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ত নীতিমালার যথাযথ ব্যবস্থা, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগকে বুঝায়। নগর কর্তৃপক্ষ অন্যের উপর আইন প্রয়োগের আগে কর্তৃপক্ষের নিজেদের পুরাপুরি আইন মেনে চলা উচিত। জীবিকার অন্বেষণ ও ন্যূনতম আশ্রয়

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থান মানবাধিকার পর্যায়ভূক্ত। এ কারণে নগর এলাকার আত্ম-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত দরিদ্র মানুষ যাতে সহজেই "অবৈধ" বলে আখ্যাত না হয় এবং ক্ষেত্রে বিশেষে তাদের "উচ্ছেদ" করতে হলে তা যেন পূনর্বাসন ব্যতিরেকে না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। অন্যদিকে বিত্তবানদের অবৈধ স্থাপনা ও কর্মকান্ড সঠিকভাবে আইনের আওতায় আনতে হবে।

(৬) দক্ষতা ও আইনের শাসন ঃ কর্মদক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি ছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষের নগর পরিচালনার প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য সংস্থান করা সম্ভব নয়। নগর উন্নয়ন কর্মকান্ড একদিকে যেমন উচ্চ কারিগরি সম্পন্ন হওয়া দরকার অপরদিকে সকল স্তরের নাগরিকদের চাহিদা ও ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াও বাঞ্চনীয়। এ ধরণের কাজ একটি দক্ষ জনশক্তি ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। নগর প্রশাসন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত সকল সংস্থার কর্মী বাহিনীর দক্ষতা সৃষ্টির সুযোগ রাখতে হবে।

(৭) ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ সরকারের কাজের সম্পূর্ণ পরিসরকে সংরক্ষিত, হস্তান্তরিত ও অবশিষ্টাংশ এ তিনটি ভাগে ভাগ করা উচিত। জাতীয় সরকার সংরক্ষিত তালিকায় কাজসমূহ রাখবে, হস্তান্তরিত তালিকার কাজগুলি পৌরসভার অধীনে রাখা যেতে পারে। সংশোধিত স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা) নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট বিধান রেখে জাতীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে কাজের এরূপ বিভাজন বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ সংশোধন করে ক্ষমতা কার্যাবলীর সামাঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে।

(৮) নেটওয়ার্কিং ও তথ্য প্রবাহ ঃ দেশের ভেতরে সকল পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। এই নেটওয়ার্কিং এর ফলে সকল পৌরসভার মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদান সম্ভব হবে যা শহর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ধরণের নেটওয়ার্ক দেশের বাহিরের পৌরসভাসমূহের সাথেও হতে পারে। দেশের বাহিরের পৌরসভা ও শহর/নগর পরিচালন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই হবে এই নেটওয়ার্কিং এর মূল উদ্দেশ্য, পৌর মেয়র, কাউন্সিলর, পরিষদ সদস্য, পৌর কর্মকর্তাদেরও নেটওয়ার্কিং থাকতে পারে। বাংলাদেশের সকল পৌরসভার একটি সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

(৯) সমন্বয় ঃ নগর পরিচালনে সবচেয়ে বড় সমস্যা উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা। বিশেষ করে বড় শহরে যেখানে উন্নয়ন অংশীদারের সংখ্যা ও প্রচুর, সমন্বয় সাধন সেখানে অত্যান্ত জরুরি। বাংলাদেশে চারটি বড় শহর ও নারায়নগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বাস্তব পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য রয়েছে "উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" পৌর কর্তৃপক্ষ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে কার সাথে সমন্বয় করবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ক্ষমতা ও গুরুত্বের বিচারে পৌর কর্তৃপক্ষের প্রধানগণ নিজ নিজ

Dhaka University Institutional Repository

শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। অপরদিকে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ পৌর কর্তৃপক্ষের সীমানার বাইরেও তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তৃত বিধায় নিজেদের পৌর কর্তৃপক্ষের চাইতেও বিশাল মনে করে। যার ফলে এই দুই সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার কারণে সমন্বয়রে প্রধান ভূমিকা মেয়রগণ পালন করতে পারেন।

(১০) নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ ঃ যেকোন আদর্শ পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হবে "নেতৃত্ব" এবং "উদ্ভাবনী উদ্যোগ" শুধুমাত্র ধারাবাঁধা বা রুটিন কর্মতৎপরতাই নয় নতুন নতুন পদ্ধতি কৌশল বা উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। শহরের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, সেবা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই নতুন চিন্তা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

(১১) পৌর বাজেট ঃ সংশোধিত ব্যবস্থায় স্থানীয়, সরকার (পৌরসভা) এর হাটবাজার, জলমহাল, করারোপ, ঘাট ইজারা, গৃহ ও ভূমির উপ ট্যাক্সেস, পেশা, ব্যবসা, কলিং ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের অর্থ ও সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ আইনগত কাঠামোর আওতায় বিশেষ জরুরী কাজ পৌরসভার উন্নয়নের জন্য পৌরসভার নিজস্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ ব্যয় করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিয়মিত নিরীক্ষা এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে এরূপ তহবিল ব্যয় করার বিষয়ে জবাবদিহিতার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে সম্পদ সমাবেশের অধিকার ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ জাতীয় বাজেট প্রত্যেক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) এককের নামে বরাদ্দ থাকবে যা জনসংখ্যা, সীমানা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতির ভিত্তিতে বন্টিত হবে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা কার্যকর আছে তার সংস্কার করতে হবে।

(১২) জি,ও (G.O) এবং এন জি,ও (N.G.O) অংশিদারিদের কাজ ঃ পৌরসভা পরিচালনায় পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিদ্যমান পরিচালনায় সমস্যাবলির সমাধানের জন্য জাতীয় সরকার সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অনেক অভাব রয়েছে প্রেক্ষিতে, জি,ও (G.O) এবং এন জি,ও (N.G.O) অংশিদারিদের অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাত, অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাত, বেসরকারী সেবামূলক খাত এন জি,ও (N.G.O) সমন্বয় সাধন পূর্বক একত্রে পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

(১৩) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ঃ পৌর এলাকায় নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) পৌরসভার উন্নয়নে অন্যান্য বিষয়ে অভিমত ঃ ভবিষ্যতে পৌরসভা সুন্দরভাবে পরিচালিত করার হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত অভিমত প্রদত্ত হলো। যথা- কর আরোপ মূল্যায়ন সংগ্রহের ব্যবস্থা সহজ করা দরকার। পৌরসভার আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থাবর সম্পত্তির ওপর কর, লাইসেন্স ফি, মার্কেট থেকে আয় ছাড়াও অন্যান্য সূত্র থেকে আয় বৃদ্ধির উপায় বের করতে হবে।

* পানি সববরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

* আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ করতে হবে।

* জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর করতে হবে।

* পৌরসভা এলাকার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ভেজাল নিয়ন্ত্রণ, বাজার নিয়ন্ত্রন, কসাইখানা প্রভৃতি পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে আরো গতিশীল করা প্রয়োজন।

* পৌর এলাকায় চিড়িয়াখানা, পার্ক, রিসোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

* ইমারত নির্মান ও পূনঃ নির্মানে পৌর কর্তপক্ষকে দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে অনুমোদন প্রক্রিয়া পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

* রাস্তাঘাট নির্মান, পূন নির্মান এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

* রাত্রিকালীন সড়ক বাতির ব্যবস্থা আরো বাড়তে হবে।

* বস্তিবাসীদের উন্নয়নে তাদের পুনর্বাসন করে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

* বৃদ্ধ, এতিম, পথ শিশুদের জন্য নিবাস/আশ্রম এর ব্যবস্থা করতে হবে।

* পৌর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নগরীয় দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর গবেষনাটির মূখ্য উদ্দেশ্যে ছিলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পৌরসভা কিভাবে পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। যার ভিত্তিতে সরকার বাস্তব সম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবে।

গবেষণার শুরুতেই গবেষনার তাৎপর্য, গবেষণার পরিধি, আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা, গবেষণার উদ্দেশ্যে, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষনার সাংগঠিক কাঠামো, বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও তুলনামূলক স্থানীয় সরকারের পর্যালোচনা করার পরে তাত্ত্বিক পটভূমি ও ধারণাগত কাঠামো শিরোনামে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৌরসভার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এছাড়া নারায়নগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান , সীমানা ও যোগাযোগ, প্রকৃতি আয়তন, প্রশাসনিক ইউনিট, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার ও পৌরসভার ওয়ার্ডম্যাপ (সংযুক্ত) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও এই গবেষণায় নারায়নগঞ্জ পৌরসভার একজন মেয়র, ১২জন কাউন্সিলরদের আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা করা হয়। প্রশ্নমালা (Questionnaire), সাক্ষাৎকার (Interviews), জীবন বৃত্তান্ত/ঘটনা বিশ্লেষন (Case Studies)ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষনাটিতে ব্যক্তিবর্গের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণের নিমিত্ত একইসাথে গুনগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) বিশ্লেষনপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং নারায়নগঞ্জ পৌরসভার থেকে প্রাপ্ত বাজেট কপি অনুযায়ী ২০০০থেকে ২০০৭ বলে পর্যন্ড় পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি করতে গিয়ে নারায়নগঞ্জ পৌরসভার সমস্যা চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে নারায়নগঞ্জ পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে থেকে ৫৮জন ছাত্র-ছাত্রী, ৪৮জন চাকুরীজিবি, ৩৭জন ব্যবসায়ী, ২৯জন গৃহিনি, ৩জন ইমাম, ২১জন শ্রমিক, ২জন চিকিৎসক এবং ২ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার মতামত জরীপের (Opinion Surveys) মাধ্যমে এবং পৌরসভার একজন মেয়র, ১২জন কাউন্সিলরদের প্রশ্নমালা (Questionnaire) সাক্ষাৎকার (Interviews) বিশ্লেষনপদ্ধতির মাধ্যমে, পৌরসভার বর্তমানে সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া নারায়নগঞ্জ পৌরসভার সমস্যা সমধানের পথে অন্তরায় ও সমাধানের কিছু নির্দেশনাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর গবেষনাটির মূখ্য উদ্দেশ্যে ছিলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পৌরসভা কিভাবে পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। যার ভিত্তিতে সরকার বাস্তব সম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবে।

গবেষণার শুরুতেই গবেষনার তাৎপর্য, গবেষণার পরিধি, আনুষাঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা, গবেষণার উদ্দেশ্যে, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষনার সাংগঠিক কাঠামো, বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও তুলনামূলক স্থানীয় সরকারের পর্যালোচনা করার পরে তাত্ত্বিক পটভূমি ও ধারণাগত কাঠামো শিরোনামে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৌরসভার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এছাড়া নারায়নগঞ্জ পৌরসভার অবস্থান , সীমানা ও যোগাযোগ, প্রকৃতি আয়তন, প্রশাসনিক ইউনিট, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার ও পৌরসভার ওয়ার্ডম্যাপ (সংযুক্ত) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও এই গবেষণায় নারায়নগঞ্জ পৌরসভার একজন মেয়র, ১২জন কাউন্সিলরদের আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা করা হয়। প্রশ্নমালা (Questionnaire), সাক্ষাৎকার (Interviews), জীবন বৃত্তান্ত/ঘটনা বিশ্লেষন (Case Studies)ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষনাটিতে ব্যক্তিবর্গের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণের নিমিত্ত একইসাথে গুনগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) বিশ্লেষনপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং নারায়নগঞ্জ পৌরসভার থেকে প্রাপ্ত বাজেট কপি অনুযায়ী ২০০০থেকে ২০০৭ বলে পর্যন্ড় পৌরসভার আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি করতে গিয়ে নারায়নগঞ্জ পৌরসভার সমস্যা চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে নারায়নগঞ্জ পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে থেকে ৫৮জন ছাত্র-ছাত্রী, ৪৮জন চাকুরীজিবি, ৩৭জন ব্যবসায়ী, ২৯জন গৃহিনি, ৩জন ইমাম, ২১জন শ্রমিক, ২জন চিকিৎসক এবং ২ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার মতামত জরীপের (Opinion Surveys) মাধ্যমে এবং পৌরসভার একজন মেয়র, ১২জন কাউন্সিলরদের প্রশ্নমালা (Questionnaire) সাক্ষাৎকার (Interviews) বিশ্লেষনপদ্ধতির মাধ্যমে, পৌরসভার বর্তমানে সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া নারায়নগঞ্জ পৌরসভার সমস্যা সমধানের পথে অন্তরায় ও সমাধানের কিছু নির্দেশনাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়নগঞ্জ পৌরসভার গবেষনায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) পরিচালনায় জাতীয় পৌরনীতি, গণতান্ত্রিক অংশ গ্রহণ, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব, আইনের শাসন, দক্ষতা ও আইনের শাসন, ক্ষমতা ও কার্যবলী, নেট ওয়ার্কিং ও তথ্যপ্রবাহ, সমন্বয়, নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ, পৌরবাজেট, এবং জি,ও ও এন,জি,ও আংশিদারিত্বসহ প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশমালা বিবৃত হয়েছে। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে গবেষণার ফলাফল সমূহ পর্যালোচনা করে এসকল সুপারিশ মালা পেশ করা হয়েছে। নারায়নগঞ্জ পৌরসভার বাস্তবতার আলোকে মতামত সমূহের পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের সকল বৃহৎ রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনিক সংস্কার ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষেত্র ভিত্তিক নির্দিষ্ট সুপারিশসহ বেশির ভাগ প্রতিশ্রুতি নীতি সংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে জোট সরকার কর্তৃক এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। সীমিত আকারে কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নীতি সংক্ষেপে চিহ্নিত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত সরকারের মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়নি।

বাংলাদেশে পৌর কর্তৃপক্ষসমূহের অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী নয়। এসব পৌর কর্তৃপক্ষ মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমিত ক্ষমতা ও কারণ প্রদানকারীদের কাছে জবাবদিহীতার ব্যবস্থা না থাকায় সম্পদ সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া অত্যন্ড দূর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল নিরীক্ষণ ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে আরো সংকটময় করে তুলেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জেন্ডার ভিত্তিক সমতা বিধান পৌর কর্তৃপক্ষের অবশ্য করণীয়। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুবিধা, বিনিয়োগ ও ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রত্যেক পরিবার বা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনায়ন করতে পারে। ভবিষ্যতে আশা করা যায় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থ-সামাজিক অবস্থা আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নির্দেশনাঃ

গবেষক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা সহ স্থানীয় সরকার কাঠামো ও এর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের উপর আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন। প্রেক্ষিতে, এ বিষয়ে গবেষণার জন্য গবেষক দিক নির্দেশনা মূলক কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আরো গবেষণা সম্পাদন করা অতীব জরুরী।

১। স্থানীয় সরকারের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন জন প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা, নিয়ন্ত্রন, কতৃত্ব, সমন্বয়, উদ্ভাবনী উদ্যোগ জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করণ আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু প্রভাব বিস্তার করবে এবং তা টেকসই হবে কিনা?

২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হলে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে কি না?

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬৪৯০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-mail : duregstr@bangla.net
তারিখ :

জানুয়ারী ২৭, ২০০৮ইং

বরাবর
চেয়ারম্যান,
নারায়নগঞ্জ পৌরসভা,
নারায়নগঞ্জ।

বিষয়ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে "পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়নগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক এম.ফিল গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান প্রসংগে।

মহোদয়

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম.ফিল গবেষক জনাব মোস্তফা মনসুর আলম খান, পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর একটি গবেষণা কর্ম শুরু করেছে। তার গবেষণার শিরোনাম "পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়নগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা।"

উক্ত গবেষণার অংশ হিসেবে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত ও প্রশ্নমালা সংগ্রহের জন্য গবেষক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। গবেষণাটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে আপনার সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি। উল্লেখ্য যে, গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনামূলক তথ্য উপস্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

ধন্যবাদান্তে,

২৭/১/২০০৮

(ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন)
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"

(এম,ফিল কোর্সের চাহিদা পুরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, ও মহিলা কাউন্সিলরদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা
(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ

পৌরসভার নাম ও স্থাপনের সন	ঃ	ওয়ার্ড নং	ঃ
উত্তর দাতার নাম	ঃ		ঃ
পদবী	ঃ	স্বাক্ষর	ঃ
ঠিকানা	ঃ	তারিখ	ঃ

ক. উত্তর দাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী ঃ

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা.....

২) বয়স .....

৩) পেশা.....

৪) বৈবাহিক অবস্থা.....

৫) ধর্ম .....

খ) পারিবারিক তথ্যাবলী ঃ

১) পারিবারিক ধরণ ঃ একক/যৌথ

২) পারিবারিক সদস্য সংখ্যা.....জন

৩) বাসস্থানের ধরণ ঃ ভাড়া/নিজস্ব

৪) রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতার বিবরণ দিনঃ

৫) পরিবারের আর কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কিনা ? হ্যাঁ/না

গ) ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে আপনার সুযোগ সুবিধাসমূহ ঃ

১) পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করার জন্য আপনার নিজস্ব কার্যালয়ে রয়েছে কি ? হ্যাঁ/না

২) সাপোর্ট স্টাফ রয়েছে কি ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কয়..... জন।

৩) আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য কি পরিমাণ সম্মানী পান ? মাসিক..... টাকা।

৪) পৌরসভার গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ আছে কিনা ? হ্যাঁ/না

৫) পৌর কাউন্সিলর হিসেবে পৌরসভার সার্বিক কার্যক্রমে আপনার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন কি ? হ্যাঁ/না। না হলে কারণসমূহের বিবরণ দিনঃ

৬) স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনও কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় কিনা ?

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জন প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কী কী সহযোগিতা কাম্য ?

১) সরকারের নিকট থেকে ঃ

২) জনগণের নিকট থেকে ঃ

৩) মেয়রের নিকট থেকে ঃ

ঙ) আপনার উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের বিবরণ ঃ

চ) আপনার সমাজ সেবামূলক কাজে অবদানের বিবরণ ঃ

ছ) নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আপনার দায়িত্ব সমূহের বিবরণ ঃ

জ) আপনার এলাকার দারিদ্র্য জনগণের আথ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন কিনা ? হ্যাঁ/না। যদি করে থাকেন তবে তার বিবরণ ঃ

ঝ) দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রয়োজন আছে কিনা ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি কি কাজ করা উচিৎ ? বিবরণ দিনঃ

ঞ) পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করণীয় রয়েছে, এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন ঃ

ট) পৌরসভার বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকান্ড আরো সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে কি কি করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন ? মতামত দিন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পৌরসভার ভূমিকাঃ নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা"

(এম,ফিল কোর্সের চাহিদা পুরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মতামত জরীপের প্রশ্নমালা

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ

উত্তর দাতার নাম	ঃ	পৌরসভার নাম	ঃ
পদবী/পেশা	ঃ	ওয়ার্ড নং	ঃ
ঠিকানা	ঃ	স্বাক্ষর	ঃ
	ঃ	তারিখ	ঃ

ক) আয়-ব্যয় ও কর ঃ

১) আপনি কি পৌরসভাকে কর দেন ? হ্যাঁ/না

২) পৌর কর, পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বেশী কিনা ? হ্যাঁ/না। যদি বেশী হয় তবে কি ধরণের কর আরোপ হওয়া উচিৎ ? আপনার মতামত দিনঃ

৩) পৌরসভার আয় বর্ধন করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ ? আপনার মতামত দিন ঃ

৪) পৌরসভার কোন কোন খাতে জনসাধারণের সুবিধার জন্য অধিক ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো দরকার ? আপনার মতামত দিন ঃ

৫) সরকারের পক্ষ থেকে পৌরসভার জন্য কি আরো অধিক বরাদ্দ দেওয়া উচিত ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রয়োজন ? আপনার মতামত দিন ঃ

৬) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের সমস্যা সমূহ কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন ? আপনার মতামত দিন ঃ

খ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ঃ

১) পৌরসভার কি শিক্ষা কার্যক্রম আছে? হ্যাঁ/না। যদি না থাকে তবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য পৌরসভার কি করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ? আপনার মতামত দিন ঃ

২) আপনি পৌরসভা থেকে যে ধরনের স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন তা যথোপোযুক্ত কিনা ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে তা বৃদ্ধির জন্য কি কি করা দরকার ? আপনার মতামত দিন ঃ

৩) স্বাস্থ্য সেবার জন্য যে কর দেন তা বেশী কিনা ? হ্যাঁ/না

গ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঃ

১) পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সমাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের নিজস্ব অর্থায়নে কোন কর্মসূচী পরিচালিত করছে কিনা? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসূচী পরিচালিত করছে ? তা পর্যাপ্ত কিনা ? আপনার মতামত দিন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

২) পৌর এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে তা কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন ? আপনার মতামত দিন ঃ

৩) স্থানীয় শিল্প কারখানা/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে পৌর নাগরিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পৌরসভার কোন ভূমিকা আছে কিনা ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে তা কি ধরণের ভূমিকা রয়েছে ? আপনার মতামত দিন ঃ

৪) পৌরসভায় বিদেশী সাহায্য পুষ্ঠ কোন প্রকল্প আছে কিনা ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কোন কেন প্রকল্প আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? আপনার মতামত দিন ঃ

ঘ) নাগরিক সুযোগ সুবিধা ঃ

১) পৌরসভার নাগরিকদের প্রদেয় সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানের আপনার মতামত দিনঃ

২) পৌরসভার হাট-বাজার ও জল-মহলগুলির বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত কিনা? হ্যাঁ/না। না হলে করণীয় কি ? আপনার মতামত দিনঃ

৩) পৌরসভার পয়-নিষ্কাশন ব্যাত্তা-ঘাট, কমিউটি সেন্টার, সামাজিক বিচার ব্যবস্থা/নিরাপত্তা পর্যাপ্ত কিনা ? এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার মতামত দিনঃ

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণঃ-

১) পরিবেশ সংরক্ষণে পৌরসভা কি যথাযথ ভূমিকা পালন করছে ? মতামত দিনঃ

২) নারায়নগঞ্জ পৌরসভা একটি শিল্প নগরী সেক্ষেত্রে শিল্প কলকারখানার নির্গত বর্জ পদার্থ সমূহ পরিকল্পিতভাবে ফেলানো হচ্ছে কিনা ? হ্যাঁ/না। না হলে করণীয় কি ? আপনার মতামত দিনঃ

চ) পৌরসভার উন্নয়ন ঃ-

১) পৌরসভার উন্নয়নে কোন কোন বিষয়ে উন্নয়নমূলক কাজ হওয়ার দরকার ? আপনার মতামত দিন ঃ

২) পৌরসভার উন্নয়নের জন্য কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? সরকারী পদক্ষেপ নেওয়া/নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা/মেয়র ও কাউন্সিলর আরো গতিশীল হওয়া/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরো গতিশীল হওয়া/অন্যান্য.....

৩) রাজধানীর নিকটবর্তী জেলায় পৌরসভা হওয়ায় এর কি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে? হ্যাঁ/না। না হলে আপনার মতামত দিনঃ

৪) আপনি কি মনে করেন শিল্প কল কারখানার মালিকদের সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার সাথে সমন্বয় সৃষ্টির দরকার ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি ধরণের সমন্বয় প্রয়োজন বলে মনে করেন ? আপনার মতামত দিনঃ

ছ) আপনি কি মনে করেন পৌরসভার অধীনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইন শৃঙ্খলাসহ সকল সরকারী, বেসরকারী দপ্তর পরিচালিত হলে বর্তমানে বহুলভাবে আলোচিত নগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? আপনার মতামত দিন?